শ্রীমৎ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত

স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ

মূল গ্রন্থের শ্লোকাবলী, কাশীধামের শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী কৃত
সংস্কৃত টীকা, প্রাঞ্জল শ্লোকার্থ ও শতাধিক টিপ্পণী সম্বলিত।

পরিব্রাজক
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সংকলিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক ঃ
ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র
২১১এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ—বেলুড়মঠ, জেলা—হাওড়া

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৮ সাল

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান :

১। **মহেশ লাইব্রেরী**
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

২। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪/১, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রস্তাবনা

বিংশাধিক বৎসর-পূর্বে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান কালে শ্রীমৎগঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' গ্রন্থের অধ্যয়নে ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। অনিবার্য্য বিপর্য্যয় অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়ায় তাহা এতকাল বন্ধ ছিল। পুনরায় এই শুভকর্ম সমাপন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, ব্রহ্মসিদ্ধিঃ, ইষ্টসিদ্ধিঃ ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধি গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সহিত পরিগণিত হইবার যোগ্য। 'স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ' অদ্বৈত বেদান্তের একখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ এবং 'পঞ্চদশী,' 'বেদান্তসার' ও বেদান্ত পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থের সমকক্ষ। রচনাভঙ্গী, বিষয়-বিন্যাস, বিচার-গাম্ভীর্য্য ও চিন্তার প্রগাঢ়তায় ইহা পণ্ডিতগণের উপভোগ্য। ইহার ভাষার মাধুর্য্য ও কবিত্ব কাব্য অতুলনীয়। ১৯৫৩ সম্বতে কাশীধাম হইতে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী বিরচিত কৈবল্য কল্পদ্রুম নাম্নী এক প্রাঞ্জল টীকাসহ উহার একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত সংস্করণ শ্রীমৎগঙ্গাধরেন্দ্র কৃত কৈবল্য কল্পদ্রুমাখ্য টীকা এবং কয়ঙ্গুল শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী বিরচিত পরিমলাখ্য টিপ্পণি সম্বলিত। 'স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ' গ্রন্থের কৈবল্য প্রকরণে ৪৬ শ্লোকে আছে, কৈবল্য কল্পতরু মূলমুপাশ্রিতানাং স্বারাজ্যসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মন্তব্য করেন, 'গ্রন্থপক্ষে কৈবল্য কল্পতরু সঞ্জক সব্যাখ্যান গ্রন্থস্য মূলং ব্যাখ্যেয় গ্রন্থং ইত্যপি অর্থঃবোধঃ।' 'বিশ্বকোষ' অভিধানে গ খণ্ডে শ্রীমৎ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতীর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত। "গঙ্গাধর যতি একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। ইনি রামচন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য ও সর্বজ্ঞ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং 'যোগবাশিষ্ট তাৎপর্য্য প্রকাশ' রচয়িতা আনন্দ বোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। ইনি গঙ্গাধর ভিক্ষু, গঙ্গাধর সরস্বতী অথবা গঙ্গাধরেন্দ্র যতি নামেও আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—চন্দ্রিকোদ্ধার নামে বেদান্ত সিদ্ধান্ত, চন্দ্রিকার টীকা প্রণবকল্প প্রকাশ, বেদান্ত সিদ্ধান্ত মঞ্জরী ও

প্রকাশ নামে উহার টীকা, সাম্রাজ্য সিদ্ধি ও মোক্ষনামে উহার টীকা, সিদ্ধান্ত সংগ্রহ ও উহার টীকা এবং স্বারাজ্যসিদ্ধি ও কৈবল্য কল্পদ্রুম নামে উহার টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।"

গঙ্গাধরেন্দ্র ও ভাস্করানন্দ কৃত টীকাদ্বয়ের নাম কৈবল্য কল্পদ্রুম হইলেও গঙ্গাধরেন্দ্রের টীকা ভাস্করানন্দের টীকা অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিকতর বিচার পূর্ণ। গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থকার ছিলেন। গ্রন্থশেষে আত্ম পরিচয় প্রদানার্থ তিনি মন্তব্য করেন, 'বহ্বব্ধি মুঙ্গ বনিমান শকে।' অর্থাৎ ১৭৪৮ শকাব্দে তিনি এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। 'স্বারাজ্য সিদ্ধি'র শ্লোকাবলী ভাষার লালিত্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে অনুপম। এই গ্রন্থ অধ্যারোপ প্রকরণ, অপবাদ প্রকরণ ও কৈবল্য প্রকরণ—এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। উল্লিখিত প্রকরণত্রয়ে যথাক্রমে ৫৪, ৬২ এবং ৪৭ শ্লোক আছে। সুতরাং ইহা মোট ১৬৭ শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থোক্ত অনুবাদ যথা সম্ভব আক্ষরিক ও টীকাদ্বয় অবলম্বনে বিরচিত। কোথাও কোথাও সংস্কৃত টিপ্পণির সাহায্যও গৃহীত। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বুদ্ধিগত করার জন্য প্রকরণ গ্রন্থ অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হেতু 'স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ' তুল্য উচ্চ শ্রেণীর প্রকরণ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গদেশে অতিশয় প্রয়োজন। বঙ্গভূমি নব্য-বেদান্তের অভিনব পীঠস্থান। আশা করি, পঞ্চদশী ও বেদান্তসার সদৃশ স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে। অনুবাদ ও টিপ্পণিসহ ইহা পাঠ করিলে অর্থবোধ নিশ্চয়ই সম্ভব।

সন ১৩৭০ সালে মদনূদিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার তৃতীয় ষট্‌কে 'স্বারাজ্য সিদ্ধি'র প্রথম প্রকরণের সানুবাদ শ্লোকত্রয় প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ভবানীপুরের 'শিবম্' মাসিকে ১৩৪৪ সালে বৈশাখ সংখ্যায় এবং হালিসহরের 'আর্য্য দর্পন' পত্রিকায় ১৩৬৮ সালে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাত্রয়ে প্রথম প্রকরণের ২৪ শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ বাহির হয়। আচার্য্য সুরেশ্বর রচিত স্বারাজ্য সিদ্ধি নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। উহা

অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে ও প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচিত। নানা গ্রন্থে উহার অনেক উদ্ধৃতি পাঠে ইহা জানা যায়। প্রাচীন ও নবীন 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' গ্রন্থদ্বয়ের রচনা কালের ব্যবধান বহুশত বৎসর। সুতরাং উহাদের ভাষা ও ভাব নিশ্চয়ই পৃথক হইবে। অবশ্য গঙ্গাধরেন্দ্র সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। কাশীধামের ভাস্করানন্দ সরস্বতী কৃত এই টীকা অতি সরল ও সুবোধ্য এবং পূর্ববর্ত্তী টীকার সারমর্ম সম্বলিত। এলাহাবাদের চৌধুরী মহাদেব প্রসাদের অনুরোধে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ এই সরল সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। এই টীকার প্রথম সংস্করণ মহাদেব প্রসাদজীর অর্থ ব্যয়ে মুদ্রিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। চব্বিশ পরগণা জেলার আগর:পাড়া নিবাসী শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ কৃত টীকাসহ মূল গ্রন্থ এবং ইহার বাংলা অনুবাদ বঙ্গদেশেই প্রকাশিত হইল। টীকাকার ভাস্করানন্দের সচিত্র জীবনী প্রারম্ভে প্রদত্ত। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ কৃত অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার ও টীকাকার উভয়ে দশনামী সম্প্রদায়ের বেদান্তী সন্ন্যাসী ও অদ্বৈত সিদ্ধান্তে অটল বিশ্বাসী।

শ্রীরামপুরের পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী বহুশ্রমেএই গ্রন্থের শ্লোকার্থ, টিপ্পণি ও ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত অবলম্বনে বর্তমান পুস্তক বহু যত্নে সংশোধিত ও সঙ্কলিত। শ্লোকার্থের নিম্নে টিপ্পণি সংখ্যা প্রদত্ত এবং গ্রন্থ শেষে টিপ্পণি সংগ্রহ একত্রে প্রকাশিত। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশ সুধী সমাজে সমাদৃত হইলে আমার সর্বশ্রম সার্থক হইবে।

রাজবল হাট নিবাসী শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র শীল একশত টাকা এবং তৎপত্নী শ্রীমতী প্রতিভা শীল একশত টাকা এই গ্রন্থ মুদ্রনার্থে দান করিয়াছেন।

অলমিতি।

পরিব্রাজক

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সূচীপত্র

গ্রন্থমর্ম

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ॥

যাহা কোটীগ্রন্থে উক্ত আছে, তাহা অর্দ্ধশ্লোকে বলিব। ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ। এই জগৎ পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ জগৎ উদ্গত। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ইহার কারণ, জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা। যেমন মরুভূমে জলভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় এবং আকাশে নীলিমা ভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়াবলে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই জগৎ লয় হয়।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।

তরতি শোকং তরতি পাপ্‌মানং

গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥

সেই পরব্রহ্ম যিনি বিজ্ঞাত হন তিনি ব্রহ্মই হন, ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কুলে কোন অব্রহ্মবিদ জাত হন না। তিনি শোক সাগর উত্তীর্ণ হন। তিনি পাপমুক্ত হন। এবং গুহাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত সম্ভোগ করেন।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃনোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমাঃ,

তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং।

যথায় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, বা বিজ্ঞাত হয় না, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সুখস্বরূপ, অল্পে বা অব্রহ্মে সুখ নাই।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যাহা লাভ করিলে অন্য লাভ অধিক মনে হয় না এবং যাহাতে স্থিত হইলে গুরু দুঃখেও মানুষ বিচলিত হয় না বা মৃত্যু ভয়েও ভীত হয় না সেই ব্রহ্ম লাভ অপেক্ষা অধিক লাভ নাই। ব্রহ্মলাভ হইলে মানুষ দুঃখত্রয়ের অতীত হন, গুণাতীত হন এবং অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। ব্রহ্মবিৎ আনন্দী হন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ এবং দিব্যধামবাসী দেবগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি সেই অজ্ঞান তিমিরাতীত আদিত্য বর্ণ ব্রহ্মপুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে বিদিত হইলে জন্ম মরণাদি চিরতরে অতিক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য পন্থা নাই।

২

ভক্ত কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, "যখন আমি অতি অল্প কিছু জানিতাম, তখন মোহবশে নিজেকে সর্বজ্ঞ ভাবিতাম। পশ্চাৎ পণ্ডিতগণের নিকট কিছু তত্ত্ব শুনিয়া বুঝিয়াছি, আমি অতিশয় মূর্খ তখন ঘামদিয়া আমার মোহ জ্বর ছাড়িয়া গেল।" "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থোক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাব্য ও ব্যাকরণকে শিশু শাস্ত্র বলিয়াছেন। সেই শিশু শাস্ত্রেরই যখন কিছু জানি না, তখন সর্ব শাস্ত্র শিরোমনি বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। বেদান্ত গ্রন্থ স্পর্শ করিবার পূর্বেও শুনিতাম, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" ইহাই বেদান্তের সারকথা। কিঞ্চিৎ পরিচয়ের ফলে বুঝিয়াছি, হ্যাঁ, উহাই সারকথা সত্য, তবে যেমন ভাবে বুঝিয়াছি তেমন ভাবে নহে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চও ব্রহ্মই। কেবল মায়া নামে

প্রসিদ্ধা এক মোহিনী শক্তি আমাদের চক্ষে মোহরূপ অঞ্জনের প্রলেপ দিয়াছে বলিয়া আমরা ইহাকে জগৎ রূপে দেখি। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। সদ্‌গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় অজ্ঞানরূপ এই মোহান্ধকার দূর করিলে 'তৎপদ' বা সেই ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি হয়। সদ্ গুরুই কি সহজে পাওয়া যায়? "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। তীক্ষ বুদ্ধি বলে অথবা বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে বা শ্রবণে ব্রহ্ম তত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। কেবল যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্য। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, কেবল সেই তাঁহাকে জানিতে পারে। এই কৃপা, সিদ্ধ গুরুর মাধ্যমে লাভ হয়। "আচার্য্যবান্ পুরূষো বেদ"। আচার্য্যবান পুরুষ বা সদ্ গুরুর কৃপা প্রাপ্ত পুরুষই ব্রহ্ম লাভ করেন। কিন্তু কোথায় সেই আচার্য্য? তীব্র বৈরাগ্যের উদয় না হইলে এবং মুক্তি লাভের জন্য আকুল পিপাসা ও ঐকান্তিক বাসনা না হইলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। সুকৃতি না থাকিলে বৈরাগ্য বা মুমুক্ষুত্ব কিছুরই উদয় হয় না। অতএব সদাচার, সৎ কর্মানুষ্ঠান, ও সাধু ভাবনার এবং সৎ সঙ্গ-প্রসঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে।

এই সকল সদ্‌গুণ পরিপাকের ফলেই বৈরাগ্যের উদয় হয় ও মুক্তি লাভের আকাঙ্খা জন্মে। গীতা মুখে শ্রীভগবান বলেন," শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। শ্রদ্ধা চাই। শম-দমাদি সাধনের ফলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া চাই। শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ কিছু হয় না। শ্বেত কেতু গুরু গৃহে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একটু দম্ভ লইয়াই স্বগৃহে ফিরিলেন। পিতা আরুণি পুত্রের মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, এই দম্ভটুকু ছাড়া আর কিছুই তাহার লাভ হয় নাই। পরে তিনি পুত্রকে উপদেশ প্রদান করেন। "নারদ সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান না পাইয়া তল্লাভের জন্য ভগবান সনৎ কুমারের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন"। হস্তী না দেখা পর্যন্ত হাজার বর্ণনা শুনিয়াও হস্তী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না। হস্তীর চিত্র দেখিয়া কিছু জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের ছবি

আঁকা যায় না। সে বিষয়ে দু চারটে কথাই বলা যায়। উহাতে জিজ্ঞাসুর বিশেষ কিছু লাভের আশা নাই। যাহা অবাঙ্‌ মনসগোচর, তাহা বাক্যে বা মনে প্রকাশ করা যায় না। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ভাষ্যের একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম কি, বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে, তিনটির উপস্থিতি প্রয়োজন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, তাহার অন্য কোন জ্ঞাতা নাই বা কাহারও দ্বারা তিনি জ্ঞেয় নহেন। এই অবস্থায় গুরু, শিষ্য, বেদ-বেদান্তাদি মোক্ষ শাস্ত্র সমস্তই নিষ্ফল। কে কাহাকে, কি বলিবে? সকলই তো সেই অদ্বয় ব্রহ্ম মাত্র। তবে যে পর্য্যন্ত সাধকের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে। "বিবেক চূড়ামণি" গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য আরও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন—

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্‌ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে॥
অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা॥

ভূরি ভূরি বক্তৃতা তো কেবল শব্দের ঝরণা। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার নৈপুণ্যও তাহাই। ইহা ভোগের সহায়ক হইতে পারে, মুক্তির উপায় নহে। পরমতত্ত্ব জানিলেও যেমন শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল, না জানিলেও তেমনি নিষ্ফল।

যাহা হউক, আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান তো হয় নাই। সেইহেতু শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। যদি চিত্তে শ্রদ্ধা থাকে, শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে ধ্যান ধারণা দ্বারা অল্প ফললাভ হইতে পারে। সে ফল যতই অল্প হউক, তুচ্ছ নহে। কারণ, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" যাহারা বেদান্ত দর্শনে সুপণ্ডিত আলোচ্য গ্রন্থের অধ্যয়নে তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। গ্রন্থকার গঙ্গাধরেন্দ্র অতিসংক্ষেপে বেদান্তের তত্ত্বসমূহ এমনভাবে বলিয়াছেন যে, অধ্যয়নের

সময়ে পদে পদে তত্ত্বরাজী স্মরণে আসিবে। প্রাচীন আচার্য্যগণের উক্তি সমূহ যেমন সরল. তাঁহাদের ভাষা ও তেমনি প্রাঞ্জল। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ অভাব দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় গুণের ন্যায় দোষেরও অভাব নাই। একটি শব্দের বহু অর্থ হইতে পারে। একটি উক্তিকে নানা অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। ইহার ফলে কোন শাস্ত্রের সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। এক এক আচার্য্যের এক এক মত। 'নাসৌ মর্ণির্যস্য মতং ন ভিন্নং' শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যাও তদ্রূপ বিভিন্ন হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য বৈদান্তিকগণ ভাঙ্গিয়াছেন এই তিন পদে তৎ-ত্বম্-অসি। অর্থাৎ তুমিই তাহাই হও, তুমিই সেই ব্রহ্ম। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ বলেন, 'তস্যত্বম্ অসি' তস্য ত্বম্-সমাসবদ্ধ করিয়া 'তত্ত্বম্' অর্থে তুমি তাঁহারই হও। তুমি ভগবানের ভক্ত, ভগবানের দাস মাত্র। পারিভাষিক শব্দাবলিও সর্বত্র এক অর্থ বহন করে না। 'বৃত্তি' শব্দটি বেদান্ত, ন্যায়, ও যোগদর্শনে এবং অপবাদ শব্দটি বেদান্তে ও ব্যাকরণাদিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এই গ্রন্থে যে অনুবাদ প্রকাশিত, তাহা সর্বত্র অভ্রান্ত বলা যায় না এবং আক্ষরিক অনুবাদও হয় নাই। সেরূপ করিলে অনুবাদটি অনুস্বার-বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃতই হইত এবং সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্যই থাকিত।

পণ্ডিতের জন্য এই অনুবাদ নহে। যাহারা বেদান্তের কিছুমাত্র জানেন না এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিশেষ দখল নাই, এই অনুবাদ তাহাদের জন্য লিখিত। এই হেতু গ্রন্থকার গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী স্বীয় গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকিলে ও নব্য ন্যায়ের ভাষার সহিত পরিচিত না হইলে এবং ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদাবলী গ্রন্থে সুপণ্ডিত না হইলে উক্ত ব্যাখ্যা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে শ্লোকার্থের টিপ্পণি সমূহ লিখিত। টিপ্পণি সমুহ গ্রন্থশেষে প্রদত্ত।

বেদান্তে যে সকল পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎ সমুদয় না জানিলে

সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থবোধে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া নিম্নে তাহার কিছু কিছু দেওয়া হইল।

অধ্যাস—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেইরূপ দেখাই অধ্যাস। 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'। দুইটি বস্তুই পূর্ব পরিচিত। ঝিনুক ও রৌপ্য দুইটিই জানা আছে। হঠাৎ ঝিনুককে রৌপ্য রূপে ভ্রম হওয়ার নাম অধ্যাস। অধ্যাসের মূলে দুই শক্তি ক্রিয়াশীল। যে শক্তিদ্বারা ঝিনুকের স্বরূপ আবৃত হয়, তাহা আবরণ শক্তি ও যে শক্তি দ্বারা ঝিনুক রৌপ্য রূপে প্রতীত হয়, তাহা বিক্ষেপ শক্তি। প্রকৃত বস্তু ঝিনুক অধ্যাসের অধিষ্ঠান, মিথ্যা রৌপ্য উহাতে অধ্যস্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের অস্তিত্ব নাই। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ অধ্যস্ত। মায়া বলে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। ইহাতে লক্ষ করার বিষয়, ঝিনুক ও রৌপ্য পরিচিত দুই বস্তুই আছে কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রহ্মই আছেন, জগৎ নাই।

ব্রহ্ম। একমাত্র বস্তু যাহার দ্বিতীয় কিছুই নাই, তাঁহাকে সৎ বা একমাত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু বলে। চৈতন্য, জ্ঞান, ও আনন্দ এই তিনটি নামে মাত্র ভিন্ন, বস্তুত অভিন্ন। সৎ চিৎ ও আনন্দ কিরূপ, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না অথবা অনির্বচনীয়। ব্রহ্ম নিত্য, পূর্ণ, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, নির্গুণ, অদ্বিতীয় এবং মুক্ত। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ এবং মৃত্তিকা উহার উপাদান কারণ। উর্ণনাভী (মাকড়সা) জাল প্রস্তুত করে বলিয়া জালের নিমিত্ত কারণ, আবার ঐ জাল তন্মধ্য হইতে নির্গত হয় বলিয়া জালের উপাদান কারণ। সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ দুইই। মায়া বলে ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, মায়া তিরোহিত হইলে জগৎই ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাহার কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই। তথাপি মায়াবলম্বনে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা তাঁহার লীলা বা ইচ্ছা মাত্র।

মায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ লইয়া মায়া গঠিত।

যখন সত্ত্বের আধিক্য, তখন তাহা মায়া এবং সত্ত্বের ন্যূন্যতা হইলে তাহার নাম অবিদ্যা। অজ্ঞান মায়ার নামান্তর মাত্র। মায়া সৎও নহে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব আছে, ইহাও বলা যায় না আবার উহা অসৎ বা অস্তিত্বহীন, ইহাও বলা যায় না। ঐন্দ্রজালিক যে ভোজবাজী দেখায়, তাহা মূলে কিছুই নহে। মাটিতে একটি আমের আঁটি পুঁতিয়া অল্পকালের মধ্যে দেখায় যে উহাতে আম ফলিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আমগাছের ও ফলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যতক্ষণ উহা স্পষ্ট দেখা যায়, হাতে লইয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, ততক্ষণ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মায়াসৃষ্ট এই জগতও সেইরূপ অনির্বচনীয়। যাহা সৎ বা অসৎ নহে, তাহাই অনির্বচনীয়। মায়া ব্রহ্মতুল্য নিত্য নহে। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততক্ষণ মায়া আছে। আবার যখনই জ্ঞান উদিত হয়, তখনই তাহা বিনষ্ট হয়। মায়ার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকে নাট্যকার কৃষ্ণমিত্র নিম্নোক্ত শ্লোকে মায়ার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। কাম রতিকে বলিতেছেন।

পুংসঃ সঙ্গসমুজ্ঝিতস্য গৃহিণী মায়েতি তেনাপ্যসৌ।
অস্পৃষ্টাপি মনঃ প্রসূয়ঃ তনয়ং লোকানসূত ক্রমাৎ ॥
তস্মাদেব জনিষ্যতে পুনরসৌ বিদ্যেতি কন্যা যয়া।
তাতস্তে সহোদরাশ্চ জননী সর্বং চ ভক্ষং কুলম্ ॥

ব্রহ্মরূপ পুরুষ অসঙ্গ, কাহারো সহিত তাঁহার সংসর্গ নাই। এই মায়া তাঁহারই গৃহিণী। তৎকর্তৃক অস্পৃষ্ট হইয়াও তিনি মনরূপ পুত্র প্রসব পূর্বক ক্রমে ক্রমে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। কালে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে বিদ্যানাম্নী এক কন্যাকেও তিনি প্রসব করিবেন এবং তিনি তোমার পিতা, মাতা, সহোদরগণ এবং সমস্ত কুল ভক্ষণ করিবেন। বিদ্যার উৎপত্তিও মহামায়ার অনুগ্রহে হয়। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে যে বিশুদ্ধ মায়া বিদ্যমান, তাহাকে মূলা অবিদ্যা বলে। প্রতিপুরুষে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের মধ্যে

সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো গুণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে ভেদ জন্মাইয়া যে মায়া বিগুমান, তাহা তুলা অবিদ্যা। যাহা সৎ বা অসৎ কিছুই নহে, সেই মায়াও অনির্বচনীয়। বাক্যে বুঝাইতে না পারিলেও চিন্তা দ্বারা যতটুকু পারেন, বুঝিয়া লউন। ইহার অধিক কিছু বলা যায় না।

উপাধি। পৃথক্‌ভাবে সমীপে থাকিয়া ও সন্নিহিত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও যাহা সন্নিহিত বস্তুর ভাবান্তর ঘটায়, তাহার নাম উপাধি। বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শুভ্র স্ফটিকখণ্ডের পার্শ্বে একটি রক্তজবা রাখিলে স্ফটিকটিকে রক্তবর্ণ দেখায়। জবাফুল উপাধি ও স্ফটিক তৎকর্তৃক উপহিত।

দৃক্‌ ও দৃশ্য। দৃক্‌ অর্থে আত্মা ও দৃশ্য অর্থে তদ্‌ভিন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চকে বুঝায়।

অধ্যারোপ ও অপবাদ। অধ্যারোপ ও অধ্যাস একই, নানাপ্রকার উপাধির অধ্যারোপেই সৃষ্টিতে বহু বিচিত্র বস্তুর প্রকাশ হয়। ঐ অধ্যারোপ অপসৃত হইলে সেই বৈচিত্র্য ও ভেদ তিরোহিত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই থাকে। অধ্যারোপের এই তিরোধানের নাম অপবাদ। অধ্যারোপ দৃশ্যমান জাগতিক বস্তুতেও হইতে পারে আবার ইহা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদিতেও হইতে পারে। অতএব ইহা বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত এক হইলেও অধ্যারোপবশেই ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। একস্থানে পরস্পরের সহিত ব্যবধানে শত শত বৃক্ষ থাকিলেও দূর হইতে তৎসমুদয়কে একাকার দেখায়। তখন উহাকে বন বলা হয়। বন সমষ্টিগত দর্শনের ফল। নিকট হইতে দেখিলে প্রত্যেকটি বৃক্ষ পৃথক্‌ পৃথক্‌ একটী হইতে অন্যটী ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যষ্টিগত দর্শনের ফল। অতএব দর্শনের বিষয় হয় ব্যষ্টি, না হয় সমষ্টি। সমষ্টি বনই হউক অথবা ব্যষ্টি বৃক্ষই হউক, তদুপরি প্রসারিত আকাশ এক ও অখণ্ড।

ঈশ্বর। প্রতি শরীরে আত্মা অধিষ্ঠিত। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়া সমষ্টিগত আত্মার উপাধি হয়, তখন তাঁহার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, সকলের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ও জগতের কারণ।

জীব। যখন ন্যূন এবং মলিন সত্ত্বপ্রধান মায়া ব্যষ্টিগত চৈতন্য বা আত্মার উপাধি হয়, তখন তাহার নাম জীব অথবা প্রাজ্ঞ। জীব অল্পজ্ঞ। উহা জগতের কারণও নহে, জগতের নিয়ন্ত্রণশক্তিও উহার নাই। জীবের উপাধি রূপ মায়ার মধ্যে সত্ত্ব অপেক্ষা রজঃ ও তমঃ গুণের ভাগ অধিক।

করণ চতুষ্টয়। চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যকরণ বা ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুষ্টয় অন্তঃকরণ। যাহার কার্য্য সংকল্পমাত্র, তাহাই মন। মন সংকল্পাত্মক। যাহা সেই সংকল্পকে নিশ্চিত আকার প্রদান করে, তাহা বুদ্ধি। অতএব বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। যে বুদ্ধির 'আমি' রূপ অভিমান আছে, তাহাই অহঙ্কার। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারকে যাহা যুক্ত করিয়া রাখে, তাহাই চিত্ত।

পঞ্চকোষ। পেটিকাতুল্য যাহা অনেক কিছু একত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে কোষ বলে। কোষ পঞ্চবিধ। (ক) অন্নপানাদিদ্বারা যে স্থূল শরীর পুষ্ট হয়, তাহা অন্নময় কোষ। (খ) প্রাণ-অপানাদি চতুর্দশ প্রকার প্রাণ বা বায়ু আছে। ইহাদের কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্। সমস্ত প্রাণ মিলিত হইয়া যে কোষ রচিত, তাহা প্রাণময় কোষ। (গ) মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় ও সংকল্পাদি মন প্রভৃতির কার্য্য মিলিত হইয়া যে কোষ তাহাই মনোময় কোষ। (ঘ) যাহা মনোময় কোষের মধ্যে স্থিত, সবকিছু বিশেষ প্রকারে বিবেচনা করিতে বা জানিতে পারে, তাহাই বিজ্ঞান ময় কোষ। (ঙ) পূর্বোক্ত কোষ চতুষ্টয় যাহাতে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তাহা আনন্দময় কোষ। অন্নময় হইতে প্রাণময়, প্রাণময় হইতে মনোময়, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতর। যাহা সূক্ষ্ম তাহাই স্থূলের কারণ। যোগাভ্যাস কালে বা প্রলয় সময়ে স্থূল কোষ সমূহ সূক্ষ্মকোষে লীন হয়। পঞ্চকোষ পরস্পর যুক্ত। অন্নময়ের মধ্যে প্রাণময়, তন্মধ্যে মনোময়, তন্মধ্যে বিজ্ঞানময় ও তন্মধ্যে আনন্দময় কোষ অবস্থিত।

শরীর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর ত্রিবিধ। জরায়ুজ, অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপে স্থূল শরীর চারি প্রকার। মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ, বৃশ্চিকাদি স্বেদজ ও বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ। পূর্বে লৌকিক ধারণা ছিল, গোময় হইতে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। এইসকল স্বেদ বা মলোজাত প্রাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে ইহারাও অন্য প্রাণী হইতে উৎপন্ন। মহাভারতে ভৃগু ভারদ্বাজ সংবাদে নানাযুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৃক্ষাদিও ইন্দ্রিয়যুক্ত এবং চৈতন্য সম্পন্ন। এইসম্বন্ধে 'স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগি মূর্ত্তম্' ইত্যাদি ২য় প্রকরণের ২২ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ভারত গৌরব জগদীশ চন্দ্র বসুও বিজ্ঞান বলে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় এই কোষত্রয়ের মিলিত অবস্থাকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অন্নময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্যন্ত উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর। অন্নময়াদি প্রত্যেক কোষের তৎ পরবর্ত্তী কারণ শরীর। আনন্দময় কোষ পঞ্চকোষের কারণ শরীর এবং ঈশ্বর জগৎ কারণ। যেমন আত্মা বা চৈতন্য স্থূল শরীরে বিদ্যমান, তেমনিই সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরেও বিদ্যমান। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-বৃক্ষ-লতা সর্বত্র বিদ্যমান। উপাধি ভেদে ব্রহ্মের ত্রিবিধরূপ পরিকল্পিত।

বিরাট। নিখিল স্থূল শরীরে উপহিত চৈতন্যকে বিরাট বলে। ইহার অন্য নাম বৈশ্বানর।

হিরণ্যগর্ভ। নিখিল সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। ইহার অন্য নাম সূত্রাত্মা।

পরমেশ্বর। সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর বা পরমেশ্বর। ইনিই সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা।

বিশ্ব। ব্যষ্টি স্থূল শরীর সমূহে উপহিত চৈতন্য।

তৈজস। ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর সমূহদ্বারা উপহিত চৈতন্য।

প্রাজ্ঞ। ব্যষ্টি কারণ শরীর সমূহদ্বারা উপহিত চৈতন্য। ইহার অন্যনাম জীব। ইহাদের মধ্যে বিরাট মূর্ত্ত, হিরণ্যগর্ভ অমূর্ত্ত এবং ঈশ্বর অব্যাকৃত তত্ত্ব।

কথনও কথনও বিশ্বকে চিদাভাস বা ব্যবহারিক আত্মা, তৈজসকে স্বপ্ন, প্রতিভাসিক বা কল্পিত আত্মা এবং প্রাজ্ঞকে পারমার্থিক অথবা অনবচ্ছিন্ন আত্মা বলা হয়। অবিদ্যা, অহঙ্কার ও দেহাদি উপাধি দ্বারা পরিছিন্ন হওয়ায় উহাকে অবছিন্ন আত্মা বলা হয়।

তুরীয়। বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও পরমেশ্বর এই ত্রিবিধ এবং বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ আত্মা অতিক্রম করিয়া সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত বলিয়া ইহার নাম তুরীয় বা চতুর্থ আত্মা। সকলের সাক্ষী রূপে ইনি সাক্ষী এবং সম্মুখস্থ জগতের আধার স্বরূপ বলিয়া ইহাকে জগদাধারও বলা হয়। শান্ত, শিব, অদ্বৈত্যাদি নামেও ইনি অভিহিত হন।

প্রত্যগাত্মা। শরীরের অধিষ্ঠিত আত্মা। ইনি, জীব সাক্ষী, অক্ষর, কুটস্থ, চিৎ, চৈতন্য চিতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। প্রতিপূর্বক অঞ্চ ধাতু হইতে প্রত্যক্ শব্দ নিষ্পন্ন। অঞ্চ্ ধাতুর অর্থ গতি ও পূজা। এক ধাতুর নানাবিধ অর্থ হইতে পারে। বিশষতঃ গত্যর্থ ধাতুসমূহ জ্ঞানার্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রতিলোমক্রমে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি অতিক্রম পূর্বক ইহার জ্ঞান বা প্রকাশ হয়। সেই হেতু ইহাকে প্রত্যগাত্মা বলে। প্রতি মানবের দেহমধ্যে এই প্রত্যগাত্মা স্বয়ং নিষ্ক্রিয় ও নিগুর্ণ হইয়াও সাক্ষীরূপে অবস্থিত।

সত্য। সত্য ত্রিবিধ। (ক) ব্যবহারিক সত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মব্যতীত জগতের পৃথক অস্তিত্ব না থাকিলেও অজ্ঞানোপহিত হইয়া আমরা জগৎকে সত্যরূপে মনে করি এবং তাহা হইতেই আমাদের যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ-কে সত্য রূপে বোধই ব্যবহারিক সত্য।

(খ) প্রতিভাসিকসত্য। স্বপ্নাদিতে আমরা যাহা দেখি, বাহিরে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা মিথ্যা রূপে প্রমাণিত হইলেও স্বপ্নকালে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। স্বপ্নে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে জাগ্রদবস্থায় হৃৎস্পন্দন থামে না। সুতরাং তাহার ক্রিয়াও দেখা যায়।

এইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সমূহের যে সত্যতা, তাহাই প্রতিভাসিক সত্য। (গ) পারমার্থিক সত্য। যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতুল্য বিলীন হইয়া যায়, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুর বোধ থাকে না, সেই চরম ও পরম দৃষ্টিতে প্রতীত সত্যই পারমার্থিক।

বাদত্রয়। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, কিন্তু কার্য্য ও কারণ ভিন্ন কি অভিন্ন, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্পর্ক কিরূপ, কার্য্যে কারণ কিভাবে রূপান্তরিত হয়, জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই প্রকার নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এই সম্বন্ধে তিন বাদ বা মত বিদ্যমান। (ক) আরম্ভবাদ। এই মতে কার্য্য ও কারণ ভিন্ন বস্তু। মৃত্তিকা উপাদান কারণ হইলেও তাহা হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ ঘট সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। উৎপন্ন হইবার পর কার্যরূপ যে ঘটকে প্রত্যক্ষ করি তৎপূর্বে ঘটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ক্ষিতি-জল-তেজ ও বায়ুর পরমাণু পুঞ্জ মিলিত হইয়াই জগৎ উৎপন্ন। জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্বে পরমাণুপুঞ্জই ছিল, জগৎ ছিল না। এই মতকে আরম্ভ বাদ বলে। ইহার অপর নাম অসৎকার্য বাদ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই মতেই বিশ্বাসী। আরম্ভবাদকে পরমাণু বাদও বলে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আচার্য্যগণ আরম্ভবাদ সমর্থন করেন। (খ) পরিণাম বাদ। কার্য্য কারণের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। কুম্ভকার কর্তৃক ঘট নির্মিত হওয়ার পূর্বেও সূক্ষ্মরূপে তাহা মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছিল। যাহা অসৎ তাহার উৎপত্তি হয় না। যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না। ঘট কখনও অসৎ ছিল না, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি হইত না। দধি দুগ্ধের মধ্যেই লুপ্ত ছিল। জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যেই লুপ্ত ছিল। কালত্রয়ে দুগ্ধ দধিরূপে এবং পুরুষের সন্নিধানে আসিয়া প্রকৃত জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে পরিণাম বাদ বা সৎকার্য্য বাদ বলে। সাংখ্য ও বেদান্তের আচার্যগণ সৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। কিন্তু পরিণাম বাদে দধিরূপে দুগ্ধের পরিণতিতে যে উপাদান কারণের বিকার দেখা যায়, বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন না।

তাহারা অন্য এক বাদ স্বীকার করেন। (গ) বিবর্ত্তবাদ। এইমতে উপাদান কারণ নানা কার্যে পরিণত হইলেও তাহার কোন বিকার ঘটে না। স্বর্ণদ্বারা হার কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কার নির্মিত হয়। উহাতে স্বর্ণখণ্ডের আকার গত রূপান্তর হইলেও হার আদি অলংকার স্বর্ণই, অন্য কিছু নহে। মায়া বশে ব্রহ্ম জগৎরূপে দৃষ্ট হইলেও জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অদ্বৈতবাদিগণ এই বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করেন।

পঞ্চবিধ খ্যাতি। (ক) আত্মখ্যাতি। ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত। বিজ্ঞানই আত্মস্বরূপ এবং তাহা আভ্যন্তর বস্তু। এই বিজ্ঞান ব্যতীত বাহিরে আর কিছু নাই। ইহারই নাম আত্মখ্যাতি। (খ) অসৎখ্যাতি। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মত। তাহাদের মতে 'সর্বশূন্যম্,' কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে নাই। (গ) অখ্যাতি। মীমাংসকগণ ইহা সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞানেই সকলের প্রকাশ বা প্রতীতি হয়। সর্বে প্রত্যয়া যথার্থাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ যে বস্তু যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা সেই রূপই, অন্যরূপ নহে। যদি কেহ একখণ্ড শুক্তি হাতে লইয়া বলেন, ইহা রৌপ্য নহে, তাহা হইলে রৌপ্য বস্তু অস্বীকার করা হয় না। কেবল বলা হয়, শুক্তি ও রৌপ্য এক নহে। এই মতে ভ্রম স্বীকৃত না হওয়ায় ইহাকে অখ্যাতিবাদ বলে। (ঘ) অন্যথাখ্যাতি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আচার্য্যগণ ইহা সমর্থন করেন। যখন শুক্তি বা ঝিনুকে রজত ভ্রম হয়, তখন শুভ্রতা নিমিত্ত সাদৃশ্যহেতু সম্মুখে স্থিত শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। এক বস্তু ভ্রম নিমিত্ত অন্যবস্তুরূপে বোধ হয়। ইহার নাম অন্যথা খ্যাতি। (ঙ) অনির্বচনীয় খ্যাতি। অদ্বৈতবাদিগণ এই মত সমর্থন করেন। চক্ষুরোগ, দূরত্ব বা স্বল্পালোক নিমিত্ত শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। এইরূপ জ্ঞানে সত্য ও মিথ্যা দুই জড়িত, মিথুনীকৃত থাকে। শুক্তি অংশে সত্য এবং রজতাংশে ইহার প্রতীতি মিথ্যা। আবার ভ্রম দূর হইবার পর রজতই সত্য, শুক্তিই মিথ্যা। অবিদ্যা প্রভাবে অনির্বচনীয় অজ্ঞান সৃষ্টি হয়। সেইজন্য সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য রূপে যে বোধ হয়, তাহা অনির্বচনীয় খ্যাতি।

চতুর্বিধ উপাসনা। (ক) সম্পদুপাসনা। ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন মনকে অনন্তগুণ সম্পন্ন কোন বস্তুর সহিত যুক্ত করিয়া উপাসনা করার নাম সম্পদুপাসনা। ইহার মধ্যে এক শ্রেণীর সম্পদুপাসনাকে অহংগ্রাহিণী বলা হয়। 'সোঽহম্' আমিই সেই সর্বব্যাপী অনন্ত ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে ক্ষুদ্র অহংকে অনন্ত ব্রহ্মবোধে উপাসনা করা যায়। ইহাতে 'অহং' ভাব থাকে। দ্বিতীয়। প্রতীক উপাসনা। নারায়ণ শিলা ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড মাত্র, দেবদেবীর প্রতিমা পরিচ্ছিন্ন বস্তু। যখন উপাসক তাহাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা অনন্ত জগদীশ্বরের ভাবনা করেন, তাহাও সম্পদ্ উপাসনা। (খ) আরোপ উপাসনা। উদ্গীথ সামবেদের গেয় অংশবিশেষ। এক ওঁম্ এই শব্দে সমগ্র উদ্গীথ আরোপ করিয়া যে উপাসনাদি হয়, তাহাই আরোপ উপাসনা নামে অভিহিত। (গ) সম্বর্গ উপাসনা। প্রলয়কালে বায়ু সমস্ত ভৌতিক জগৎ সংহরণ পূর্বক সর্বভূতের সম্বর্গ বা মিলিতরূপ হইয়া থাকে। একের মধ্যে সমস্ত অবস্থিত, এই বুদ্ধিতে বায়ু প্রভৃতির উপাসনাই সম্বর্গ উপাসনা। (ঘ) অধ্যাসোপাসনা। এক জাত বস্তুর উপর অন্য জাত বস্তুর অধ্যাস করিয়া উপাসনার নাম অধ্যাসোপাসনা। 'বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ,' যোষা বাব গোতমাগ্নিঃ ইত্যাদি সামমন্ত্র সম্বর্গ ও অধ্যাসোপাসনা ছান্দোগ্য উপনিষদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত। সম্পদ্ উপাসনাই সাধক সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'দেবো ভূত্বা দেবংযজেৎ।' দেবতার সহিত স্বকীয় অভেদ জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা, তাহাই অন্তরঙ্গ উপাসনা। তদ্ব্যতীত অন্যবিধ উপাসনা বহিরঙ্গ। এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য, সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব নহে। যখন সাধক ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হয় তখন কে কাহার উপাসনা করিবে? যখন অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অসীম নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্য নিজেকে সসীম, সগুণ ও কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি রূপে মনে করে, তখন উপাসনা সম্ভব হয়। ব্রহ্মের জীবভাব ও সগুণভাব উভয়ই অবিদ্যা কল্পিত এবং উপাধিজনিত।

ব্রহ্মের জীব ভাব ও ঈশ্বর ভাব সম্বন্ধে বৈদান্তিকগণ বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়াছেন।

অবচ্ছেদ বাদ। এইমতে অন্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যই জীবাত্মা। যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের অংশ, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে আছে, 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' এবং গীতা মুখে 'মমৈ বাংশো জীবলোকে বীজভূতঃ সনাতনঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য ইহার সমর্থক। বিভিন্ন প্রকার অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবও বিবিধ।

প্রতিবিম্ববাদ। যেমন সূর্যবিম্ব এবং জলে প্রতিফলিত সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্ব অভিন্ন তেমনই জীবও বিম্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন। অতএব জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। ব্রহ্মসূত্রে আছে, 'আভাস এব চ' এই 'এব' শব্দ দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ সূচিত হয়।

আভাসবাদ। এই মতের সমর্থকগণ বলেন, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও এক নহে; বিম্ব সত্য, প্রতিবিম্ব মিথ্যা। বস্তুত বহ্মের প্রতিবিম্ব বা আভাসরূপ জীব বিম্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর সমষ্টি মায়ার ও জীব ব্যষ্টি অবিদ্যার আভাস মাত্র। অতএব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ জীবে থাকা সম্ভব নহে।

একজীববাদ। 'ব্রহ্মৈব স্ববিদ্যয়া সংসরতি, স্ববিদ্যয়া মুচ্যতে'। ব্রহ্ম স্বয়ং অবিদ্যাদ্বারা সংসারী হন, আবার নিজের বিদ্যাদ্বারা মুক্ত হন। এক ব্যতীত দুই নাই। যেমন ব্রহ্ম এক, তেমনি জীবও এক। কেবল মুক্ত অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম ও সংসারী অবস্থায় তিনি জীব, এই মাত্র ভেদ। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ব্যক্তি ভেদে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। অতএব সেই সেই অন্তঃকরণ দ্বারা অন্তরিত ব্রহ্মরূপ জীবও অনেক। যাহারা ইহা বলেন, তাহারা অনেক-জীববাদীরূপে অভিহিত হন। এই সমস্ত বাদের সমর্থকগণের মধ্যে বাদ প্রতিবাদের অন্ত নাই। বাহুল্যবোধে তৎসমূহের উল্লেখ পরিহার্য্য।

সপ্ত অবস্থা। জীবের সাত অবস্থা হয়। (১) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞান

দ্বারা আবৃত অবস্থায় 'আমি কিছু জানিনা' এই ভাব। (২) বিক্ষিপ্ত। শাস্ত্রকর্তৃক অননুমোদিত পথে তর্ক করিয়া নাস্তিক্য বুদ্ধিগ্রস্ত হওয়া। (৩) পরোক্ষধী এই অবস্থায় আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বোধ হয়। (৪) অপরোক্ষ মতি এই অবস্থায় গুরুউপদেশ ও শাস্ত্রাধ্যয়নে এই বিশ্বাস জন্মে, আত্মা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। (৫) শোক-মোক্ষ এই অবস্থায় মনন ও ধ্যানের ফলে আত্মসাক্ষাৎকারের অনুকূল চিত্তবৃত্তি উদিত হয়। (৬) তৃপ্তি এই অবস্থায় সর্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়। (৭) নিরঙ্কুশা—এই অবস্থায় সর্ববাধা মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। এই সপ্ত অবস্থার মধ্যে প্রথম তিনটি বন্ধের এবং শেষ চারিটি মোক্ষের অনুকূল।



শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী

বাল্যে স্বগৃহে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'জীবনী সংগ্রহ' পুস্তকে সাগ্রহে পড়িয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়ন কালে মহাত্মা ভাস্করানন্দের বিস্তৃত বাংলা জীবনী সযত্নে পড়িয়াছি। শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক প্রণীত 'শত জীবনী' পুস্তকে (২৫৯-২৬৩ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত তদীয় জীবনী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কানপুরে মিথেলালপুর নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। উহাই মহাত্মা ভাস্করানন্দের জন্মভূমি। মিশ্রলাল মিশ্র নামক সামবেদীয় জনৈক কণৌজ ব্রাহ্মণ ইঁহার পিতা ১৮৯০ সম্বতের আশ্বিনী শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে নিশীথ সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মিশ্রলাল নামকরণ কালে প্রিয় পুত্রকে মতিরাম নামে অভিহিত করেন। গর্ভাষ্টমে মতিরামের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া শাস্ত্রানুসারে মিশ্রলাল পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। মতিরাম স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মতিরাম পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৭ বৎসর বয়সে মতিরামের একটি পুত্র জন্মে, কিন্তু পুত্রটি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্র শোকে মতিরাম বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্রমে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদিত হইলে সংসারাশ্রম পরিত্যাগান্তে উজ্জয়িনীতে আগমন করেন এবং তথায় উপযুক্ত গুরুপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অনন্তর তিনি গুজরাট মালবদেশে সাত বৎসর কাল থাকিয়া বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে পুনরায় উজ্জয়িনীতে আসিয়া পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীকে প্রাপ্ত হন। পূর্ণানন্দ মতিরামকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ নাম প্রদান করেন। সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে মতিরাম শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ পূর্বক কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। পরে কাশীধামে দুর্গাবাড়ীর সন্নিহিত আনন্দ বাগের

আশ্রমে কিছুকাল থাকিয়া কানপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ স্বগ্রামে গমন করেন। অনন্তর ভাস্করানন্দ কৌপিন মাত্র পরিধান পূর্বক ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণান্তে পুনরায় আনন্দ বাগের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। বদরিকাশ্রমে গমনকালে পথিমধ্যে বেদান্তবিৎ সাধু অনন্তরামের সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়েই ভগবৎতত্ত্ব আলোচনায় পরম প্রীতি লাভ করেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ ১৯২৫ সম্বতে আনন্দ বাগে আসিয়া কৌপিন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তত্রত্য জনসাধারণ সকলেই গাত্রবস্ত্র (বহির্বাস) গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "যে বস্তু একবার ত্যাগ করা যায়, তাহা আর গ্রহণ করাউচিৎ নয়।" ভাস্করানন্দজী নির্জ্জন স্থানে বাস করাই নিরাপদ মনে করিতেন। কিন্তু চতুর্দিকে তাঁহার গুণগরিমা এতই বিস্তৃত হইয়া ছিল যে, ইনি যে স্থানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় তীর্থ যাত্রীর ন্যায় সমস্ত লোক সমাগম হইত। তাঁহার লক্ষাধিক মন্ত্র শিষ্য ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শিক্ষিত সভ্য ব্যক্তি তাঁহাকে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ তপঃ প্রভাবে অলৌকিক যোগশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজে তাহা প্রকাশ করিতেন না, তথাপি ঘটনাচক্রে সময় সময় তাহার কিছু কিছু স্বতঃই প্রকাশ পাইত। কাশীধামে শীতল প্রসাদ নামে স্বামীজীর এক শিষ্যের পুত্র দ্বিতল ছাদ হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শীতল প্রসাদ ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিয়া গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু গঙ্গাজল হাতে লইয়া তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "বাবা! এই গঙ্গা জলটুকু তোমার পুত্রকে খাওয়াইয়া দিলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে। কোন চিন্তার কারণ নাই।" বস্তুতঃ শীতল প্রসাদ পুত্রকে স্বামীজী প্রদত্ত গঙ্গাজলটুকু খাওয়াইবার পর মৃত বালক আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। এইরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনা আছে, যাহাতে স্বামীজীর আলৌকিক ক্ষমতা সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে কোন ব্যক্তি শ্রীমৎ ভাস্করানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণের মানসে উপস্থিত হইয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন। তাহাতে ভাস্করানন্দজী বলেন, "তুমি তোমার মাতা পুত্র স্ত্রী প্রভৃতিকে না বলিয়া গোপনে আসিয়াছ। তাহারা তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। অতএব এখনও তোমার দীক্ষিত হইবার সময় হয় নাই।" আগন্তুক সিদ্ধযোগী ভাস্করানন্দের কথায় বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন যে, আমি তাহাদের অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি। ত্রিকালজ্ঞ ভাস্করানন্দ বলিলেন, "তাহারা তোমায় এই কার্য্যে অনুমতি দেন নাই, তুমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তোমার গৃহ ত্যাগের আরও একটি কারণ আছে, তাহা বলিলে তুমি লজ্জিত হইবে। অতএব তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।" আগন্তুক ছাড়িবার পাত্র নহেন। সেজন্য বলিলেন, আমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি, আমাকে দীক্ষিত করুন। তখন ভাস্করানন্দ বলিলেন, "ভাল, তোমার পার্শ্বের বাটীস্থ কোন রমণীর প্রতি তুমি আসক্ত হইয়াছিলে, তাহারই কথায় তোমার এই বৈরাগ্য সঞ্চার।"

আগন্তুক ভাস্করানন্দের চরণ যুগল ধরিয়া কিসে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহার জন্য প্রার্থনা করেন। ভাস্করানন্দ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অবশেষে অভয় দিলেন, 'আচ্ছা তোমাকে দীক্ষিত করিব, কিন্তু এখনও কিছু কাল তোমাকে স্বগৃহে থাকিতে হইবে।' আগন্তুক তাহাতে সম্মত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে দীক্ষিত করেন এবং যোগ সম্বন্ধীয় অনেক উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী ১৯৫৬ সম্বতে ৬৬ বৎসর বয়সে ২৫শে আষাঢ় রবিবার নিশীথ সময়ে সমাধি অবস্থায়ই কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকা রোগই স্বামীজীর দেহাবসানের কারণ। স্বামীজী যে রাত্রিতে দেহরক্ষা করেন, উক্ত রাত্রিতে সমাধিতে বসিবার পূর্বে আজই যে তাঁহার শেষ সমাধি, তাহা আশ্রমস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন। দেহরক্ষা

পর শিষ্যগণ তাহা গঙ্গা জলে স্নান করাইয়া গঙ্গা তীরেই দাহ করেন। দাহান্তে অল্প অস্থি ও কিছু ভস্ম প্রস্তর পাত্রে স্থাপিত করিয়া আনন্দ বাগে সমাধি প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন, স্বামীজীর মৃতদেহ দাহ করা হয় নাই। উহা ভাগীরথীতে স্নান করাইয়া প্রস্তর পাত্রে সংস্থাপন পূর্বক সলিলে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। গঙ্গাপ্রসাদ নামে কানপুর নিবাসী জনৈক ভক্ত শিষ্য স্বামীজীর সমাধি মন্দির নির্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইঁহার প্রধান শিষ্য সিদ্ধ গুরুর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থ "ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র-শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

সুপণ্ডিত ভাস্করানন্দ সাধারণের কল্যাণ কামনায় (শ্রীমৎ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত) 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' নামক প্রাচীন বেদান্ত গ্রন্থের টীকা (কৈবল্য কল্পদ্রু মাখ্য) ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ পূর্বক জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ১৯৫৩ সম্বতে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহার অসাধারণ মহা পাণ্ডিত্যের পরিচয় জাজ্বল্যমান। এই টীকা সুললিত ও সহজবোধ্য ও সরল সংস্কৃতে রচিত। দিগম্বর ভাস্করানন্দের মুদ্রিত নগ্ন মূর্ত্তি দেখিলে মনে বৈরাগ্য উদিত হয়। বাল্য থেকেই এই মনোহর নগ্ন মূর্ত্তি আমার অন্তরে অঙ্কিত আছে।

প্রশস্তি

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে (সপ্তম প্রপাঠকে পঞ্চবিংশ খণ্ডে) নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয়ে গ্রন্থমর্ম উল্লিখিত।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহ-মুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥১

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মা-নন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্য রাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥২

তিনিই নিম্নে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যত্র অবস্থান অসম্ভব। অতঃপর অহম্ (আমি) অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত। আমিই অধোভাগে, আমি ঊর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে। আমিই এই সমস্ত। সুতরাং আমি ভূমার সহিত অভিন্ন। ১

অনন্তর আত্মা অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত। আত্মাই নিম্নে, আত্মা

ঊর্ধ্বে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। এইরূপ দর্শন, মনন ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মানন্দ আত্মমিলনে আনন্দোন্মত্ত, আত্মানন্দ হইয়া পূর্বোক্ত বিদ্বান্ স্বরাট্ হন। সর্বলোকে তিনি অপ্রতিহতগতি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা এতদ্ভিন্ন অন্যরূপে জানে, তাহারা অন্য রাজার অধীন ও ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী হয়। সর্বলোকে তাহাদের গতি অপ্রতিহত হয় না। স্বরাট্ পুরুষ স্বারাজ্য-সিদ্ধি লাভ করেন। ২

উক্তমর্মে অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১১) এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত ব্রহ্মই, পশ্চাৎভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্ধ্বদিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত। এই বরণীয় বিশ্বকে ব্রহ্মই বলিয়া জানিবে।

শ্রীমৎ গঙ্গা ধরেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত

স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ

প্রথমং প্রকরণম্

গঙ্গাপুরপ্রচলিত জটাস্রস্ত ভোগীন্দ্রভীতাম্
আলিঙ্গন্তীমচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমানঃ।
লীলাপাঙ্গৈঃ প্রণতজনতাং নন্দয়ন্শ্চন্দ্রমৌলি-
র্মোহধ্বান্তং হরতু পরমানন্দমূর্তিঃ শিবো নঃ ।। ১

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী কৃত

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা :

নিষ্কিঞ্চনানাং মন্দানাং স্বারাজ্যপদলব্ধয়ে। ক্রিয়তে ভাস্করানন্দস্বামিনা সরলোঘয়ঃ।

শিবঃ মহাদেবঃ নঃ অস্মাকম্ মোহধ্বান্তম্ অজ্ঞানান্ধকারম্ হরতু নাশয়তু, কীদৃশঃ চন্দ্রমৌলিঃ চন্দ্র মস্তকঃ বস্তুতস্তু পরমানন্দমূর্তিঃ নিরতিশয়ানন্দস্বরূপঃ পর-ব্রহ্ম, পুনঃ অচলতনয়াম্ পর্বতসুতাম্ পার্বতীম্ সস্মিতম্ মন্দহাস সহিতং যথা স্যাত্তথা বীক্ষমানঃ পশ্যন্, কীদৃশীম্ গঙ্গাপূরেণ গঙ্গাপ্রবাহেণ, প্রচলিত জটাভ্যঃ অত্যন্তকম্পিতজটাভ্যঃ স্রস্তঃ অধঃ পতিতঃ ভোগীন্দ্রঃ শেষঃ তস্মাৎ ভীতাম্ চকিতাম্ অতঃ আলিঙ্গন্তীম্ দৃঢ়ং স্বাঙ্কে কৃত্বা শিবাংকে নিমজ্জন্তীম্। পুনঃ প্রণতজনতাম্ কৃত প্রণামাতি নম্রীভূত মুমুক্ষু জনসমূহম্ লীলাপাঙ্গৈঃ সহজপ্রীতিজ-কটাক্ষৈঃ নন্দয়ন্ আনন্দয়ন্ ॥ ১

শ্লোকার্থঃ স্বর্গাগত গঙ্গাপ্রবাহের ধারাকম্পিত শিবের জটাজাল হইতে পতিত সর্পরাজ দর্শনে ভীতা হইয়া (শিবকে) আলিঙ্গনরতা পার্বতীকে

মৃদুহাস্তে যিনি অবলোকন করেন এবং কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আশ্রিত ভক্তগণকে যিনি আনন্দ দান করেন, সেই চন্দ্রমস্তক পরমানন্দ স্বরূপ দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের মোহান্ধকার নাশ করুন। ১

স্মারং স্মারং জনিমৃতিভয়ং জাতনির্বেদবৃত্তি-
র্ধ্যায়ং ধ্যায়ং পশুপতি মুমাকান্তমন্তর্নিষণ্ণম্।
পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দপীযূষধারাং
ভূয়ো ভূয়ো নিজগুরু পদাম্ভোজযুগ্মং নমামি॥ ২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

গুরুকৃপয়া লব্ধং ক্রমেণ সূচয়ন্ আশীর্ব্বাদাত্মক মঙ্গলানন্তরং নমস্কারাত্মক মঙ্গলমাচরতি। স্মারমিতি—নিজগুরুপদাম্ভোজযুগ্মম্ স্বগুরুচরণকমলদ্বয়ম্ ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ অহম্ নমামি নমস্করোমি। কিং কৃত্বা জনিমৃতিভয়ং জন্ম-মরণভয়ম্ স্মারংস্মারম্ পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা জাতনির্ব্বেদবৃত্তিঃ উৎপন্নঃবৈরাগ্যহেতুভূত বিষয়দোষদর্শনবৃত্তিকঃ সন্ অন্তর্নিষণ্ণম্ হৃদয়ে উপবিষ্টম্ উমাকান্তম্ উমাপ্রিয়ম্ পশুপতিম্ শিবম্ ধ্যায়ম্ ধ্যায়ম্ পুনঃ পুনঃ ধ্যাত্বা অনন্তরম্ সপদি শীঘ্রম্ পরমা-নন্দরূপপীযূষ ধারাম্ অমৃতধারাম্ পায়ম্ পায়ম্ পুনঃ পুনঃ পীত্বা॥ ২

শ্লোকার্থঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভয় স্মরণপূর্ব্বক, বিষয় দোষ দর্শনে বৈরাগ্যবান্ হইয়া, হৃদয়ে উপবিষ্ট উমাকান্ত শিবকে নিরন্তর ধ্যান করি। অনন্তর পরমানন্দরূপ অমৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়া, স্বীয় গুরুর পাদপদ্মদ্বয় বারবার প্রণাম করি।২

নতিমিষেণ বস্তুনির্দেশাত্মকমঙ্গলমাচরতি, যস্মাদিতি—
যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তেযদপ্যেতি যৎ
সত্যজ্ঞান সুখস্বরূপমবধিদ্বৈত প্রণাশোজ্ঝিতম্।
যজ্জাগ্রৎস্বপন প্রসুপ্তিষু বিভাত্যেকং বিশোকংপরং
প্রত্যগ্ ব্রহ্মতদস্মি যস্য কৃপয়া তং দেশিকেন্দ্রং ভজে॥ ৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

যস্য কৃপয়া তৎ প্রত্যগ্ ব্রহ্ম সর্ব্বানুগতং ব্রহ্ম অহম্ অস্মি তম্ দেশিকেন্দ্রম্ সর্ব্বগুরুশ্রেষ্ঠম্ জ্ঞানপ্রদগুরুম্ অহং ভজে সেবে, তৎ কীদৃশম্ যস্মাৎ বিশ্বম্ জগৎ উদেতি আবির্ভবতি যত্র যস্মিন্ অধিষ্ঠানে নিবসতি অন্তে তিরোভাবসময়ে যৎ অপ্যেতি যদ্রূপং ভবতি, পুনঃ যৎ সত্যজ্ঞান সুখস্বরূপম্ পুনঃ অবধিদ্বৈত প্রণাশোজ্ঝিতম্ ক্রমেণ দেশবস্তুকালকৃতপরিচ্ছেদশূন্যম্ অথবা পরিচ্ছেদ-প্রপঞ্চ বিনাশশূন্যম্ পুনঃ যৎ জাগ্রৎস্বপনপ্রসুপ্তিষু অবস্থাসু বিভাতি ন ব্যভিচরতীতি ভাবঃ। পুনঃ একম্ নত্ববস্থাভেদেন ভিন্নম্ বিশোকম্ শোকশূন্যম্ আনন্দস্বরূপম্ পরম্ অবস্থাত্রয়সংবন্ধরহিতম্ ॥ ৩

শ্লোকার্থ ঃ স্তুতিমুখে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিতেছেন।—

যাহা হইতে এই বিশ্ব আবির্ভূত হয়, যে অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাহাতে লীন হয়, এই জ্ঞান ; পুনরায় যাহা সত্য, জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ এবং দেশ, বস্তু ও কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য ; যাহা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা ত্রয়ে অভেদরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; আমিই সেই অদ্বিতীয়, শোকরহিত, শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বানুগত পরব্রহ্মস্বরূপ, এই জ্ঞান যাঁহার কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই জ্ঞানপ্রদ গুরুবরকে আমি স্মরণ করি ।৩ (১ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য)

অধিকারিণং বদন্ কর্ত্তব্যপ্রতিজ্ঞাং করোতি।

> **অধীতে জ্যাদান-ব্রতজপ-সমাধান নিয়মৈ-**
> **র্বিশুদ্ধস্বান্তানাং জগদিদমসারং বিমৃশতাম্।**
> **অরাগদ্বেষাণাম্ ভয় চরিতানাং হিতমিদং**
> **মুমুক্ষূণাং হৃদ্যং কিমপি নিগদামঃ সুমধুরম্ ॥ ৪**

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

সুমধুরং সুতরাং শ্রবণসুখদম্ হৃদ্যম্ মনসঃ সুখদম্ হিতম্ উপকারকম্ কিমপি

ইদম্ গোপ্যশ্রুতিতাৎপর্য্যরূপ প্রকরণম্ বয়ম্ নিগদামঃ কথয়ামঃ কেষাম্ হৃদ্যং হিতং চ অধীতেজ্যাদানব্রতজপসমাধান নিয়মৈঃ অধ্যয়নযজ্ঞদানব্রত জপোপাসনেন্দ্রিয়নিগ্রহৈঃ বিশুদ্ধস্বান্তানাম্ নির্মলান্তঃকরণানাম্ পুনঃ ইদং জগৎ অসারম্ সত্যতাশূন্যম্ বিমৃশতাম্ নিশ্চিন্বতাম্ পুনঃ অরাগদ্বেষাণাম্ ভোগেচ্ছা-পরনিষ্ট চিন্তনরহিতানাম্ পুনঃ অভয়চরিতানাম্ প্রাণিভয়াজনকচেষ্টাবতাম্ পুনঃ মুমুক্ষূণাম্ মুক্তিমিচ্ছতাম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থঃ যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত সেই অধিকারী (যোগ্য) ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ব্রত, জপ, উপাসনা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনিত্য এইরূপ বিচারকারী, পুনঃ যাঁহারা ভোগেচ্ছা ও অন্যের অশুভ চিন্তাশূন্য এবং সকলকে অভয় প্রদান যাঁহাদের ব্রত, সেই মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের উপকারক, শ্রবণ মধুর, চিত্তের সুখদায়ক ও শ্রুতিতাৎ-পর্য্যপূর্ণ এই প্রকরণ গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি।৪ (২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

অথ সকলবেদান্তপ্রবৃত্তিমূলভূতাধ্যাসে পরম্পরয়া শ্রুতিং প্রমাণয়তি, জ্ঞাত্বেতি—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানি-
র্নাহন্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ।
জ্ঞপ্তেঃ স্সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্ব সিদ্ধা-
বধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্ ॥ ৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

বন্ধনস্য দুঃখহেতুত্বাদ্বন্ধনরূপস্য জগতঃ অধ্যাসত্বম্ শুক্তিরজতাদিবৎ-আরোপিতত্বম্ অর্থসিদ্ধম্ অর্থাৎসিদ্ধম্ কস্মাম্ অত্র এবং বিধামুক্তশ্রুতিস্মৃতি-বাক্যসংগ্রহার্থঃ চকারস্তথা চ প্রকাশং চৈতন্যম্ জ্ঞাত্বা অভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্ববন্ধবিনাশঃ ভবতি তথা অন্যঃ জ্ঞানান্মুক্তিপ্রাপ্তি সাধনরূপমার্গঃ ন বিদ্যতে

ইত্যর্থক জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ নান্যঃ পন্থাশ্চ ইতি ভূয়োবচোভিঃ বহুবাক্যৈঃ জপ্তেঃ আত্মজ্ঞানস্য সাক্ষাৎ ব্যবধানং বিনা মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধৌ বন্ধনিবৃত্তিকারণতাসিদ্ধৌ সত্যাম্ লোকে অধ্যস্তান্যস্য জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাদৃষ্টেরিতি-ভাবঃ ॥ ৫

শ্লোকার্থ: এক্ষণে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন।

ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎকার দ্বারাই সকল সংসারবন্ধন নাশপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পন্থা নাই। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্লোকে (১।১১, ৩।৮) ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ তাহাই প্রতিপন্ন হয় এবং শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প বা মরুভূমে জলভ্রমের ন্যায় বন্ধনরূপ জগতের অধ্যাসত্ব (মিথ্যাত্ব) শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়।৫ (৩ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য)

নন্থ লোকে ভেদনপ্রহারাদি ক্রিয়য়া ভাবপদার্থানাং নাশদর্শনাৎ কর্মণো মুক্তিসাধনতোপপাদকশ্রুতিস্মৃতিদর্শনাচ্চ ভোগাবহপুণ্যকর্মণাপি বন্ধনাশে নাহনন্তরোক্তং সেৎস্যতীত্যত আহ।

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ কর্মনাশ্যো ঘটাদি
মিথ্যাভূতং চ কর্ম ক্ষপয়তি ন তথা বিত্তিঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতি শিখর গিরা বিত্তিঘাত্যঃ প্রতীতো
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে ন তদপহৃতয়ে কর্মজাতং সমর্থম্ ॥ ৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা:

লোকে ঘটাদিভাবপদার্থঃ কর্মনাশ্যঃ অহারাদিক্রিয়াবিনাশ্যঃ প্রসিদ্ধঃ যতঃ অতঃ বিত্তিঃ জ্ঞানম্ সত্যম্ অনারোপিতম্ ভাবম্ ভাবপদার্থম্ ন ব্যপনুদতি ন নাশয়তি তথা কর্ম ক্রিয়া মিথ্যাভূতম্ আরোপিতং শুক্তিরজতাদি ন ক্ষপয়তি

ন নাশয়তি যতঃ লোকে তৎ মিথ্যাভূতং বস্তু বিত্তিঘাত্যম্ অধিষ্ঠান জ্ঞাননাশ্যম্ প্রসিদ্ধম্ ইত্থম্ অমুনা প্রকারেণ বিভাগে বস্তুস্বভাবভেদে সিদ্ধে সতি শ্রুতি-শিখরগিরা বেদান্ত বাক্যেন বিত্তিঘাত্যঃ জ্ঞানবিনাশ্যঃ সন্ প্রতীতঃ নিশ্চিতঃ বন্ধঃ মিথ্যা ইতিসিদ্ধে তদপহৃতয়ে বন্ধবিনাশায় কর্মজাতম্ অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য-কর্মসমূহঃ ন সমর্থম্ নিজস্বভাবাদিতিভাবঃ ॥ ৬

শ্লোকার্থঃ এক্ষণে কেবলমাত্র বেদান্ত বাক্যের জ্ঞানই যে সংসার বন্ধন নিবৃত্তির উপায়, কিন্তু কর্ম নহে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। জগতে সাধারণতঃ ঘটপটাদি ভাবপদার্থসমূহ ভেদন প্রহরাদি ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হইতে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জ্ঞান অনারোপিত ভাবপদার্থকে বিনাশ করিতে পারে না। আবার কোনও প্রকার ক্রিয়া শুক্তিতে রজতাদিবৎ আরোপিত মিথ্যা বস্তুকে নাশ করিতে অক্ষম। কারণ সেই আরোপিত মিথ্যাবস্তুকে কেবলমাত্র অধিষ্ঠান জ্ঞান দ্বারা নাশ করা যায়। এই প্রকারে ভাব (অনারোপিত সদ্বস্তু) ও অভাব (আরোপিত মিথ্যা) পদার্থের স্বভাবভেদ সিদ্ধ হওয়ায়, কেবলমাত্র বেদান্ত বাক্যজনিত জ্ঞানদ্বারাই মিথ্যাভূত সংসার বন্ধনের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সংসার বন্ধন নিবৃত্তির জন্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্মসমূহও সমর্থ নহে। ৬

নম্বেবমপি অজ্ঞানবিরোধিজ্ঞানস্য অবিরোধিজগদ্বন্ধনিবর্তকত্বং কথমিত্যা-শংকামপহ্নুদন্ জ্ঞানোপায়ে প্রবর্তয়তি, আবিদ্য ইতি—

আবিদ্যো হ্যেব বন্ধো বিরমতি ন বিনা বেদনং কর্মজালৈঃ
মালোদ্ভূতোঽহিরস্তং ব্রজতি কিমু নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগত্বচমিব বিধিনা কর্মবন্ধং বিধূয়
জ্ঞানোপায়ে গুরুশ্রীচরণমভিগতঃ সেবমানো যতেত ॥ ৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

গুরোঃ তত্ত্বনিষ্ঠস্য গুরোঃ শ্রীচরণম্ অভিগতঃ সংমুখংগতঃ সন্ সেবমানঃ

জ্ঞানোপায়ে শ্রবণাদৌ যতেত যত্নং কুর্য্যাৎ কিং কৃত্বা এবং উক্ত প্রকারেণ নিশ্চিত্য নিশ্চয়ং কৃত্বা বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ কর্মবন্ধম্ কর্মবন্ধনম্ বিধূয় সম্যক্ ত্যক্ত্বা কঃ কিমিব নাগঃ সর্পঃ ত্বচম্ জীর্ণকঞ্চুকম্ ইব এবমকথম্ মালোদ্ভূতঃ মালায়াং কল্পিতঃ অহিঃ সর্পঃ নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ উপায়ৈঃ অস্তম্ নাশম্ কিমু ব্রজতি কিন্তু ন ব্রজতি, তদ্বৎ এষ বন্ধঃ বেদনম্ অধিষ্ঠানজ্ঞানম্ বিনা কর্মজালৈঃ কর্মসমূহৈঃ ন বিরমতি ন নশ্যতি, কুতঃ হি যতঃ আবিদ্যঃ অবিদ্যোদ্ভূতঃ অজ্ঞানমূলক ইতি যাবৎ শ্রুত্যাদ্যুক্তজ্ঞান নিবর্ত্যত্বোক্ত্যন্যথানুপপত্ত্যাঽজ্ঞানকার্য্যবন্ধোঽজ্ঞানমেবেতি ভাবঃ ॥ ৭

শ্লোকার্থঃ এক্ষণে মিথ্যাভূত অজ্ঞানমূলক সংসারবন্ধন হইতে নিবৃত্তির উপায়-স্বরূপ বেদান্তবাক্যে জ্ঞান লাভ কিরূপে সম্ভব, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অজ্ঞানজাত এই সংসার-বন্ধন, জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত কর্মসমূহ দ্বারা কখনও নিবৃত্ত হয় না। পুষ্পমাল্যে কল্পিত সর্প কি প্রণাম, মন্ত্রোচ্চারণ ও ঔষধপ্রয়োগাদি দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হয়? (অর্থাৎ হয় না।) ইহা নিশ্চিত জানিয়া সর্প যেমন জীর্ণ কঞ্চুক (শুষ্ক খোলস্) ত্যাগ করে, সেইরূপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্যক্‌রূপে কর্মবন্ধন পরিত্যাগপূর্বক তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত ও সেবারত হইয়া সাধক সদা শ্রবণাদি দ্বারা জ্ঞানলাভের উপায়ে যত্নশীল হইবে ॥ ৭ (৪ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য)

অথ মুক্তিসাধনে মতান্তরাণ্যনূদ্য দূষয়তি, কেচিদিতি—

কেচিৎ কর্মৈব কাম্যোজ্ঝিতমুদিতপদপ্রাপ্ত্যুপায়ং প্রতীতা
স্তচ্চোপাস্তিং চ মুক্তৌ মিলিতমথপরে সাধনং সংগিরন্তে।
অন্যে তু জ্ঞানকর্মোভয়মিতিমতিভিঃ স্বাভিরূহ্যপ্রেক্ষমাণা
জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদ্বয়মিহসহসা নানুমন্যামহে তান্ ॥ ৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা :

কেচিৎ ভাট্টৈকদেশিনঃ প্রাভাকরাশ্চ কাম্যোজ্ঝিতম্ কর্মৈব ফলেচ্ছাং বিনা

কৃতনিত্যনৈমিত্তিক কর্মৈব উদিতপদপ্রাপ্ত্যপায়ম্ কথিত মুক্তিপ্রাপ্তি সাধনম্ প্রতীতাঃ নিশ্চিতবন্তঃ অথপরে ভর্তৃপ্রপঞ্চভাস্করপ্রভৃতয়ঃ তচ্চোপাস্তিং চ মিলিতম্ কর্ম চ প্রাণাদ্যুপাসনং চ মিলিতং মুক্তৌ সাধনং সংগিরন্তে প্রবদন্তি অন্যে তু উক্তৈক দেশিনস্তু জ্ঞানকর্মোভয়ম্ মুক্তৌ সাধনম্ ইতি সংগিরন্তে, এতে আচার্য্যা যতঃ স্বাভিরেব মতিভিঃ বেদার্থম্ উৎপ্রেক্ষমাণাঃ কল্পয়ন্তে ন তু তত্ত্বজ্ঞপ্রদর্শিত পথেন অতঃ জ্ঞানাদেবতুকৈবল্যমিত্যাদিবাক্যাৎ হেতোঃ ইহ মুক্তি সাধন বিচারে বয়ম্ তান্ পক্ষান্ সহসা ন অনুমন্যামহে নাঙ্গীকুর্মঃ জ্ঞানসাধনতয়া তু মোক্ষ সাধনতাং কর্মণোঽনুমন্যামহ এবেতিভাবঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থঃ এক্ষণে মুক্তির সাধন বিষয়ে বিভিন্ন মতসমূহের উল্লেখপূর্বক তাহাদের নিরসন করিতেছেন। ভাট্টগণ (কুমারিল ভট্টের মতাবলম্বিগণ) ও প্রাভাকরগণ ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অনুষ্ঠিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মকে মুক্তিলাভের সাধনরূপে স্বীকার করেন। ভর্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ প্রাণাদির উপাসনা ও কর্মের মিলিত অনুষ্ঠানকে মুক্তির সাধন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। উক্ত ভাট্টগণের একাংশের মতে আবার উভয়ই অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মই মুক্তির সাধন। এইসকল আচার্য্যগণ তত্ত্বজ্ঞপ্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মতানুযায়ী বেদার্থ কল্পনা করেন। অতএব জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই শ্রুতি বাক্য বলে মুক্তির সাধন বিচারে আমরা সহসা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি না। ৮

অথ বাক্যান্নিত্যনৈমিত্তিক কর্মণোঃ ফলান্তর হেতুত্বেপি ন জ্ঞান হেতুতেতিবদতি, পৈত্র ইতি—

> পৈত্রোলোকোঽধিগম্যঃ ক্রতুভিরধিগতো বিদ্যয়া দেবলোকো
> যদ্বা চেতঃ কষায়ক্ষপণমিহ তয়োঃ স্মার্তমেবাস্তুসাধ্যম্।
> যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যাত্তবতু বিবিদিষা বেদনং তৎফলং বা
> জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশকবধূঃ সিংহপোতং প্রসূতে ॥ ৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম

পৈত্রোলোকঃ পিতৃলোকঃ ক্রতুভিঃ নিত্যনৈমিত্তিকযাগাদিকর্মভিঃ অধিগম্যঃ প্রাপ্যঃ অধিগতঃ নিশ্চিতঃ শ্রুত্যা তথা বিদ্যয়া উপাসনকর্মণা দেবলোকঃ অধিগম্যোধিগতঃ শ্রুত্যা যদ্বা অথবা তয়োঃ বিদ্যাকর্মণোঃ সাধ্যম্ ফলম্ স্মার্ত্তম্ কষায়পক্তিঃ কর্মাণীত্যাদিস্মৃত্যুক্তম্ কষায়ক্ষপণম্ এব রাগদ্বেষাদি সংস্কাররূপ-হৃদ্গতমলনাশনমেব ইহলোকে অস্তু অথবা যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যাৎ যজ্ঞেন দানে-নেত্যাদিবচনাৎ বিবিদিষা জ্ঞানেচ্ছা বেদনং বা জ্ঞানং বা তৎফলম্ নিত্যাদি-কর্মফলম্ ভবতু অস্তু যজ্ঞাদীনাং বিবিদিষা পদার্থ জ্ঞানেচ্ছয়োরন্বয় বিকল্পাদিতি ভাবঃ তথাপি অমৃতত্বং মোক্ষস্তু জ্ঞানাদেব ভবতি হি যতঃ শশকবধূঃ শশস্ত্রী সিংহপোতম্ সিংহবালকম্ ন প্রসূতে ন জনয়তি স্বভাবঃ কারণং পরমিতি-ভাবঃ ॥ ৯

শ্লোকার্থ : নিত্য ও নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম দ্বারা পিতৃলোক এবং জ্ঞান ও উপাসনারূপ কর্ম দ্বারা দেবলোক অধিগত হয়। ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে জানা যায়। অথবা বিদ্যা ও কর্মের ফলে ইহজীবনে চিত্তের রাগদ্বেষাদি মলবিনাশ হয় ইহা স্মৃতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অথবা বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা' ইত্যাদি বাক্যানুসারে নিত্যাদি কর্মের ফল জ্ঞানেচ্ছা বা জ্ঞানই হউক, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ হয় ইহা সুনিশ্চিত। যেমন শশক-স্ত্রী কখনও সিংহশাবক প্রসব করিতে পারে না সেইরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম আত্মজ্ঞানরূপ ফল প্রদান করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ৯ (৫ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

বিরুদ্ধাধিকারিত্বাৎজ্ঞানকর্মণোঃ সাহিত্যেন মুক্তিজনন যোগ্যতা নেতি সোপহাসমাহ, অর্থীতি—

অর্থী দক্ষো দ্বিজোহং বুধ ইতি মতিমান্ কর্মস্বুক্তাধিকারী
শান্তো দান্তঃ পরিব্রাড়্ পরম পরমো ব্রহ্ম বিদ্যাধিকারী।

ইত্থং ভেদে বিবক্ষন্ সমুদিতমুভয়ং মুক্তি হেতুং সুশীতং
নীরং বৈশ্বানরং চোভয়মহহ তৃষোচ্ছেদ কামঃ পিবেৎ সঃ॥ ১০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা :

অর্থী ধনবান্ দক্ষঃ সমর্থঃ দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ বুধঃ পণ্ডিতঃ অহম্ ইতি মতিমান্ ইত্যাদ্যভিমানী কর্মসু অধিকারী উক্তঃ মীমাংসাশাস্ত্রে তথা শান্তঃ রাগাদিহীনঃ দান্তঃ বশীকৃতবাহ্যান্তরেন্দ্রিয়ঃ পরিব্রাট্ সন্ন্যাসী উপরমপরমঃ দেহধারণাতিরিক্ত ব্যাপার নিবৃত্তিশীলঃ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী উক্তঃ বেদান্তে ইত্থমুক্তপ্রকারেণ ভেদে সতি উভয়ম্ জ্ঞানং কর্ম চ সমুদিতম্ মুক্তিহেতুম্ বিবক্ষন্ বক্তুমিচ্ছন্ সঃ বাদী অহহ ইতি খেদে তৃষোচ্ছেদকামঃ পিপাসা নিবৃত্তিকামঃ সন্ সুশীতম্ নীরম্ সুশীতল জলম্ বৈশ্বানরং চ অগ্নিং চ উভয়ম্ সহদ্বয়ম্ পিবেৎ দ্বয়োঃ সহপানং কুর্যাদিতি সংভাবনাস্তীতিভাবঃ॥ ১০

শ্লোকার্থ : 'আমি ধনী, দক্ষ, দ্বিজ, পণ্ডিত,' এইরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিই কর্মের অধিকারী বলিয়া মীমাংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রমতে শম, দম, উপরমাদি ষট্সম্পত্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসীই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। এইরূপ ভেদ, শাস্ত্রে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই উপরোক্ত মুক্তির হেতু বলা হয়। পিপাসানিবৃত্তি হেতু পিপাসিত ব্যক্তিকে সুশীতল জল ও অগ্নি উভয় পান করিতে বলার ন্যায় ইহা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। ১০

উক্তমুক্তিজ্ঞানস্বরূপং বদন্ অসংভাবনা নিবৃত্তয়ে বিচারঃ কর্তব্যঃ ইত্যাহ, জ্ঞানমিতি—

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়স্বরসসুখঘনানন্ত চিন্মাত্ররূপ-
ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধঃ স ভবতি সুমতেস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাৎ।
দেহাদ্যধ্যাসদার্ঢ্যাৎশ্রুতমপি সহসা নৈব সম্ভাবনীয়ং
ব্রহ্মত্বং স্বস্য তস্মাদয় গুরু বচনৈঃ সাধু মীমাংসনীয়ম্॥ ১১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

জ্ঞানং চাপি জ্ঞানমপি চ জ্ঞানমপি তু অদ্বিতীয় সর্বভেদরহিত স্বয়ংস্বয়ং-সারভূতসুখঘনসুখমূর্ত্যনন্তসর্বপরিচ্ছেদশূন্যচিন্মাত্ররূপচৈতন্যস্বরূপব্রহ্মাত্মনোঃ একত্ব-বোধঃ অভেদানুভবঃ স উক্তবিধবোধঃ সুমতেঃ সুবুদ্ধেঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ মুখ্যাধিকারিণঃ পুরুষস্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাৎ ভবতি শ্রুতম্ অপি জ্ঞাতমপি স্বস্য ব্রহ্মত্বম্ দেহাদ্য-ধ্যাসদার্ঢ্যাৎ অসংখ্যজন্মদ্বৈতবাসনয়া দেহপুত্রাদিষু অহন্তামমতারূপতাদাত্ম্যাহধ্যা-সস্য দৃঢ়ত্বাৎ বিপরীতভাবনায়া দৃঢ়ত্বাৎ ইতি যাবৎ সহসা নৈবসংভাবনীয়ম্ আশু সংভাবয়িতুমশক্যম্ তস্মাৎ কারণাৎ নয়গুরুবচনৈঃ যুক্তিগুরুপদেশৈঃ সাধু যথাস্যাত্তথা মীমাংসনীয়ম্ নিশ্চয় পর্য্যন্তম্ স্বস্য ব্রহ্মাত্মত্বম্ বিচারণীয়ম্ ।। ১১

শ্লোকার্থঃ সর্বভেদশূন্য, স্বয়ংসারভূত আনন্দঘন, দেশ ও কালের সর্ব-পরিচ্ছেদরহিত ও চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মের সহিত স্বীয় আত্মার অভেদানুভবই জ্ঞান। এই জ্ঞান মুখ্যাধিকারী শুদ্ধচিত্ত পুরুষ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে লাভ করেন। অসংখ্য অতীত জন্মের দ্বৈত বাসনা দ্বারা দেহপুত্রাদিতে 'আমি' ও আমার' বুদ্ধিরূপ তাদাত্ম্য বোধ দৃঢ় হওয়ায় স্বীয় আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতা সহসা উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রযুক্তি ও সদগুরু উপদেশে আত্মার ব্রহ্মত্ব জ্ঞান সম্যকরূপে লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্বদা বিচার করা উচিত। ১১

অথ বিচারাঙ্গজীববিষয়কানেকমতমাদৌ দর্শয়তি, দেহমিতি—

দেহং কেপি বদন্তি খানিতুপরে প্রাণান্ মনশ্চাপরে।
বুদ্ধিং চ ক্ষণিকাং স্থিরামথপরে কেচিচ্চিতং নিঃসুখাম্।
আত্মানং জড়চিৎস্বভাবমপরে চিদ্বজ্জড়ং চেতরে
সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়মপরে তত্রাস্য কো নিশ্চয়ঃ ॥১২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ঃ

কেপি চার্বাকাঃ দেহম্ আত্মানম্ বদন্তি পরে তু চার্বাকাঃ খানি ইন্দ্রিয়াণি আত্মানম্ বদন্তি অপরে প্রাণান্ আত্মানম্ বদন্তি তেভ্যোপ্যপরে তে মনঃ

আত্মানং বদন্তি পরে বৈনাশিকা: ক্ষণিকাম্ বুদ্ধিম্ বৃত্তিজ্ঞানরূপাম্ আত্মানং বদন্তি অথ অনন্তরম্ পরে ভাস্করাদয়ঃ স্থিরাম্ বুদ্ধিম্ বিজ্ঞানময়কোশম্ আত্মানং বদন্তি কেচিৎ সাংখ্যপাতঞ্জলাদয়ঃ নিঃসুখাম্ সুখদুঃখাদিসংগশূন্যাম্ চিতম্ চিন্মাত্রম্ আত্মানং বদন্তি অপরে ভাট্টাঃ জড়চিৎস্বভাবম্ চিজ্জড়রূপম্ আত্মানম্ বদন্তি ইতরে প্রাভাকরনৈয়ায়িকাদয়ঃ চিদ্বজ্জড়ম্ চিদ্যুক্তজ্ঞানগুণজড়দ্রব্যরূপম্ আত্মানং বদন্তি অপরে বেদান্তিনঃ সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ম্ নির্বিশেষনিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপম্ আত্মানং বদন্তি তত্র উক্তপক্ষেষু অস্য জিজ্ঞাসোঃ কো নিশ্চয়ঃ ন কোপি নিশ্চয়ো ভবতি ॥ ১২

শ্লোকার্থঃ চার্বাকগণের কেহ কেহ দেহকে এবং কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মা বলিয়া থাকেন। অপর মতাবলম্বী কেহ কেহ প্রাণসমূহকে এবং অন্যান্য কেহ কেহ মনকে আত্মা বলেন। বিনাশবাদী বৌদ্ধগণ ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি-জ্ঞানরূপকে এবং ভাস্করগণ বিজ্ঞানময় কোষকে আত্মা বলেন। সাংখ্যপাতঞ্জলবাদী দার্শনিকগণ আত্মাকে সুখ দুঃখাদি সঙ্গশূন্য চিৎমাত্ররূপে এবং ভাট্টগণ চিজ্জড়রূপে, প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকগণ চিৎযুক্ত জড়রূপে এবং বেদান্তিগণ নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন। উক্ত পরস্পর বিরোধী পক্ষসমূহের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কি কোন নিশ্চয় তত্ত্বাবধারণ হইতে পারে? ইহার অর্থ হইতে পারে না।১২ (৬ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য)

আহুঃ কেচদণুং শরীর-সদৃশং কেচিদ্বিভুং তং পরে
তে তং মানসগোচরং তদপরে নিত্যানুমেয়ং জগুঃ।
অন্যে চিদ্বিষয়ং পরে তু পরমস্বজ্যোতিরাভ্যন্তরং
সত্যেবং শ্রুতিযুক্তিভির্বিবিদিষোর্যুক্তো বিচারো মুহুঃ ॥ ১৩ ॥

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা:

কেচিৎ পাশুপত পাঞ্চ রাত্রাদ্যাগমজ্ঞাঃ তম্ আত্মানম্ অণুম্ পরমাণু পরিমাণম্ আহুঃ বদন্তি কেচিৎ আর্হন্তাদয়ঃ শরীর সদৃশম্ দেহপরিমাণম্ তমাহুঃ

পরে নৈয়ায়িকাদয়ঃ বিভুম্ ব্যাপকম্ তমাহুঃ তে উক্তাঃ ত্রয়ঃ বাদিনঃ তম্ আত্মানম্ মানসগোচরম্ মানস প্রত্যক্ষ বিষয়ম্ জগুঃ উচুঃ তদপরে তেভ্যোন্যে সাঙ্খ্যাদয়ঃ নিত্যানুমেয়ম্ বিষয় প্রকাশাদিনা কেবলং অনুমানগম্যম্ তংজগুঃ অন্যে বৈনাশিকাঃ চিদ্বিষয়ম্ বৃত্তিজ্ঞান প্রকাশ্যম্ তং জগুঃ অপরে বেদান্তিনঃ আভ্যন্তরম্ পঞ্চকোশেভ্যোপ্যন্তস্থম্ পরমস্বজ্যোতিঃ সর্বপ্রকাশোৎকৃষ্ট স্বয়ং প্রকাশম্ তং জগুঃ এবম্ উক্ত প্রকারেণ সতি মতভেদে সতি বিবিদিষোঃ জিজ্ঞাসোঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তম্ বিচারঃ যুক্তঃ কর্ত্তুমুচিতঃ ॥ ১৩

শ্লোকার্থঃ সেই আত্মাকে পাশুপত ও পাঞ্চরাত্রাদি মতাবলম্বিগণ পরমাণু পরিমাণ, জৈনগণ দেহপরিমাণ, এবং নৈয়ায়িকগ সর্বব্যাপক বিভূ বলিয়া থাকেন। উক্ত বাদীত্রয়ের মতে আত্মা মানস প্রত্যক্ষ বিষয়। আত্মাকে সংখ্যবাদিগণ বিষয় প্রকাশাদি দ্বারা কেবল অনুমানগম্য, বৈনাশিক বৌদ্ধগণ বৃত্তিজ্ঞান প্রকাশ্য এবং বেদান্তিগণ স্বয়ংপ্রকাশ ও জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার মতভেদ হওয়ায় শ্রুতি যুক্তি সহায়ে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পুনঃ পুনঃ বিচার করা কর্ত্তব্য।১৩ (৭ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

অথ বিচারাঙ্গেশ্বর বিষয়কানেকমতং দর্শয়তি, এবমিতি—

এবং বিশ্বস্য হেতুং প্রকৃতিমভিদধু কেপি কেচিৎ পরাণূন্
ঈশেনাধিষ্ঠিতাংস্তান কতিচন কতিচিন্নশ্বর জ্ঞানমেব।
অন্যে শূন্যং স্বভাবং কতিচনসময়ং কেপি কেচিদ্যদৃচ্ছাং
কর্মান্যে ব্রহ্মমায়াশবলিতমপরে সোপি তস্মাদ্বিমৃশ্যঃ ॥ ১৪

কৈবল্য কল্পক্রম টীকা।

এবম্ জীবাত্মানমিব কেপি কাপিলাঃ বিশ্বস্য হেতুম্ জগতঃ উপাদান কারণম্ প্রকৃতিং প্রধানং অভিদধুঃ উচুঃ কেচিৎ বৈনাশিকাঃ আর্হতাশ্চ পরাণূন

ভূতচতুষ্টয় পরমাণূন্ বিশ্বস্য হেতুমভিদধুরিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ কতিচন পাতঞ্জলাঃ কাণাদগৌতমীয়াশ্চ ঈশেনাধিষ্ঠিতান্ ঈশ্বরেনপ্রেরিতান সাচতেচ তে ইত্যেকশেষঃ তান্ প্রকৃতিম্ পরমাণূংশ্চ তত্র পাতঞ্জলাঃ প্রকৃতিমিতি বিবেকঃ কতিচিৎ বিজ্ঞানবাদিনঃ নশ্বরজ্ঞানমেব ক্ষণিক বিজ্ঞানমেব অন্যে মাধ্যমিকাঃ শূন্যম্ কতিচন লোকায়তিকাঃ স্বভাবম্ পাঠান্তরে হৈরণ্যগর্ভাঃ হিরণ্যগর্ভম্ ইত্যর্থঃ কেপি মৌহূর্তিকা সময়ম্ কালম্ কেচিৎ যদৃচ্ছাম্ আকস্মিকত্বম্ অন্যে মীমাংসকাঃ কর্ম অপরে বেদান্তিনঃ মায়াশবলিতম্ মায়য়া প্রাপ্তবিচিত্রভাবম্ ব্রহ্ম তস্মাৎ মতভেদাৎ সোপি জগদ্ধেতুরপি বিমৃশ্যঃ জিজ্ঞাসুনা বিচারনীয়ঃ ।। ১৪

শ্লোকার্থ : জীবাত্মার ন্যায় বিশ্বের কারণও পূর্বোক্ত মতবাদিগণের মতে বিভিন্ন। কাপিলগণ প্রকৃতিকে (প্রধানকে), বৌদ্ধ ও জৈনগণ ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুসমূহকে, পাতঞ্জলগণ এবং কানাদ ও গৌতমীয়গণ যথাক্রমে ঈশ্বর প্রেরিত প্রকৃতি ও পরমাণুসমূহকে, বিজ্ঞানবাদিগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকে. মাধ্যমিকগণ শূন্যকে, লোকায়তিকগণ স্বভাবকে বা হিরণ্যগর্ভকে, মৌহূর্তিকগণ কালকে, কেহ কেহ আকস্মিকতাকে, মীমাংসকগণ কর্মকে এবং বেদান্তিগণ মায়োপহিত ব্রহ্মকে বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া মনে করেন। এই সকল মতভেদ নিমিত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি জগতের কারণ সম্বন্ধেও বিচার করিবে। ॥ ১৪

(৮ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য)

অথ স্বমতসর্বস্বং ব্রহ্মলক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বোধয়ন্ বিবক্ষিতং সর্বং প্রতিজানীতে, যস্মাদিতি—

যস্মাদ্ব্যুৎপত্তি গুপ্তীক্ষতিরপি জগতাং যচ্চ শাস্ত্রৈকযোনিঃ
সর্বজ্ঞং মায়য়া যৎ সহজ সুখ সদদ্বৈতসবিৎস্বরূপম্।
তদ্ ব্রহ্ম স্ব প্রকাশং শ্রুতিশিখরগিরাং সৈব তাৎপর্য্যভূমিঃ
স্বাত্মাসৌ যং বিদিত্বা জনিমৃতিজলধিং নিস্তরন্তীহ সন্তঃ ॥ ১৫ ॥

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

জগতাম্ সকল কার্যাণাম্ উৎপত্তিগুপ্তী উৎপত্তিপালনে ক্ষতিরপি নাশশ্চ মায়য়া যস্মাদভবতি পুনঃ যৎ মায়য়া শাস্ত্রৈকযোনিঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণম্ কেবলং শাস্ত্রগম্যম্ সর্বজ্ঞং চ পুনঃ যৎ সহজসুখসদদ্বৈতসংবিৎস্বরূপম্ স্বভাবভূতসুখস্বরূপম্ নিত্যদ্বৈতসংবন্ধশূন্যজ্ঞানস্বরূপম্ তদ্ব্রহ্ম তচ্চ ব্রহ্ম কীদৃশম্ স্বপ্রকাশম্ স্বসাক্ষিকম্ শ্রুতিশিখরগিরাম্ বেদান্তবাক্যানাম্ সা এব উক্তব্রহ্মৈব তাৎপর্য্যভূমিঃ তাৎপর্য্যলক্ষ্যম্ অসৌ ব্রহ্ম স্বাত্মা নিজস্বরূপম্ যম্ ব্রহ্মরূপনিজাত্মানম্ বিদিত্বা জ্ঞাত্বা সন্তঃ মহাত্মানঃ জনিমৃতিজলধিং জন্মমরণরূপসমুদ্রম্ ইহ অস্মিন্ জন্মনি নিস্তরন্তি নিতরাং লঙ্ঘয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ—যাঁহার মায়ায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, যিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য এবং সর্ব্বজ্ঞ, যিনি স্বভাবভূত সুখস্বরূপ, নিত্য, দ্বৈতসম্বন্ধ শূন্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই স্ব স্ব আত্মরূপে বিদ্যমান। তাঁহাকে স্বীয় আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইলে, মহান ব্যক্তিগণ এই জন্মেই জন্ম মৃত্যুরূপ সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করেন। ॥ ১৫ ॥

সাঙ্খ্যৈঃ প্রখ্যাপিতঃ ন ক্ষমমিহ জগতাং নির্মিতৌ তৎ প্রধানং
হেতুর্নৈতাদৃশের্থে প্রভবতি গদিতস্তার্কিকৈরীশ্বরোপি।
নাণুঃ কাণাদবৌদ্ধক্ষপণক ভণিতোনাপি নিঃসাক্ষি শূন্যং,
তস্মাদাস্মাকমেব শ্রুতিগদিত পরব্রহ্ম সিদ্ধং নিদানম্ ॥১৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

জগৎকারণবাদে অন্যোক্ত কারণাযোগ্যতাং স্বোক্তকারণযোগ্যতাং চাহ, সাঙ্খ্যৈরিতি—

ইহ অস্যাম্ জগতাং—নির্মিতৌ সকলকার্যাণাম্ উৎপাদনে সাঙ্খ্যৈঃ প্রখ্যাপিতম্ কাপিল পাতঞ্জলৈঃ প্রসিদ্ধিং প্রাপিতম্ তৎপ্রধানং ন ক্ষমং ন সমর্থং তথা

তার্কিকৈঃ কেবলতর্কাবলম্বিভিঃ পাতঞ্জল গৌতম কানাদ তান্ত্রিক পাশুপতৈঃ উক্তঃ হেতুঃ নিমিত্তকারণরূপঃ ঈশ্বরোপি এতাদৃশের্থে উক্ত সকল কার্য্যোৎপাদন-রূপে ন প্রভবতি সমর্থো নাস্তি, তথা কাণাদ-বৌদ্ধক্ষপণকভণিতঃ অণুঃ কণাদশিষ্য বুদ্ধ শিষ্যার্হন্তকথিতঃ পরমাণুঃ এতাদৃশের্থে ন প্রভবতি তথা কৈশ্চিদুক্তম্ নিঃসাক্ষিশূন্যম্ অপি অসাক্ষিকম্ শূন্যমপি এতাদৃশের্থে ন প্রভবতি তস্মাৎ আস্মাকম্ অস্মাকং বেদান্তিনামিদম্ শ্রুতিগদিতপরব্রহ্ম এব এতাদৃশের্থে নিদানম্ আদি কারণং সিদ্ধম্ ।১৬

শ্লোকার্থ। জগৎ কারণবাদে অন্যোক্ত কারণ সমূহের অযোগ্যতা এবং স্বোক্ত কারণের যোগ্যতা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিতেছেন।

এই দৃশ্যমান জগৎ নির্মাণে কাপিল ও পাতঞ্জলগণ কথিত প্রসিদ্ধ মত সমর্থ নহে। পাতঞ্জল, গৌতম, কানাদ. তান্ত্রিক ও পাশুপতাদিবৃন্দ এবং তার্কিকগণ কর্ত্তৃক উক্ত নিমিত্তকারণ[১] রূপ ঈশ্বরও বিশ্বোৎপাদনে অসমর্থ। সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিকাদি বৌদ্ধগণ, আর্হৎগণ ও কাণাদগণ প্রচারিত পরমাণুও এইরূপ কার্য সম্পাদনে সক্ষম নহে, এবং শূন্যবাদিগণের সাক্ষীহীন শূন্যও সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ নহে। সুতরাং আমাদের (বেদান্তিগণের) উপনিষৎ প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই জগতের আদিকারণ রূপে প্রমাণিত হইল।১৬

১ বেদান্ত মতে কারণ দ্বিবিধ নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যথা—ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার এবং উপাদান কারণ মৃত্তিকা।

নাচৈতন্যাৎ প্রধানং প্রভবতি চলিতুং তন্নিসর্গক্রিয়ং চেৎ
নিত্যসর্গ প্রসঙ্গো নিয়তিরপি যতঃ সর্গপূর্বন পূর্বম্।
বন্ধো নির্হেতুকঃ স্যাৎ কথমথ ন ভবেদ্বন্ধমোক্ষাব্যবস্থা
নিঃ সৌখ্যংনাপি মোক্ষং স্পৃহয়তি মতিমান্ কাপিলং তেন দুষ্টম্ ॥১৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ বিশেষতঃ কপিলমতং খণ্ডয়তি, দ্বাভ্যাম্ নেতি—

প্রধানম্ গুণত্রয়সাম্যরূপম্ চলিতুম্ পুরুষভোগায় সৃষ্টৌ প্রবর্তিতুম্ ন প্রভবতি ন সমর্থম্ কুতঃ অচৈতন্যাৎ জড়ত্বাৎ চেৎ যদি তৎ প্রধানম্ নিসর্গক্রিয়ম্ প্রবৃত্তি-স্বভাবম্ মন্তেত তর্হি নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ সৃষ্টিরেব স্যাৎ সদা ন প্রলয় ইতি ভাবঃ জলাদি জড় প্রবৃত্তৌ নিম্নত্বাদিবদদৃষ্টং হেতুর্ন সম্ভবতি যতঃ নিয়তিরপি অদৃষ্টমপি সর্গপূর্বা প্রবৃত্যা সৃষ্টৌ সত্যাং ভবতি॰ ন পূর্বম্ শরীর কার্য্যত্বাদ দৃষ্টস্য প্রবৃত্তেঃ পূর্বং সৃষ্ট্যন্তর সিদ্ধাদৃষ্টস্য হেতুত্বে তৎ সৃষ্টিহেতু প্রবৃত্তিহেত্বদৃষ্টান্তরং কল্প্যমনন্যো-ন্যাশ্রয়ায়েত্যনবস্থান্তো দোষ ইতি ভাবঃ কিংচ পুরুষস্য সর্বথা সঙ্গশূন্যস্য কপিল মতে বন্ধঃ নির্হেতুকঃ স্যাৎ কারণ সম্বন্ধাঙ্গীকারেঽসঙ্গত্বক্ষতেঃ অথ অনন্তরম্ বন্ধমোক্ষাঽব্যবস্থা অস্য বন্ধঃ অস্য মোক্ষঃ ইতি ব্যবস্থায়া অভাবঃ কথং ন ভবেৎ কিন্তু সম্বন্ধং বিনাপি প্রধানস্য বন্ধমোক্ষাপাদকত্বেন মুক্তস্যাপি বন্ধো বদ্ধস্যাপি মুক্তিস্তুল্যকারণসত্বাদিতি রূপো ভবেদেব কিংচ মতিমান্ বুদ্ধিমান্ পুরুষঃ নিঃসৌখ্যম্ নিরানন্দ রূপম্ মোক্ষমপি ন স্পৃহয়তি ন বাঞ্ছতি কা বার্তান্য পদার্থস্য কাপিলানাংচ তাদৃশ এব মোক্ষ ইতি ন কোপি মনীষী মুমুক্ষুঃ স্যাদিতি ভাবঃ তেন হেতুনা কাপিলম্ কপিলমতম্ দুষ্টম্ সদোষমগ্রাহ্যমিতি ভাবঃ ১৭

শ্লোকার্থ। এক্ষণে বিশেষ রূপে কপিল মত খণ্ডন করিতেছেন। ত্রিগুণের সাম্যরূপ প্রকৃতি জড় বলিয়া সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুত হইতে বা পুরুষের ভোগ নিমিত্ত সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহে। যদি মনে কর, প্রকৃতি স্বাভাবিক চলন বিশিষ্ট; তাহা হইলে প্রলয়-শূন্য নিত্য-সৃষ্টি সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রলয় অসিদ্ধ হয়। জল-প্রস্তরাদি প্রভৃতি জড় বস্তু সদৃশ অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহাতে সৃষ্টির পূর্বে সঞ্চিত ধর্মাধর্ম লক্ষণ প্রাণীর অদৃষ্ট ও পূর্বসৃষ্টি সিদ্ধ হয় না। অদৃষ্টের প্রবৃত্তির পূর্বে অন্য সৃষ্টি-সিদ্ধ অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় চেতন ব্যতীত জড়ের প্রবৃত্তিও অসম্ভব। আবার কপিল মতে পুরুষ নিঃসঙ্গ বলিয়া বন্ধন ও হেতুশূন্য হয়। আর যদি পুরুষের কারণ সম্বন্ধ স্বীকার

করা হয়, তাহাতে তাহার নিসঙ্গত্ব হানি হয়। অনন্তর ইহার বন্ধন ও মুক্তি এই ব্যবস্থার অভাব কেন হইবে না? সম্বন্ধ ব্যতীত যদি প্রধান (প্রকৃতি) বন্ধন ও মুক্তি সৃষ্টি করে, তাহাতে মুক্তের বন্ধন এবং বদ্ধের মুক্তি তুল্য কারণ হওয়া সম্ভব হয়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই নিরানন্দরূপ মুক্তির স্পৃহা করে না। অন্ত পদার্থের কি কথা? এইরূপে কপিল মত দোষ যুক্ত সুতরাং ইহা অগ্রাহ্য।১৭ (৯ টিপ্পনি)

কিং চাকর্তৈব ভোক্তা যদি বত কৃতহা নাকৃতাভ্যাগমঃ স্যাৎ
কীদৃগ্ ভোগোপ্যসঙ্গেঽনতিশয়িনি ভবেত্তেন ভোগ্যস্যকোর্থঃ।
কীদৃক্ কস্যাবিবেকঃ কথমথ স ভবেদ্ভোগহেতুর্বিবেকঃ
কস্য স্যাত্তেন কিং স্যাদিতি চ বিমৃশতো দুর্বচং ব্রহ্মণোপি ॥১৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

কিংচ কর্তৃতাপ্রধানে পুরুষে চ ভোক্তৃতেতি কপিলমতে যদি অকর্তৈব সন্ পুরুষো ভোক্তা তর্হি বতেতি খেদে পুরুষাকৃত কর্মফলানাং পুরুষেভ্যাগমঃ প্রধানে চ ফলাদর্শনাৎ প্রধানকৃত কর্মনাং হানিশ্চ স্যাৎ এতৎ পরিহারায়ান্য কৃত কর্মফলান্যগামিত্বাঙ্গীকারেন্যভোজনেনান্যতৃপ্তিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ স্যাদেতৎ অসঙ্গে সম্বন্ধ মাত্রশূন্যে অতএব অনতিশয়িনি কিঞ্চিৎ সম্বন্ধকৃতাতিশয়শূন্যে পুরুষে ভোগোপি কীদৃক্ স্যাৎ প্রাক্ পশ্চাদ্বাকিঞ্চিৎ সম্বন্ধাতিশয়মন্তরা কীদৃশোপি ভোগ এব ন সম্ভবতি কিঞ্চি তেন পুরুষভোগেন ভোগ্যস্য প্রধানস্য কোর্থঃ কঃ স্বার্থঃ জড়ে স্বার্থানুসন্ধান সম্ভবেন ন কোপি স্বার্থঃ স্বার্থমন্তরা প্রবৃত্তিরেব ন সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। পুরুষ প্রধানয়োঃ পরস্পরা বিবেকো ভোগে প্রবৃত্তিহেতুরিতি চেৎ অবিবেকঃ কীদৃক্ অভাবরূপশ্চেদপসিদ্ধান্তঃ নাপ্যৈক্যজ্ঞানম্ বাস্তবভিন্নয়োরৈক্যস্যবাস্তবস্যাসম্ভবাৎ মিথ্যায়া অঙ্গীকারাৎ কিঞ্চি অবিবেকঃ কস্য জড়ত্বাসঙ্গত্বাভ্যাম্ প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ন তদাশ্রয় ইতি

ভাবঃ অথ অনন্তরম্ সঃ অবিবেকঃ ভোগহেতুঃ কথম্ কেন প্রকারেণ ভবেৎ অসঙ্গত্বাৎ পুরুষস্য কিঞ্চ মোক্ষহেতু ত্বয়াঙ্গীকৃতস্তৈঃ বিবেকঃ কস্য স্যাৎ জড়াসঙ্গয়োর্নকস্যাপি কিঞ্চতেন বিবেকেন কিং স্যাৎ অসঙ্গে বন্ধাসংভবেন তন্নিবৃত্যাদি ন কিমপি ফলং স্যাৎ ইতি উক্তপ্রকারেণ বিমৃশতো বিচারয়তঃ ব্রহ্মণোপি দুর্বচম্ দুর্নিরূপণীয়ম্ কপিলমতম্ ইতি শেষ ॥ ১৮

শ্লোকার্থ। আর যদি কপিল মতে অকর্তা পুরুষই ভোক্তা হন, তাহাতে প্রধানকৃত কর্মের বৈফল্য এবং পুরুষ কর্তৃক অকৃত কর্মের ফল পুরুষে আগম হয়। এক কৃত কর্মের ফল অপরে গমন করে, ইহা স্বীকার করিলে এক-জনের ভোজনে অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। ইহা অযৌক্তিক। ত্রিগুণের সম্বন্ধ মাত্র রহিত এবং গুণত্রয়কৃত অতিশয় শূন্য পুরুষে ভোগও কিরূপে হয়? কারণ সম্বন্ধ ও অতিশয় ব্যতীত ভোগ অসম্ভব। পুরুষের সেই ভোগে জড়স্বভাব প্রধানের কি স্বার্থসিদ্ধ হয়? জড়ে স্বার্থানুসন্ধান অসম্ভব এবং স্বার্থ ব্যতীত প্রবৃত্তিও অসম্ভব? যদি বল, পুরুষ ও প্রধানের অবিবেকই ভোগে প্রবৃত্তির হেতু। তাহা হইলে অবিবেক (জ্ঞানাভাব) কিরূপ, অভাবরূপ না ঐক্য জ্ঞান? প্রথমটী অপসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়টী অসম্ভব।

অবিবেক কাহার—অসঙ্গ পুরুষের না জড় প্রধানের? উভয়েই অসম্ভব। অনন্তর সেই অবিবেক কিরূপে ভোগের কারণ হয়? বিবেক কাহার হয় এবং সেই বিবেক দ্বারা কি ফল হয়? উক্ত প্রকারে বিচার করিলে স্বয়ং ব্রহ্মাও এই কপিল মত নিরূপণে অসমর্থ হইবেন। আমাদের কি কথা?১৮

(১০ টিপ্পনি)

নেশোধিষ্ঠাতুমীশো তন্নু করণ গুণস্তার্কিকাণাং প্রধানং
স্যাচ্চেত্তন্নক্ষবত্তং সুচরিত দুরিতোদ্ভুত ভোগ প্রসঙ্গঃ।
দুঃখাঢ্যং কুর্বতোস্য প্রসরতি বিষমাচরনৈর্ঘৃণ্য দোষঃ
কর্মেস্যোশ্চক্রকাবস্থিতিহতি বিফলত্বান্যথাসিদ্ধয়ঃ স্যুঃ ॥১৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথাচেতন প্রধান পরমাণুনাং প্রবর্তকতয়া কেবল নিমিত্ত কারণং জগত ঈশ্বর ইতি যোগিকণাদ গৌতমাহেশ্বরমতং খণ্ডয়তি দ্বাভ্যাম্—

তার্কিকাণাম্ তর্কেনৈব কারণং নিরূপয়তাং অতনুকরণগুণঃ ঈশঃ শরীরেন্দ্রিয়েচ্ছা প্রযত্নাদিগুণহীন ঈশ্বরঃ নিরবয়বং নীরূপত্বেনাপ্রত্যক্ষং প্রধানং অধিষ্ঠাতুম্ প্রবর্তয়িতুম্ নেশঃ ন সমর্থঃ প্রধানমুপলক্ষণং পরমাণুনামপি চেষ্টাদি তদ্বক্ষবত্বম্ শরীরেন্দ্রিয়াদিমত্বম্ স্যাৎতর্হি সুচরিতদুরিতোদ্ভূতভোগপ্রসঙ্গঃ পুণ্যপাপোৎপন্নভোগপ্রসঙ্গঃ ঈশ্বরে স্যাৎ শরীরাদের্ভোগসামগ্রীত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ কিঞ্চ দুঃখাঢ্যম্ দুঃখপ্রধানম্ জগৎ কুর্বতঃ রচয়তঃ অস্য অনবস্থাভিয়া স্বতন্ত্রেশ্বরস্য বিষমাচারনৈঘৃ'ণ্যদোষঃ প্রসরতি বিবিধসুখদুঃখিজনরচনয়া বিষমাচরণ দোষঃ অতিদুঃখিরচনয়া নির্দয়ত্বদোষ ইতি বিবেকঃ অথোক্তদোষ পরিহারায় কর্মাপেক্ষঃ সুখদুঃখপ্রদত্বে প্রাণিকর্মসাপেক্ষস্য অস্যাঙ্গীকারে চক্রকাঽবস্থিতিহতি বিফলত্বান্যথা সিদ্ধয়ঃ স্যুঃ তত্র প্রাণিকর্মণেশ্বরপ্রবৃত্তিঃ তয়া চ প্রধান প্রবৃত্তিদ্বারা সৃষ্টিঃ তয়া চ শরীরাদি সিধত্যা কর্ম কর্মণা চেশ্বর প্রবৃত্তিরিতি চক্রবৎভ্রমণম্ এতদভাবায় পূর্বপূর্বসৃষ্টিগতকর্মাপেক্ষত্বে অবস্থিতি হতিঃ অনবস্থা ন চেয়ং প্রত্যক্ষ সিদ্ধবীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকী কর্মণা ঈশ্বর প্রবৃত্তৌ হেতুত্বে প্রধান প্রবৃত্তৌ চেশ্বরস্য হেতুত্বে গৌরবাৎ প্রধান প্রবৃত্তিরেব কর্মণাস্তু তথা চেশ্বরাঙ্গীকারো বিফলঃ কিঞ্চ কর্মাপেক্ষত্বে মায়াশবলত্বস্য গলে পতিতত্বাৎ অন্যথা পৃথক্ নিমিত্তেশ্বর কল্পনং বিনৈব উপাদানভূতশবলব্রহ্মণৈব জগৎসিদ্ধিরিতি বিবেকঃ ।।১৯

শ্লোকার্থ। ঈশ্বর অচেতন প্রধান পরমাণুসমূহের প্রবর্ত্তক এবং জগতের কেবল মাত্র নিমিত্ত কারণ এই যৌগিক, কানাদ, গৌতম ও মহেশ্বর মত নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে খণ্ডন করিতেছেন। তর্ক দ্বারা জগৎকারণ নিরূপণকারী-গণের দেহেন্দ্রিয়গুণহীন ঈশ্বর নিরবয়ব বলিয়া অপ্রত্যক্ষ পরমাণুসমূহের প্রবর্ত্তক

হইতে অক্ষম। ঈশ্বরকে দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত মনে করিলে, ঈশ্বরে পুণ্যপাপজনিত-ভোগ দোষ উপস্থিত হয় এবং দুঃখ বহুল এই জগৎ স্রষ্টা স্বতন্ত্র ঈশ্বর সুখী দুঃখী সৃষ্টি দ্বারা বিষম আচরণ দোষ এবং অতিদুঃখী সৃষ্টি দ্বারা নির্দ্দয়ত্ব দোষযুক্ত হন। আবার সুখ দুঃখ প্রদানে ঈশ্বরকে প্রাণীকর্মসাপেক্ষ স্বীকার করিলে প্রাণীকর্মদ্বারা ঈশ্বর প্রবৃত্তি, ঈশ্বর প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধান প্রবৃত্তি, প্রধান প্রবৃত্তি দ্বারা শরীরাদিসৃষ্টি, শরীরাদি সৃষ্টি দ্বারা প্রাণী কর্ম এইরূপ চক্রবৎ ভ্রমণ সিদ্ধ হয়। পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিগত কর্মে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বীজাঙ্কুরবৎ অবস্থা দোষ ঘটে। প্রাণীকর্মদ্বারা ঈশ্বর এবং ঈশ্বর প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধান প্রবৃত্তি হইলে ঈশ্বরাঙ্গীকার নিষ্ফল হয়। কারণ প্রাণী কর্মদ্বারা প্রধান প্রবৃত্তিই হইতে পারে। এবং পৃথক নিমিত্ত ঈশ্বর কল্পনা ব্যতীত উপাদানভূত সগুণ ব্রহ্ম দ্বারা জগৎ সিদ্ধি হয়। ১৯ (১১ টিপ্পনী)

সর্বজ্ঞঃ সর্বলিপ্সুঃ সকলকৃতি যুতো নিত্যমীশো যদি স্যাৎ
সর্বং কার্য্যং সদাস্যাদুদয়ভূতিলয়া যৌগপদ্যেন চ স্যুঃ।
বাহ্যোপাদানবৎ স্যাত্তনুকরণধিয়াং বিশ্বসর্গে ব্যপেক্ষা
নিস্তর্কং চানুমানং কৃতিরপি হি যতশ্চেষ্টয়ার্থং বিধত্তে ॥২০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

কিংচ যদি নিত্যম্ সততম্ সর্ববিষয়ক জ্ঞানেচ্ছাকৃতিযুতঃ ঈশঃ স্যাৎ তর্হি সর্বং কার্য্যং ফলপুষ্পাদি সদা স্যাৎ জগদুৎপত্তিপালনপ্রলয়াশ্চ যৌগপদ্যেন একদৈব স্যুঃ কিংচ যদি স্বস্মাদ্ভিন্নপরমাণ্বাদ্যুপাদানমপেক্ষেতেশ্বরস্তর্হি বাহ্যো-পাদানবৎ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধীনামপি জগদুৎপত্তৌ ব্যপেক্ষা স্যাৎ তস্য কিংচ ঈশ্বর সাধকানুমানমপি নিস্তর্কম্ ব্যভিচারশঙ্কা নিবর্তক তর্কশূন্যম্ ন চ যত্নবত এব কার্যজনকতাকুলালাদে দৃষ্টেতি ক্ষিত্যাদ্যনুকূলযত্নাশ্রয়তয়েশ্বরঃ সেৎস্যতি যতঃ যস্মাৎ কৃতিরপি হি যত্নোপি হি চেষ্টয়া শরীরক্রিয়য়া অর্থম্ কার্য্যম্ বিধত্তে

কুরুতে তথা চ হস্তস্য শরীরক্রিয়াং প্রতি কারণত্বেপি ক্ষিত্যাদি সকলকার্য্যং প্রত্যকারণতয়া নোক্তবিধয়াপীশ্বর সিদ্ধিরিতিভাবঃ ॥২০

শ্লোকার্থ। যদি ঈশ্বর সতত সকলবিষয়ে জ্ঞানবান, ইচ্ছাযুক্ত ও যত্নশীল হন, তাহা হইলে ফল-পুষ্পাদি সমস্ত কার্য্য সর্ব্বদা হইতে থাকিবে এবং জগতের উৎপত্তি, পালন ও প্রলয় যুগপৎ হইবে। যদি ঈশ্বর নিজ হইতে পৃথক্ পরমাণু প্রভৃতি উপাদানের অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে বাহ্য উপাদানের ন্যায় শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধি প্রভৃতিরও অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন ঈশ্বরসাধক অনুমান ও ব্যভিচাররূপ শঙ্কানিবর্ত্তক তর্কশূন্য হইবে। যেমন কুম্ভকার ব্যতীত কুলালাদির কার্য্যজনকতা দৃষ্ট হয় না, তেমনি জগৎ সৃষ্টিতে মৃত্তিকাদি অনুকূল বস্তুর চেষ্টাও শরীরক্রিয়ার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত বিধিতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। ২০ (১২ টিপ্পনী)

কস্মাদণ্বোঃ ক্রিয়া স্যাৎ কথমথ মিলিতৌ নিষ্প্রতীকৌ কথং বা
কার্য্যং তাভ্যাং তৃতীয়ং কিমিতি চন মহৎ পারিমাণ্ডল্যতঃ স্যাৎ।
তেভ্যঃ কস্মান্মহান্ স্যাৎ কিমিতি পুনরসাবেব নিত্যো ন তে স্যাৎ
নিত্যশ্চাণুঃ কথং বা নিরবয়ব ইতি ব্রূহ্যসৎকার্যবাদিন্ ॥২১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ পরমাণুকারণতাং খণ্ডয়তি, কস্মাদিতি—

হে অসৎকার্য্যবাদিন্ মৃদাদিকারণে সর্বথা অসদ্ বিদ্যমানমেব কার্যং ঘটাদি পশ্চাদুৎপদ্যতে ইতি বাদিন্ দ্ব্যণুকোৎপত্তয়ে সংযোগায় সর্গাদৌ অণ্বোঃ পরমাণ্বোঃ ক্রিয়া কস্মাদ্ধেতোঃ স্যাৎ ঈশ্বরেচ্ছাহেতোরনন্তরপক্ষে দূষিতত্বাৎ অথ অনন্তরম্ নিষ্প্রতীকৌ নিরবয়বৌ অণু কথম্ মিলিতৌ সংযুক্তৌ স্যাতাম্ সংযোগস্যৈকদেশবৃত্তিত্বনিয়মাৎ কার্য্যম্ দ্ব্যণুকম্ তাভ্যাম্ কারণ পরমাণুভ্যাম্ তৃতীয়ম্ সর্ব্বথা ভিন্নম্ কথং তা স্যাৎ কারণাবয়বাতিরিক্তাবয়বস্য কার্য্যেঽনুপলম্ভাৎ চ পুনঃ কারণগুণানাং কার্যে সজাতীয়গুণান্তরোদয়ে

হেতুতায়াদ্ব্যণুকাদৌ দর্শনাৎ পারিমাণ্ডল্যাত্তঃ পরমাণুনিষ্ঠ পরিমাণাৎ দ্ব্যণুকং মহৎ কিমিতি ন স্যাৎ ত্র্যণুকবদিতি ভাবঃ অন্যথা তেভ্যঃ দ্ব্যণুকেভ্যঃ জাতস্ত্র্যণুক-পদার্থঃ মহান্ মহত্ব পরিমাণবান কথং স্যাৎ পুনঃ কিং চ অসৌ এব ত্র্যণুকপদার্থ এব নিত্যঃ তে তব কিমিতি ন স্যাৎ পরমাণু কল্পনা কিমর্থেতি ভাবঃ দৃশ্যদ্রব্যস্য সাবয়বত্বানিত্যত্ব নিয়মে তু মূর্ত্তদ্রব্যস্যাপি তথা নিয়ম ইতি অণুর্বা পরমাণুর্বা নিত্যো নিরবয়বশ্চ কথং স্যাৎ ॥ ২১

শ্লোকার্থ। জগতের পরমাণুকরণতা খণ্ডন করিতেছেন।

অসৎ কার্য্যবাদি দিগকে জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টির আদিতে দ্ব্যণুক (দুইটী অণুযুক্ত) উৎপত্তির সময় কি কারণে পরমাণুর সংযোগ ঘটে? অনন্তর কিরূপে নিরবয়ব পরমাণুদ্বয় মিলিত হয়? কারণ সংযোগের একদেশবৃত্তিত্বই নিয়ম। কিরূপে দ্ব্যনুক কারণ পরমাণুদ্বয় হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন হয়? কারণ কারণাবয়বের অতিরিক্ত অবয়ব কার্য্যে উপলব্ধি হয় না। পরমাণুনিষ্ঠ পরিমাণ হইতে দ্ব্যনুক ত্র্যনুক সদৃশ মহৎ হয় না কেন? অর্থাৎ পরমাণু কল্পনার কি প্রয়োজন? আবার পরমাণুই বা কিরূপ নিত্য ও নিরবয়ব হয়? দৃশ্যদ্রব্যের সাবয়বত্ব অনিত্য। এই নিয়মে মূর্ত্তদ্রব্যমাত্রই অনিত্য। সুতরাং পরমাণু কিরূপে নিত্য হয়? ২১ (১৩ টিপ্পনি)

বাহ্যং ভোগ্যং প্রজল্পন্ ক্ষণিকমনুচয়ং ভোক্তৃসংঘাত মন্তঃ
স্কন্ধানাং পঞ্চকং চেদৃশমিতি সুগতঃ পৃচ্ছ্যতাং বেদবাহ্যঃ।
কিং তে মানান্তরেণ প্রমিতমিদমুত প্রৌঢ়িরেষা ত্বদীয়া
কিংবা মোহাৎ প্রলাপঃ কিমথ জড় জগদ্বিপ্রলিপ্সা কুবুদ্ধে ॥২২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদি বৌদ্ধমতং তিরস্করোতি ত্রিভিঃ, বাহ্যেতি—

সুগতঃ বুদ্ধঃ ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা পৃচ্ছ্যতাম্ কীদৃশঃ বেদবাহ্যঃ বেদবিরোধী

পুনঃ বাহ্যম্ শরীরাদ্বহিঃ স্থিতম্ সর্বভূতভৌতিকম্ ক্ষণিকম্ উৎপত্তিক্ষণমাত্র স্থায়িনম্ অয়ুচয়ম্ ভূতচতুষ্টয়পরমাণুরাশিরূপম্ ভোগ্যং প্রজল্পন্ তথা অন্তঃ শরীরান্তঃ ঈদৃশম্ বাহ্যবৎ ক্ষণিকম্ স্কন্ধানাম্ রূপ ১ বিজ্ঞান ২ বেদনা ৩ সংজ্ঞা ৪ সংস্কারাখ্যানাম্ সবিষয়েন্দ্রিয়া ১ হঙ্‌কারেন্দ্রিয় নির্বিকল্প জ্ঞান ২ সুখদুঃখজ্ঞান ৩ সবিকল্পজ্ঞান ৪ রাগদ্বেষ ধর্মাধর্মাদিরূপাণাম্ পঞ্চকম্ ভোক্তৃসংঘাতং চ ভোক্তৃসমুদায়ং চ প্রজল্পন্ হে জড় হে কুবুদ্ধে তে তব মানান্তরেণ প্রত্যক্ষাদ্যন্য-মানেন ইদম্ ক্ষণিকত্বাদি প্রমিতম্ নিশ্চিতম্ কিম্ উত অথবা এষা ক্ষণিকত্বাদি-কল্পনা ত্বদীয়া প্রৌঢ়িঃ ত্বদ্‌বুদ্ধি বৈভবম্ কিংবা এষঃ ত্বদীয়ঃ প্রলাপঃ ব্যর্থংবচঃ মোহাৎ ভ্রান্ত্যা কিমথ কিংবা জগদ্বিপ্রলিপ্সা জনবঞ্চনেচ্ছা অকারণদ্বেষাদ্বেদ-মার্গাদ্ ভ্রংশনায় জনমনোরঞ্জনায়া প্রমাণিককল্পনেতি ভাবঃ ॥ ২২

শ্লোকার্থ। ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতেছেন।

বেদবিরোধী বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি, শরীরের বাহিরে স্থিত ও উৎপত্তি ক্ষণমাত্র স্থায়ী ভূত চতুষ্টয় পরমাণুরাশিরূপ ভোগ্যদ্রব্য কল্পনা করিয়া এবং শরীরভ্যন্তরে বাহ্যবৎ ক্ষণিক পস্কন্ধ রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার এবং পঞ্চ ভোক্তৃসংঘাত সবিষয় ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কারেন্দ্রিয় নির্বিকল্পকজ্ঞান, সুখদুঃখজ্ঞান, সবিকল্পকজ্ঞান এবং রাগ দ্বেষ,, ধর্ম্মাধর্মাদিরূপ কল্পনা করিয়া হে জড়, হে কুবুদ্ধে, তোমার ক্ষণিকত্বাদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় কি? অথবা ক্ষণিকত্বাদি কল্পনা তোমার বুদ্ধি বৈভব অথবা মোহ বশে এই প্রলাপ অথবা লোক বঞ্চনের জন্য এই কল্পনা!

অকারণ দ্বেষ হেতু লোককে বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করার জন্য এই অপ্রামাণিক কল্পনা ২২। (১৪ টিপ্পনি)

সংঘীভাবঃ কথং বা চলন বিরহিণাং ভঙ্গুরাণামণূনাং
সংধোনন্যঃ কথং বা বিষয়পদমিয়াৎকশ্চ সংঘং বিধত্তে।

স্কন্ধানাং সন্নিপাতঃ কথমিব কিয়তাং ভোক্তৃতা কা চ ধারা
কস্যাস্তাং ভোগমোক্ষৌ বদ জড় সফলং কেন বা দর্শনং তে ॥২৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

চলনবিরহিণাম্ কারণাসংভবাৎ ক্রিয়ারহিতানাম্ ভঙ্গরানাম্ ক্ষণিকত্বেন ক্রিয়োৎপত্তিক্ষণাস্থায়িনাম্ অণুনাম্ কথম্ বা কেন প্রকারেণ চ দেহাদিরূপেণ সংঘীভাবঃ বা পুনঃ ত্বন্মতেণুভ্যঃ অনন্যঃ অভিন্নঃ সংঘঃ দেহাদিরূপ পরমাণুরাশি বিষয়পদম্ কথম্ ইয়াৎ অণুনামিন্দ্রিয় বিষয়ত্বা যোগ্যত্তয়া ইন্দ্রিয়গোচরত্বং কথং প্রাপ্নুয়াৎ চ পুনঃ তন্মতে দেহাদিসংঘাতাতিরিক্ত চেতনস্য কস্যচিদভাবাৎ ভূত ভৌতিক সংঘম্ কঃ বিধত্তে কঃ করোতি স্কন্ধসংঘঃ করোতীতি ন স্কন্ধানাং সন্নিপাতঃ সংঘঃ কথমিব কেন প্রকারেণেব এতৎসংঘোপি কর্ত্রন্তরাপেক্ষা তুল্যেবেতি ভাবঃ কিংচ ত্বন্মতেসমুদায়স্যাবয়বানন্যত্বেন পঞ্চসু কিয়তাং ভোক্তৃতা কর্তৃতেতি যাবৎ অহমাকার বিজ্ঞানধারাস্কন্ধস্য কর্তৃতেত্যপি ন, ধারা চ কা ধারাপি কা ক্ষণিকবিজ্ঞানমেব তথা চ ক্ষণান্তরাস্পর্শিত্বেন কথং সা কর্ত্রী ভোক্ত্রী বা এবং চ ভোগমোক্ষৌ কস্য স্তাম্ স্থায়িভোগ মোক্ষেচ্ছাকর্ত্তুরভাবেন ন কস্যাপি তথা চ হে জড় ত্বম্ বদ কথয় তে তব দর্শনম্ শাস্ত্রম্ কেন বা কেন ফলেন প্রকারেণ বা সফলম্ ॥ ২৩

শ্লোকার্থ। ক্রিয়ারহিত ও উৎপত্তিক্ষণ মাত্র স্থায়ী পরমাণু সমূহ কিরূপে দেহাদিরূপ ধারণ করে? পরমাণু হইতে অভিন্ন দেহাদিসংঘ পরমাণুরাশি কি প্রকারে ইন্দ্রিয়গোচর হয়? পঞ্চস্কন্ধের সংঘসংহতি কেই বা নির্ম্মাণ করে? কর্ত্তা ব্যতীত স্কন্ধ-সংঘ কিরূপেই বা সম্ভব হয়? তোমার মতে সংহতির অবয়ব পরমাণু হইতে অনন্য বলিয়া পঞ্চ স্কন্ধের কর্তৃত্ব কি পরিমাণ? তোমার অহমাকার বিজ্ঞান-ধারাই বা কি?

ভোগ ও মোক্ষই বা কাহার হয়? হে নির্বুদ্ধে, বল তোমার দর্শনশাস্ত্র কিরূপে সফল? ২৩ (১৫ টিপ্পণি)

নাবিদ্যাদি প্রবৃত্তের্দ্বিবিধ-সমুদয়স্তে যদেকৈকসন্নাঃ
নশ্যন্নুৎপাদনেন প্রভবতি কিমরে হেত্বসংবন্ধি কার্যম্।
তচ্চেন্নির্হেতুকং স্যাৎ করণবিফলতাস্ব প্রতিজ্ঞা-বিরোধৌ
ত্রৈবিধ্যং চাপ্যভাবে কথমিতি বিতথো বুদ্ধবন্ধোঃ প্রলাপঃ ।।২৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

দ্বিবিধসমুদয়ঃ উক্তভোক্তৃভোগ্যসমুদায়ঃ অবিদ্যাদিপ্রবৃত্তেঃ কার্য্যকারণভাবেন অবিদ্যাদীনাং নিরন্তর প্রবৃত্তেঃ হেতোঃ ন স্যাৎ কুতঃ যৎ যস্মাৎ তে অবিদ্যাদয়ঃ একৈকসন্নাঃ একৈকস্মিন্নষ্টাঃ একৈকোৎপত্তিহেতুত্বেপি কথংচিৎ ক্ষণিকানামুৎপন্নানেকসংঘীভাবেন হেতুতা একৈককার্য্যোৎপত্তিক্ষণ এব নষ্টত্বাদিতিভাবঃ বস্তুতস্তু উৎপত্তাবপি ন হেতুত্বম্ যস্মাৎ নশ্যন্ স্বয়ং বিনশ্যন্পদার্থঃ উৎপাদনে ন প্রভবতি স্ববিনাশক্ষণে কার্যোৎপাদনে ন সমর্থোভবতি কার্যেণাসংবন্ধাদিতি ভাবঃ ইষ্টত্বেত্বাহ অরে কিংকার্য্যম্ হেত্বসংবন্ধি কারণসংবন্ধং বিনা ন কিংচিৎ কার্য্যমিতি ভাবঃ চেৎ যদি তৎ কার্যম্ নির্হেতুকম্ কারণসম্বন্ধং বিনৈবস্যাৎ উৎপদ্যেত তর্হি করণ বিফলতা স্ব প্রতিজ্ঞা বিরোধৌ স্যাতাম্ বিনৈব কারণং কার্যোৎপত্তি প্রসঙ্গেন তত্তৎকার্য্যং প্রতিলোকেঙ্গীকৃত তত্তৎকারণানাম্ বিফলতা তথা চতুর্বিধান্ হেতূনপ্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্ত ইতি স্বত্রস্বপ্রতিজ্ঞাবিরোধঃ চ পুনঃ স্বমতে অভাবে ত্রৈবিধ্যমপি কথম্ অভাবস্যাবস্তুত্বেনাঙ্গীকারাৎ কারণাদিকিংচিৎ সম্বন্ধস্য তত্রাসত্ত্বেন বিশেষস্য দুর্নিরূপ্যত্বাদিতিভাব ইতি উক্তপ্রকারেণ বুদ্ধবন্ধোঃ কুৎসিতবুদ্ধস্য প্রলাপঃ বিরুদ্ধানেকবাদঃ বিতথঃ ন সম্যক॥ ২৪

শ্লোকার্থ। ভোক্তৃ-ভোগ্য সমুদয় কেবল মাত্র কার্য্যকারণরূপে অবিদ্যাদির নিরন্তর প্রবৃত্তিহেতু হয় না। কারণ তোমার মতে অবিদ্যাদি একৈক কার্য্যোৎপত্তিক্ষণে বিনষ্ট হয়। স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া কোন পদার্থই স্ববিনাশক্ষণে

কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না। রে মূঢ়, কোন কার্য্য, কারণ সম্বন্ধ শূন্য হয়? যদি কার্য্য কারণ হীন হয়, তাহা হইলে ইহলোকে অঙ্গীকৃত কার্য্যের কারণ বিফল হয় এবং তোমার প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয়। পুনঃ তিন প্রকার অভাবই বা কেন? কুৎসিৎ বুদ্ধির এইরূপ প্রলাপ মিথ্যা। ২৪ (১৬ টিপ্পণি)

নাপোহ্যং মানসিদ্ধং কথমিব বিবিধং জ্ঞানমর্থাপলাপে
বাধোর্থানাং ন দৃষ্টো বহিরিতি চ পদং নপ্রসিদ্ধার্থমৃচ্ছেৎ।
বেদ্যা বিজ্ঞান ভেদাঃ কথমথ বিবিধা বাসনা বা কুতঃ স্যুঃ
কিঞ্চ প্রাগুক্তদোষাঃ ক্ষণিকচিতিহতস্তেন বিজ্ঞানবাদঃ ॥২৫
নাভাবাদ্ভাবজন্ম ক্বচিদপি কলিতং নির্বিশেষাদ্বিচিত্রং
ন স্যাত্তেনানুবিদ্ধে.হ্যসদসদিতি চ প্রত্যয়ঃ স্যাদশেষে
কেনাভাব প্রথা তে কিমিতি ন সকলং সর্বতঃ স্যাদভীষ্টং
সর্বেষাস্যাদযত্নং কিমিতি জড় ভবানাত্মঘাতে প্রবৃত্তঃ ॥২৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

স্বপ্নবদ্বিনাপি বাহ্যার্থং সর্বাকারজ্ঞানেনৈবাখিল ব্যবহার সিদ্ধে বাহ্যার্থোৎপত্ত্যনুপপত্তেশ্চ বিজ্ঞানৈকবাদিনো বুদ্ধস্য মতং খণ্ডয়তি, নেতি—

মানসিদ্ধম্ প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং বাহ্য ঘটাদি বস্তু নাপোহ্যম্ নাস্তীতি বাচ্যম্ ন কিংচ অর্থাপলাপে বাহ্যার্থাস্বীকারে জ্ঞানম্ বিবিধং কথমিব নানাকারং কথমিব স্যাৎ বিষয়বৈচিত্র্যাতন্ত্রত্বাত্তস্য স্বপ্নে ইব বাসনা বৈচিত্র্যাজ্জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি চেৎ অর্থানাং জাগ্রৎপদার্থানাম্ বাধো ন দৃষ্টঃ তথা সতি স্বাপ্নানামিব বাধঃ স্যাৎ চ পুনঃ বহিঃ ইতি পদম্ প্রসিদ্ধার্থম্ প্রসিদ্ধং কংচিদর্থম্ ন ঋচ্ছেৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ নিরালম্বমেব বহিঃ পদং স্যাৎ কিংচ বিজ্ঞানভেদাঃ জ্ঞানানাং ব্যাবৃত্তয়ো বৈলক্ষণ্যাদীতি চ কথং বেদ্যাঃ জ্ঞাতুং শক্যাঃ জ্ঞানানাং ক্ষণিকত্বাৎ স্থায়িজ্ঞাত্রন্তরাভাবাৎ অথ জ্ঞানরূপাখিলপদার্থা ইত্যঙ্গীকারানন্তরমপি বিবিধাঃ বাসনা বা বাসনা এব কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ স্যুঃ জ্ঞানানাং হেতুত্বেত্তো-

স্যাশ্রয়াদয়ঃ হেতুভূত বাহ্যার্থো নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ কিংচ ক্ষণিকচিতি ক্ষণিক বিজ্ঞানে প্রাগুক্তদোষাঃ অনন্তর পদ্যোক্তদোষাঃ ক্ষণিকানাং কারণত্বানুপপত্ত্যাদয়ঃ স্যুঃ তেন হেতুনা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদঃ হতঃ বিনষ্টঃ ॥ ২৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অভাবাজ্জগদুৎপদ্যতে শূন্যাদেবেতি মতং খণ্ডয়তি, নেতি—

ক্বচিদপি কুত্রাপি অভাবাৎভাবজন্মভাব পদার্থোৎপত্তিঃ ন কল্পিতম্ ন জ্ঞাতম্ তথা সতি খপুষ্পাদেরপি শস্যাদি স্যাদিতিভাবঃ কিং চ নির্বিশেষাৎ একবিধ শূন্যরূপাভাবাৎ বিচিত্রম্ নানাবিধজগৎকার্যম্ ন স্যাৎ কিং চ কার্যকারণান্বিতং ভবতি তথা চ তেন অভাবেন অনুবিদ্ধে অন্বিতে অশেষে সর্বস্মিম্ জগতি হিঃ প্রসিদ্ধৌ যদ্যদন্বিতং তত্রতৎপ্রত্যয়ঃ প্রসিদ্ধঃ তথাচ অসৎ অসৎ ইতি চ ইত্যেব প্রত্যয়ঃ স্যাৎ কিংচ তে তব অভাবপ্রথা অভাবরূপ কারণস্য প্রসিদ্ধিঃ কেন অবস্তুনীন্দ্রিয়াদ্য সম্বন্ধেন ন কেনাপি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন তৎপ্রসিদ্ধিরিতিভাবঃ কিংচ সামান্যাভাবরূপকারণস্য সর্বত্রসত্বাৎ সকলং সর্বং কার্য্যম্ সর্বতঃ সর্বত্র কিমিতি ন স্যাৎ কিংচাভাবস্য সুলভত্বাৎ অযত্নম্ যত্নং বিনৈব সর্বেষাম্ অভীষ্টম্ স্যাৎতস্মাৎ হে জড় আত্মঘাতে স্বনরকহেত্বসদুপদেশে ভবান্ কিমিতি কথম্ প্রবৃত্তঃ ॥ ২৬

শ্লোকার্থ। যাহা প্রমাণ সিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাহ্যবস্তু স্বীকার না করিলে নানাকার বিশিষ্ট জ্ঞানই বা কিরূপে সম্ভব? বাহ্যবস্তু উপলব্ধির কোন বাধাও দেখা যায় না। তোমরা যে 'বহির্বদ্ অবভাসতে' অর্থাৎ বহিস্থিত বস্তু তুল্য দেখায় বল, বাহিরে কোন আলম্বন না থাকিলে সেই বহি শব্দও অর্থহীন হয়। ঘট, পট ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানারূপ ভেদই বা কি প্রকারে হইতে পারে? যদি বাসনাকেই এইরূপ অনুভবের মূল কারণ বল, তাহা হইলে সেই বাসনাই বা কোথা হইতে আসে? চিত্তের ক্ষণিকতা স্বীকার করিলে উক্ত দোষ সমূহ উপস্থিত হয় এবং বিজ্ঞান বাদও বিনষ্ট হয়। ২৫ (১৭ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। অভাব হইতে ভাবের এবং নির্বিশেষ কিছু হইতে বিশিষ্ট গুণাদিযুক্ত বিচিত্র পদার্থের কখনই উৎপত্তি হয় না। যদি সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ শূন্যরূপ অসৎ সহিতই অন্বিত হয়, তাহা হইলে এই সমস্তই অসৎ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। অভাবের প্রতীতিই বা কে করিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্ভব? অভাব হইতেই সকলের উৎপত্তি হইলে যে কোন কালে ও দেশে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইত এবং বিনা যত্নেই সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন হইত। অতএব হে জড়বুদ্ধি, তুমি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? ২৬

(১৮ টিপ্পণি)

নৈকোর্থঃ সপ্তধা স্যাদ্ভবতি যদি ভবেৎ সাপ্তবিধ্যং চ তদ্বৎ
জীবা জীবাদয়োর্থাঃ কিমিতি চ ন তথাস্যাজ্জগচ্চাব্যবস্থম্।
সন্দেহঃ স্যাদ্বিরোধাদবধৃতিরথ তে বন্ধ মোক্ষাব্যবস্থা
সর্বানৈকান্ত্যবাদো গত বসন ততো ভাতিমত্তপ্রলাপঃ ॥২৭
এবং হৈরণ্যগর্ভাদ্যুদিতমপি জগৎ কারণং নাদরার্হং
যস্মাৎ কস্য প্রসূতিঃ শ্রুতিভিরধিগতা ক্লৃপ্তমায়ুর্মিতং চ।
অস্য জ্ঞানাদি যোগং গময়তি চ যতো ব্রহ্মতো ব্রহ্মবাণী
তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব মায়াশবলিতং মুচিতং শ্রৌতমেকং নিদানম্ ॥২৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সদৈক স্বভাবাদর্শনেন সর্বে পদার্থাঃ সপ্ত স্বভাবাঃ স্যাদস্তি ১ স্যান্নাস্তি ২ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৩ স্যাদবক্তব্যঃ ৪ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি স্যাদিতি কথং চিদর্থকঃ ইত্যাদি চ দিগম্বর-মতং খণ্ডয়তি, নৈক ইতি—

একোর্থঃ ঘটাদ্যেকপদার্থঃ সপ্তধা ন স্যাৎ বিরুদ্ধ ধর্মানাংকথঞ্চিদেকত্র সমাবেশেপি ধর্মভেদাদিতি ভাবঃ যদি সর্ববস্তুনৈকান্তম্ ভবতি তর্হি সাপ্তবিধ্যং

চ সপ্তবিধত্বমপি তদ্বৎ ভবেৎ ঘটাদিবদনৈকান্তং ভবেৎ তথা চ ভগ্নস্তে নিয়ম : চ পুনঃ জীবাঽজীবাদয়ঃ অর্থাঃ তথা সপ্তবিধাঃ কিমিতি ন ভবেয়ুঃ ইষ্টাপত্তৌ তু জগৎ চাৎ শাস্ত্রম্ অব্যবস্থম্ স্যাৎ অয়ং জীবোয়মজীবঃ ইদমিষ্টসাধনমিদমনিষ্ট-সাধনমিতি নিয়মস্য সপ্তভঙ্গী ন্যায়েন ভঙ্গাৎ কিংচ তে তব অবধৃতিঃ স্বশাস্ত্রীয় নিশ্চয়ঃ সন্দেহঃ স্যাৎ সন্দেহ রূপ এব স্যাৎ কস্মাৎ বিরোধাৎ নিশ্চয়েপি সপ্ত প্রকার ন্যায়াবতারেণ বিরুদ্ধ সপ্ত কোট্যবগাহি ত্বান্নিশ্চয়স্য অথ অনন্তরম্ উক্ত প্রকারেণ বন্ধমোক্ষাঽব্যবস্থা স্যাৎ ততঃ তস্মাৎ হে গতবসন বস্ত্রহীন সর্বা-নৈকান্ত্যবাদঃ মত্তপ্রলাপঃ ভাতি মত্তপ্রলাপ ইব নিরর্থকোমুপাদেয়ো ভাতীতি ভাবঃ ॥ ২৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

হৈরণ্যগর্ভমতং খণ্ডয়তি, এবমিতি—

এবম্ নৈয়ায়িকাদ্যভিমতকেবল নিমিত্তকারণবৎ হিরণ্যগর্ভোপাসকাদি কথিতমপি জগৎ কারণং হিরণ্যগর্ভাদি আদরার্হম্ আদরযোগ্যং ন কস্মাৎ যস্মাৎ শ্রুতিভিঃ কস্য ব্রহ্মণঃ প্রসূতিঃ উৎপত্তিঃ অধিগতা নিশ্চিতা তথা পুরাণাদৌ মিতম্ দ্বি পরার্দ্ধ সংমিতম্ আয়ুশ্চ ক্ল‍ৃপ্তম্ নিরূপিতম্ হিরণ্যগর্ভোপি কার্যমেবেতি ভাবঃ চ পুনঃ যতঃ যস্মাৎ ব্রহ্মবাণী বেদঃ অস্য কার্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানাদিযোগম্ জ্ঞান-শক্ত্যাদেঃ সম্বন্ধম্ প্রাপ্তিম্ ব্রহ্মতঃ ঈশ্বরাৎ গময়তি বোধয়তি তস্মাৎ শ্রৌতম্ শ্রুতেকগম্যম্ একং অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মৈব মায়াশবলিতম্ অধ্যস্ত মায়াযোগিনিদানম্ জগদাদিকারণম্ উচিতম্ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। একই বস্তু কখনও সপ্তবিধ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সেই সপ্তবিধত্বও আবার সপ্তবিধ হইবে। যদি তোমাদের মতই সত্য হয়. তাহা হইলে তোমাদের স্বীকৃত জীব অজীব প্রভৃতি সপ্ত প্রকার পদার্থও আবার সপ্তপ্রকার হইবে না কেন? যদি তাহাই হয় অর্থাৎ জীবাদিও সপ্তবিধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সন্দেহ হইতে

যে বিরোধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে কোন নিশ্চয়ই হয় না এবং বন্ধ ও মোক্ষ অব্যবস্থ হয়। অতএব হে জৈনধর্মী দিগম্বর, তোমার অনৈকান্তবাদ মত্তব্যক্তির প্রলাপ সদৃশ মনে হয়। ২৭ (১৯ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে যে জগৎ কারণ বলা হয়, তাহাও সমাদর যোগ্য নহে। কারণ, শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভেরও উৎপত্তি এবং স্মৃতিতে তাঁহার পরিমিত আয়ুও বর্ণিত হইয়াছে, বেদ বাক্য হইতে ইহাও জানা যায় যে ব্রহ্মই তাঁহাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। অতএব শ্রুতি কর্তৃক ঘোষিত মায়া রঞ্জিত ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ২৮ (২০ টিপ্পণি)

কশ্চিদ্দুঃখী স্বজন্ম প্রভৃতি সুখযুতশ্চাপরঃ কস্য হেতোঃ
কস্মাদাদ্যা প্রবৃত্তিস্তনুরপি চ কুতঃ কিং ন বেত্তি প্রমীতঃ।
স্বাভাব্যং হেতুসাম্যে সমমিতি বিদিতং দীপবীজাঙ্কুরাদৌ
বৈষম্যং কর্মজন্যং যদি গদসি জনৈঃ পূর্বমধ্যাত্মসিদ্ধিঃ ॥২৯
মানং প্রত্যক্ষমেকং যদি কথয় কথং ভাষিতং তে প্রমাণং
সম্ভাব্যার্থং সদোষং যদি তদপি বলী কিং ন বেদো বিদোষঃ।
ন হ্যধ্যক্ষং বিনার্কৈর্ন চ তব সুগমা মানতাধ্যক্ষমাত্রে
জ্ঞানং নান্যস্য বোদ্ধুং প্রভবতি চ ভবাংস্তেন মিথ্যা প্রলাপী ॥৩০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ দেহাত্মবাদিমতং খণ্ডয়তি, কশ্চিদিত্যাদি চতুর্ভিঃ—

স্বজন্মপ্রভৃতি স্বজন্মকালাদারভ্য কশ্চিদ্দুঃখী অপরশ্চ অন্যশ্চ সুখযুতঃ সুখী কস্য কস্মাৎ হেতোঃ তথা আদ্যা প্রথমা স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিঃ কস্মাৎ হেতোঃ চ পুনঃ তনুরপি শরীরমপি কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ তথা প্রমীতঃ মৃতঃ কিংন বেত্তি কথং ন জানাতি শরীরাত্মাত্বস্যৈবস্বভাব এব বিচিত্রদুঃখাদিহেতুরিতি চেৎ হেতুসাম্যে কারণ সমত্বে স্বাভাব্যম্ স্বভাবভাবঃ নিজধর্মবত্বম্ সমম্ ভবতি ইতি দীপবীজাঙ্কুরাদৌ বিদিতম্ প্রসিদ্ধম্ তৈলাদিহেতুসাম্যে সর্বদীপানাং

প্রকাশনত্বাদি স্বভাব্যং সমম্ তথা বীজাদিহেতুসাম্যে ব্যক্তিবিশেষত্বাদি বীজাঙ্কুরাণাম্ হেতুবৈষম্যে তু স্বভাব্য বৈষম্যম্ তথা চ ন বৈচিত্র্যে হেতুঃ স্বভাব ইতি ভাবঃ যদি বৈষম্যম্ সুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যম্ কর্মজন্যম্ গদসি বদসি ত্বম্ তর্হি জনেঃ শরীরোৎপত্তেঃ পূর্বমপি আত্মসিদ্ধিঃ শরীরোৎপত্তি সময়ে তাদৃশ কর্মণামসংভবেন স্বদৃষ্টরূপ প্রাচীনকর্মকর্তৃশরীরাতিরিক্ত নিত্যাত্মসিদ্ধির্বলাৎ সিদ্ধেতি ভাবঃ ।। ২৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

আত্মাদিনিশ্চয়ে যদিত্বন্মতে প্রত্যক্ষম্ একম্ মানম্ প্রত্যক্ষরূপমেকমেব প্রমাণম্ তর্হি তে তব ভাষিতম্ বচনম্ কথম্ প্রমাণম্ ইতি ত্বম্ কথয় প্রত্যক্ষাতিরিক্তং হি বাক্যম্ স্যাদেতৎ সদোষম্ ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবৎ পুরুষজন্যত্বদোষসহিতম্ তদপি ত্বদ্ভাষিতমপি যদি সম্ভাব্যর্থম্ নিশ্চিতার্থকং প্রমাণমিতি যাবৎ তর্হি বিদোষঃ অপৌরুষেয়ত্বেনোক্তদোষশূন্যঃ বেদঃ কিম্ বলী ন প্রমাণং ন কিন্তু প্রমাণমেব কিঞ্চ অনুমানমানমবশ্যমঙ্গীকার্য্যম্ হিয়তঃ অক্ষৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা অধ্যক্ষম্ প্রত্যক্ষম্ ন সিধ্যতি ইন্দ্রিয়ানিত্বনুমেয়ান্যেবেতি ভাবঃ তৎ অধ্যক্ষমাত্রে প্রত্যক্ষে এব মানতা প্রামাণ্যম্ তব ন সুগমা নৈব সুলভা কিঞ্চ কেবল প্রত্যক্ষ বাদী। ভবান্ অন্যস্য পুরুষস্য জ্ঞানম্ জ্ঞানেচ্ছাদি.বান্ধ.ম্ জ্ঞাতুম্ ন চ প্রভবতি নৈব সমর্থো ভবতি পরেচ্ছাদীনাং চেষ্টাদিনানুমেয়ত্বাৎ তেন উক্তসর্বহেতুনা ভবান্ মিথ্যাপ্রলাপী মিথ্যাবদনশীলঃ ।। ৩০

শ্লোকার্থ। জন্ম কাল হইতেই কেহ দুঃখী, কেহ বা সুখী হয়। ইহার কারণ কি? শরীরের উৎপত্তি কিসে হয় এবং জন্মক্ষণমাত্র হইতেই শিশুর স্তন্য পানাদির প্রথম চেষ্টাই বা কোথা হইতে আসে? মৃতব্যক্তি কিছু জানিতে পারে না কেন? যদি স্বভাবই ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে সর্ব ক্ষেত্রেই হেতু সমান বলিয়া দীপ হইতে অন্য দীপ, বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে পুনঃ বীজের উৎপত্তি যেরূপ সর্বত্রই সমান হয়, তদ্রূপ সমস্ত মানুষই একপ্রকার হইত।

ভিন্ন ভিন্ন কর্মের ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে জন্মগ্রহণের পূর্ব হইতেই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ২৯ (২২ টিপ্পণি)।

শ্লোকার্থ। যদি প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার উক্তিই বা কিরূপে প্রমাণিত হয়? যদি বল, মদীয় উক্তির সত্যতার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সম্ভাবনা নিশ্চয় নহে, উহাতে কিছু সংশয় থাকিয়া যায় বলিয়া তোমার উক্তি দোষযুক্ত। এরূপ অবস্থায় দোষ মুক্ত বেদবাক্যের প্রমাণই বা বলবান্ হইবে না কেন? ইন্দ্রিয় ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। অতএব প্রত্যক্ষকেই প্রমাণরূপে স্থাপন করাও তোমার পক্ষে সুকর নহে। অনুমানাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যের জ্ঞানেও তুমি বুঝিতে পার না। অতএব একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া তুমি নিজে মরিয়াছ, এবং মিথ্যাই প্রলাপ করিতেছ। ৩০ (২২ টিপ্পণি)

গৌরঃ স্থূলো যুবাহং পটুরিতি চ তনাবাত্মবুদ্ধির্জনানাং
স্বাভাব্যা দেবসিদ্ধেত্যধিগম যদিদং নিষ্ফলং দর্শনং তে।
বেদদ্বেষাৎ প্রবৃত্তং যদি বত নতরাং দ্বেষমূলং প্রমাণং
দৈবাম্নষ্টস্ত্বমেকঃ কিমিতি শঠ পরান্ হন্ত হন্তুং প্রবৃত্তঃ ॥৩১
রেতো রক্তপ্রসূতং জড়মশনচিতং ষড় বিকারং ত্বগস্থি—
স্নায়ুক্রব্যান্ত্রমজ্জারুধিরময়মতি স্বল্প মাধ্যাময়াঢ্যম্।
প্রাণায়ামে মৃদাদিপ্রতিমমপি চ বিট্কীটভস্মাবশেষং
দেহং তং মূঢ় কস্মাদহমিতি মনুষে কেন বা বঞ্চিতোসি ॥৩২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

কিঞ্চ জনানাম প্রাণিনাম গৌরঃ স্থূলঃ যুবা চ পুনঃ পটুঃ কুশলঃ অহম্ ইতি ইত্যাকারা তনৌ শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ স্বভাব্যাৎ স্বভাবাৎ এব সিদ্ধা ইতি অস্মাৎ হেতোঃ ইদম্ স্বভাবসিদ্ধ দেহাত্মত্বম্ অধিগময়ৎ বোধয়ৎ তে তব দর্শনম্ শাস্ত্রম্

নিষ্ফলম্ স্বদর্শনম্ যদি বেদ দ্বেষাৎ প্রবৃত্তম্ তর্হি বতেতি খেদে দ্বেষমূলম্ অতঃ প্রমাণম্ নতরাং কথমপি প্রমাণং ন স্যাৎ তস্মাৎ হে শঠ বঞ্চক দৈ বাৎ অশুভপ্রারব্ধাৎ একঃ ত্বম্ নষ্টঃ বিপরীতবুদ্ধির্জাতঃ পরন্তু হন্তেতি খেদে পরান্ অন্যান্ হন্তুম্ শাস্ত্ররচনয়া বেদবিরুদ্ধমতীন্ কর্তুম্ কিমিতি কিমর্থং প্রবৃত্তঃ ॥ ৩১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

হে মূঢ় ত্বম্ তুচ্ছত্বেন প্রসিদ্ধং দেহং কস্মাৎ হেতোঃ অহম্ ইতি ত্বম্ মন্যসে আত্মত্বেনাঙ্গীকরোষি ন তু গ্লানিমিতি ভাবঃ অবশ্যং মূঢ়ত্বাৎ কেন বা কেনাপি বঞ্চিতঃ ত্বম্ অসি দেহম্ কীদৃশং রেতোরক্তপ্রসূতম্ পিত্রোর্ধাতুভ্যামুৎপন্নম্ জড়ম্ অশনেন অন্নাদি ভক্ষণেন চিতম্ বৃদ্ধম্ ষড়্বিকারম্ জায়তে ইত্যাদিষড়্-বিকারযুতম্ ত্বক্ চর্ম অস্থি স্নায়ু নাড়ী ক্রব্যমাংস অন্ত্রমালাকারমলাদ্যাশয়বিশেষ মজ্জা অস্থ্যন্তঃ সংসক্ত রসরুধিরময়ম্ এতৎ প্রচুরম্ অতিস্বল্পম্ আধ্যাত্মময়াঢ্যম্ মানসশরীর দুঃখযুতম্ প্রাণাপায়ে প্রাণবিয়োগে মৃদাদিপ্রতিমম্ মৃৎপিণ্ডা-দিতুল্যম্ অপি চ কিঞ্চ বিট্ কীটভস্মাবশেষম্ মৃত্যবনন্তরম্ ভক্ষণবহুকালস্থিতি-দাহৈর্মলকৃমিভস্মরূপেণাবশিষ্যমানম্ পরিণতম্ ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। মানুষ যে আমি গৌর, আমি স্থূল, আমি যুবা, আমি পটু ইত্যাদি রূপে স্বীয় শরীরেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, স্বভাবতই তাহা সিদ্ধ। ইহা সত্য হইলে তোমার শাস্ত্র নিষ্ফল। আর যদি বেদের প্রতি দ্বেষ বশতঃ এই রূপ বল, তাহা হইলে তোমার বিদ্বেষ মূলক উক্তি প্রমাণ রূপে গণ্য হইতে পারে না। ওহে শঠ, দৈব বলে প্রারব্ধবশে তুমি একাই মরিয়াছ। অন্যের সর্বনাশ করিবার জন্য তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? ৩১ (২৩ টিপ্পনি দেখুন)

শ্লোকার্থ। শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন, জড়, খাদ্যবস্তুর দ্বারা পরিপুষ্ট, ষড়বিধ বিকার সমন্বিত, চর্ম-অস্থি-স্নায়ু-মাংস-অন্ত্র-মজ্জা-শোণিত দ্বারা গঠিত, অতিক্ষুদ্রায়তন ও তুচ্ছ, নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক পীড়াদ্বারা প্রপীড়িত, প্রাণ বায়ু উৎক্রান্ত হইলে মৃত্তিকাদি তুল্য, যে দেহের অন্তে বিষ্ঠা, কীট ও

ভস্মমাত্র পড়িয়া থাকে, ওহে মূঢ়, তাহাকেই কেন "আমি" বলিয়া মনে করিতেছ? তোমাকে কেইবা এরূপ প্রতারিত করিল? ৩২ (২৪ টিপ্পণি)

খানামাত্মত্ববাদে প্রতিনিয়তগতৌ স্বামিনানাত্বদোষাৎ
দেহোন্মাথপ্রসঙ্গঃ সমুদিতবিষয়ে ত্বন্ধমূকাম্রিয়েরন্।
উক্তির্দৃষ্টশ্রুতানামপি চ ন ঘটতে নাপি সংঘো নিরূপ্যঃ
স্বপ্নদ্রষ্টৈব নস্যাচ্ছয়নমরণয়োর্নির্বিশেষাদ্ভয়ং স্যাৎ ॥৩৩

প্রাণো নাত্মা জড়ত্বাদশনসিততয়া বৃত্তিলাভাৎসুষুপ্তা
বেতস্মিন্ সঞ্চরত্যপ্যহমচল ইতি প্রত্যয়াদন্বয়ত্বাৎ।
স্রষ্টা স্বোৎক্রান্তয়েস্যা মরণমপি ধ্রুতের্জীবশংকাভিধেয়ঃ
তস্মাদন্যোঽস্তি রক্ষন্ স্বনিলয়মমুনা দীপ্তিমানেকহংসঃ ॥৩৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

খানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্ববাদে আত্মত্বোক্তৌ দেহোন্মাথ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ কস্মাৎ প্রতিনিয়তগতৌ প্রতীন্দ্রিয়ম্ আত্মত্বস্য নিশ্চিতপ্রাপ্তির্যত্র তত্র পক্ষে স্বামিনানাত্বদোষাৎ বহুস্বামিভিঃ স্বস্বকার্যায়ভিন্নদেশেম্বাকৃষ্ট উন্মথ্যত এবৈকো লোকে সমুদিতবিষয়ে তু সমুদায়ং প্রাপ্তানীন্দ্রিয়াণি যত্রতত্র পক্ষে তু অন্ধমূকা ম্রিয়েরন্ সমুদায়ঘটককিঞ্চিদ্বিনাশে তাদৃশ সমুদায়রূপাত্মনো বিনাশাদন্ধাদীনাং মরণ প্রসঙ্গো দুর্বারঃ অপি চ কিংচ দৃষ্টশ্রুতানাম্ পদার্থানাম্ উক্তি কথনম্ লোকে বিদিতম্ ন ঘটতে নহ্যন্যদৃষ্টোন্যশ্রুতোবার্থো দর্শনশ্রবণ সামর্থ্যহীনোক্তে-নোচ্যতে সঙ্ঘোপি উক্তেন্দ্রিয়সমুদায়োপি ন নিরূপ্যঃ সম্ভিঘভির্ভিন্নঃ সংঙ্ঘো নবেতি ন নিরূপণীয়ঃ তথা স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা নৈব স্যাৎ খানামভাবেনাত্মাভাবাৎ স্বপ্নবোধো ন স্যাদিতি ভাবঃ তথা মরণে ইব শয়নেপি ভয়ং স্যাৎ কস্মাৎ শয়নমরণয়োর্নির্বিশেষাৎ উভয়ত্রেন্দ্রিয়লয়সাম্যাৎ ॥৩৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

প্রাণস্থত্বং খণ্ডয়তি, প্রাণ ইতি—

প্রাণঃ আত্মা ন কস্মাৎ জড়ত্বাৎ জড়ত্বং তু প্রাণস্য অশনসিক্ততয়া অন্ন-ভক্ষণেন বদ্ধতয়া প্রাণস্থিতেরন্নাধীনত্বাৎ তথা অম্ময়ত্বাৎ আপোময়ঃ প্রাণ ইতি জলাধীনত্বাৎ পুনঃ কস্মাৎ সুষুপ্তৌ বৃত্তিলাভাৎ অধিক প্রবৃত্ত্যুপলম্ভাৎ প্রাণস্য আত্মনশ্চ তদা পরমাত্মনিলয়শ্রবণাদিতি ভাবঃ পুনঃ এতস্মিন্ প্রাণে সংচরত্যপি অহম্ অচলঃ স্থিরঃ ইতি প্রত্যয়াৎ প্রতীতেঃ কিংচ আত্মা তস্মাৎ প্রাণাৎ অন্যঃ অস্তি কীদৃশঃ স্বোৎক্রান্তয়ে শরীরাৎ স্বস্য নির্গমায় অস্য প্রাণস্য স্রষ্টা উৎপাদকঃ পুনঃ আমরণম্ মরণপর্য্যন্তম্ অস্য ধৃতেঃ ধারণাৎ জীবশব্দাভিধেয়ঃ জীবশব্দবাচ্যঃ পুনঃ স্বনিলয়ম্ স্বালয়ং শরীরম্ অমুনা প্রাণেন রক্ষন্ পালয়ন্ হেতুরিদং বিশেষণ-ত্রয়ম্ কর্মকরণপ্রাণাৎ কর্ত্রাত্মনো ভেদে পুনঃ দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশবান্ পুনঃ একহংসঃ একস্সন্নবস্থাত্রয়ে সংচরতি ॥৩৪

শ্লোকার্থ। ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মা বলিলে এক একটি ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং নানা প্রভুর কর্তৃত্বে দেহটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহের মিলিত সত্তাকে আত্মা বলিলে অন্ধ বা বধিরের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। যাহা দেখা যায়, অনেক সময় তাহা বলা যায় না এবং তাহাদের সংঘভাব বা মিলিত অবস্থাও নিরূপণ করা যায় না। স্বপ্নে শরীরের বাহিরে কিছু দেখাও সম্ভব হয় না এবং নিদ্রা ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এইরূপ ভয়ও হয়। ৩৩ (২৫ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। প্রাণও আত্মা নহে; কারণ ইহা জড় পদার্থ। খাদ্য বস্তু ও জলের সমন্বয়ে উহা সংসৃষ্ট এবং ইহা ভোজ্যবস্তু ও সলিলের অধীন। সুষুপ্তি কালেও ইহার ক্রিয়া দেখা যায় এবং পঞ্চ প্রাণ সঞ্চরণশীল হইলেও সকলেই নিজেকে স্থির বলিয়া মনে করে। জীবাত্মার উৎক্রান্তির সহায়ক উপাধিরূপে আমরণ অবস্থান করে বলিয়া নিশ্চয়ই ইহার অন্যস্রষ্টা আছেন। জীব শব্দের

ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও জীবাত্মা হইতে ইহা ভিন্ন বলিয়া জানা যায়। স্বপ্নাবস্থায় দেহরক্ষার জন্য জীবাত্মা কখনও কখনও দেহের বাহিরে গমন করে। শ্রুতি বাক্যের আলোকে ইহা জানা যায়। অতএব প্রাণ ভিন্ন দীপ্তিমান অদ্বিতীয় পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন ॥৩৪ (২৬ টিপ্পণি)

উদ্‌ভূতেঃ সাধনত্বাদশনময়তয়া শুদ্ধ্যশুদ্ধিপ্রতীতেঃ
হেতুত্বাদ্বন্ধমুক্ত্যো স্তদনুতনুভৃতে স্তন্ময়ত্বশ্রুতেশ্চ।
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রশান্তৌ করণগণলয়ে তৎ প্রশান্তেঃ সুষুপ্তেঃ
উত্থানে সুপ্তিসৌখ্যস্মৃতিভিরপি মিতং মানসং চাপি নাত্মা ॥৩৫
বিজ্ঞানং স্থায়ি যত্তৎসমমিহ মনসা কিংচ নানাত্মতা স্যাৎ
তস্যানেকাত্মকত্বাত্তদভিমতিবশাদাত্মবন্ধশ্রুতশ্চ।
সারথ্যং তস্য ক্লৃপ্তং যদপি তনুরথে স্বাত্মনো ভোগমুক্ত্যোঃ
তস্মাদন্যোস্য সাক্ষী তদুপহিততনুশ্চিন্ময়োস্ত্যন্তরাত্মা ॥৩৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

মনস আত্মত্বং নিরাকরোতি, উদ্ভূতেরিতি—

চ পুনঃ মানসমপি মনোপি আত্মান ইতি মিতম্ নিশ্চিতম্ কুতঃ উদ্ভূতেঃ উৎপত্তেঃ সাধনত্বাৎ শ্রবণাদৌ করণত্বাৎ অশনময়তয়া অন্নবিকারত্বাৎ শুদ্ধশুদ্ধি-প্রতীতেঃ মনস্তদ্বিবিধং প্রতীয়তে নাত্মাতথা বন্ধমুক্ত্যোর্হেতুত্বাৎ তদনু তনুভৃতেঃ মনোনুশরীরগ্রহণাৎ জীবস্য মনো যত্তনুং গৃহ্ণাতি জীবোথ তাং গচ্ছতীতি ভাবঃ চ পুনঃ তন্ময়ত্বশ্রুতেঃ তাদাত্ম্যাধ্যাসে নাত্মনঃ মনোময়ত্বশ্রবণাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রশান্তৌ সুষুপ্তৌ করণলয়ে সতি তৎপ্রশান্তেঃ মনসো লয়াৎ সুষুপ্তেঃ সকাশাৎ উত্থানে জাগরে সুপ্তিসৌখ্যস্মৃতিভিরপি সুষুপ্তিতত্রত্যসুখয়োঃ স্মরণাচ্চ মনস আত্মত্বে তত্র তল্লয়েন তদানুভবিতুরভাবাৎস্মৃত্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ মনসী-বাত্মনি তূৎপত্ত্যাদ্যাষ্টকং ন সম্ভবতীতি শাস্ত্রাদিভির্জ্ঞেয়মিতি চ॥ ৩৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

স্থিরা ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ েতি কস্যচিন্মতমিরাকরোতি, বিজ্ঞানমিতি—

ইহ শরীরে স্থায়িনিত্যম্ যদ্বিজ্ঞানম্ বুদ্ধ্যপরপর্য্যায়ম্ তৎ মনসা সমম্ উৎপত্ত্যাদি মত্বেন তুল্যম্ কিঞ্চ তত্তস্যাত্মা স্যাত্তর্হি নানাত্মতা স্যাৎ কুতঃ তস্য বিজ্ঞানস্য অনেকাত্মকত্বাৎ সাবয়বত্বাৎ অবয়বাবয়বিনোস্তাদাত্ম্যেন নানাবয়বরূপাত্মানঃ স্যুরিতি ভাবঃ তদাভিমতিবশাৎ আত্মবন্ধশ্রুতেশ্চ বিজ্ঞানে তাদাত্ম্যাধ্যাসকেতোঃ আত্মনো বন্ধশ্রবণাচ্চ বুদ্ধেরন্য এবাত্মেতি ভাবঃ স্বাত্মনঃ ভোগমুক্ত্যোঃ ভোগ-মুক্তিনিমিত্তম্ তনুরথে শরীররথে তস্য বিজ্ঞানস্য যদপি সারথ্যম্ সারথিত্বম্ রূপ্তম্ কল্পিতম্ শ্রুতৌ তদপি বুদ্ধ্যাত্মনোর্ভেদে হেতুরিত্যর্থঃ তস্মাৎ হেতোঃ অস্য বিজ্ঞানস্য সাক্ষী জ্ঞাতা তদুপহিত তনুঃ বিজ্ঞানেনৈকীভূত স্বরূপঃ বস্তুতঃ চিন্ময়ঃ চিদ্রূপঃ অন্তঃ সর্বান্তঃ অধিষ্ঠানভূতঃ বিজ্ঞানাদেঃ অন্যঃ আত্মা অস্তি ॥৩৬

শ্লোকার্থ। মনও আত্মা নহে। যে হেতু অন্নাদি হইতে উৎপন্ন, খাদ্যাখাদ্য বস্তুর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিবন্ধন শুদ্ধ ও অশুদ্ধরূপে প্রতীত, বন্ধ ও মুক্তির তন্ময়ত্ব হেতু ভাবী দেহধারণের কারণ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার অবসান হইলে সুষুপ্তিদশায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও স্বকারণে লীন হইয়া যায় এবং সুষুপ্তির অপগমে জাগ্রৎ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন কবিলে 'সুখে নিদ্রিত ছিলাম' এইরূপ স্মরণ হয়। এইজন্য মনও আত্মা নহে। ৩৫ (২৭ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের অভিমত ক্ষণিক বিজ্ঞান নহে; পরন্তু স্থায়ী বিজ্ঞানও মনেরই তুল্য। বিজ্ঞান নানাত্মক। তাহাকে আত্মা বলিলে আত্মাও অনেক হয়। যখন অভিমান বশে বিজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যবোধ হয়, সেই অবস্থাই উহা আত্মার বন্ধের কারণ বলিয়াও শ্রুতিতে কথিত। ভোগ ও মুক্তির কারণরূপে দেহরথে যে আত্মাকে রথী ও বিজ্ঞানকে সারথি রূপে কল্পিত, তাহাও বিজ্ঞান ও আত্মার ভেদ নিরূপক। অতএব বিজ্ঞানও উপাধি সমন্বিত এবং বিজ্ঞানের সাক্ষী স্বরূপ পৃথক্ চিন্ময় অন্তরাত্মা বিদ্যমান॥ ৩৬

(২৮ টিপ্পণি)

৩৫ শ্লোকার্থের অর্থদীপ।

যতক্ষণ দেহে প্রাণবায়ু থাকে, ততক্ষণই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও দেহে থাকে এবং প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিলে দেহে আর কোন চৈতন্য থাকে না। এই অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী প্রমাণে প্রাণ ও আত্মাকে 'অযুত সিদ্ধ' (একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না) বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। জগতে অবৈদিক সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমান খ্রীষ্টান ইহুদী প্রভৃতিও আছেন। তাহারা শ্রুতি-বাক্যকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মানিতে বাধ্য নহেন। অতএব যদি তাহারা প্রাণবায়ু ও আত্মা একই বলেন, তাহা হইলে বৈদান্তিকের প্রতিবাদ নিষ্ফল। কিন্তু প্রাণবায়ু ও আত্মা যে এক নহে, তাহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। মহারাজা রণজিৎ সিংহের তত্ত্বাবধানে একজন কুম্ভক যোগাশ্রয়ী সাধুকে প্রায় ছয় মাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছয় মাস পরে যখন তাহাকে পুনরুত্থিত করা হয়, তখন যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস বৈজ্ঞানিকদের মতে জীবন ধারণের উপযোগী, তাহার চিহ্ন মাত্রও তাহাতে ছিল না। অথচ সেই যোগী বাঁচিয়া ছিলেন। ছয় মাস কাল মৃত্তিকা গর্তে প্রোথিত অবস্থায় তাঁহার শরীরে প্রাণবায়ু থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ নিরুদ্ধই ছিল। বৈজ্ঞানিক মতে এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণ কখনও সম্ভব নহে। ভেক প্রভৃতি বহু প্রাণীও দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহা সকলেই জানেন। অতএব প্রাণ বায়ুকেই জীবন বলা চলে না। যোগশাস্ত্রানুসারে কুম্ভকযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে সিদ্ধযোগী একযুগ হইতে চারিযুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। এইরূপে সপ্ত চিরঞ্জীবী চারিযুগ বাঁচিয়া আছেন।

৩৬ শ্লোকার্থের-অর্থদীপ।

বুদ্ধিকে ভৌতিক পদার্থ বলিলে সহসা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। যাহাদের মধ্যে একটা গুণগত ঐক্য থাকে, তাহাদের পক্ষে একসূত্রে গ্রথিত হওয়া সম্ভব। বুদ্ধির মধ্যে ভূত সমূহের ও মনের বা আন্তর্জাগতিক তত্ত্ব সমূহের সমাবেশ না থাকিলে তাহার পক্ষে বহির্জগৎ ও আন্তর্জগৎকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই

জন্য দার্শনিকগণ বলেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র ও মনের সূক্ষ্মাংশ লইয়াই বুদ্ধি গঠিত। মন ও তন্মাত্র সমূহ অতিসূক্ষ্ম, তাহাতে স্থূলতার কণামাত্র নাই। বুদ্ধি জড় পদার্থ হইলেও অতিসূক্ষ্ম ও অতি স্বচ্ছ। ইহা যখন চৈতন্যের উপাধি হইয়া দাঁড়ায়, তখন চৈতন্য হইতে তাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না।

অণ্বাত্মা চিৎস্বরূপো যদি সকল তনৌ শৈত্যবোধো ন তে স্যাৎ
নাবৈধর্ম্যেস্যবোধঃ সকল তনুগত গ্রাহকোন্যো গুণশ্চ।
বৈধর্ম্যেণোর্গুণশ্চিৎ কথমখিলতনুম্ ব্যাপ্নুয়াদাণবং বা
সিদ্ধং কেনাত্মনস্তে শ্রুতিভিরিতিনয়ত্তাস্তদানন্ত্যনিষ্ঠাঃ ॥৩৭
নৈকঃ স্যাচ্চিজ্জড়াত্মা কথমথ বিষয়ঃ স স্বয়ং স্বস্য কৌ
তা বংশৌ যোগস্তথাত্মা কিমিতি চ জড়তা কেন বা চেতনস্য।
কর্তৃত্বং তস্য কীদৃক্ করণসমুদয়ং সৈষ ধত্তে কথং বা
তত্ত্বং জীবস্য দেবপ্রিয়পশুভিরিদং কর্মঠৈর্নিরূপম্ ॥৩৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সকল শরীরব্যাপি জ্ঞানগুণকোণুপ্রমাণ আত্মেতি পাঞ্চরাত্রাদিমতং খণ্ডয়তি, অণ্বাত্মেতি—

যদি চিৎস্বরূপঃ অণ্বাত্মা অণুপরিমাণ আত্মা তার্হি তে তব মতে সকলতনৌ আত্মসংবদ্ধাণুরূপশরীরাবয়বাতিরিক্ত সর্ব দেহে শৈত্যাবেধো ন স্যাৎ ব্যাপিজ্ঞান-গুণবানাত্মেতি নোক্তদোষ ইতি চেৎ বৈধর্ম্যে এব গুণগুণিভাবদৃষ্টেঃ আত্মাপি চিৎগুণো জ্ঞানং চেতি অবৈধর্ম্যে বৈধর্ম্যাভাবে সকলতনুগত গ্রাহকঃ সর্বদেহগত-শৈত্যাদিগ্রহণকর্ত্তা অন্য আত্মনঃ বেধো গুণশ্চ জ্ঞানাখ্যগুণোপি অন্যো ন স্যাৎ চিন্ত্যাবিশেষাদাত্মাতিরিক্তো ন ভবেৎ বৈধর্ম্যে আত্মজ্ঞানয়োবৈধর্ম্যে তু অণোঃ জড়াত্মকাষাত্মনঃ চিৎ চিদ্রূপঃ গুণঃ জ্ঞানম্ অখিলতনুং কথং ব্যাপ্নুয়াৎ গুণ-গুণিনোঃ সমানদেশত্ব নিয়মাদিতি ভাবঃ বা কিংবা আত্মনঃ আণবম্ অণুপরি-

মাণম্ তে তব কেন প্রমাণেন সিদ্ধম্ বালাগ্রশতভাগস্যেত্যাদি শ্রুতিভিরিতি ন বাচ্যম্ যৎ যস্মাৎ তাঃ শ্রুতয়ঃ তদানন্ত্যনিষ্ঠাঃ আত্মনো পরিচ্ছিন্নত্বেতাৎপর্য্যবত্যঃ বিরুদ্ধানেকাত্ম পরিমাণ শ্রুতয়স্তপাধ্যালম্বাঃ ॥ ৩৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

ভাট্টমতং দূষয়তি, নৈক ইতি—

আত্মা একঃ সন্ চিজ্জড়াত্মা ন স্যাৎ বিরুদ্ধোভয়রূপো ন স্যাৎ অথ উভয়-রূপত্বোক্ত্যানন্তরম্ জড়শ্চ চিতো বিষয় ইতি স আত্মা স্বস্য বিষয়ঃ স্বয়ং কথং স্যাৎ অংশয়োরংশিনাঽভেদেপি পরস্পরং ভিন্নয়োর্বিষয়বিষয়িভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি চেৎ তৌ চিদচিদ্রূপৌ অংশৌ কৌ কিমাত্মকৌ তয়োঃ যোগঃ সম্বন্ধশ্চ কঃ অন্বয়বত্বং সম্বন্ধো বা ন নিরূপয়িতুং শক্যতে চিত্তীভাবঃ তথা আত্মা কঃ অংশাভ্যাম্ ভিন্নাভিন্নত্যাদিনা ন নিরূপ্যঃ সোপি চ পুনঃ চেতনস্য জড়তা কিমিতি কিমর্থং স্বীক্রিয়তে কেন বা কারণেন জায়তে অসঙ্গে কারণসম্বন্ধস্ব— বাচ্য এব কর্তৃত্বাদ্যুপপত্ত্যর্থং সাঙ্গীক্রিয়তে চেৎ তস্য আত্মনঃ কর্তৃত্বম্ কীদৃক্ বাস্তবং তু ন নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতেঃ চক্ষুষা পশ্যামিতি কর্তৃত্বসিদ্ধিরিত্যপি ন সঃ নিষ্ক্রিয়ত্বেন শ্রুতৌ প্রসিদ্ধঃ এবঃ আত্মা করণসমুদয়ম্ করণসমূহম্ বা কথং ধত্তে ন কথমপীতি তস্মাৎ দেবপ্রিয়পশুভিঃ দেবপূজকত্বেন দেবানাং প্রিয়ৈঃ অবিবে-কিত্বেন পশুতুল্যৈ কর্মঠৈঃ ক্রিয়াসুঘটমানৈঃ মীমাংসকৈঃ ইদম্ জীবস্য তত্ত্বম্ বাস্তবস্বরূপম্ দুর্নিরূপম্ নিরূপয়িতুমশক্যম্ ॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। যদি তোমার মতে আত্মা চিৎস্বরূপ ও অণুপরিমাণ হয়, তাহা হইলে অবগাহনাদিতে সমগ্র শরীরে শৈত্য বোধাদি হইতে পারে না। অথবা 'আত্মা চিদ্রূপ এবং জ্ঞান তাহার গুণ', যদি ইহাই তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে গুণীব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শরীরগত অনুভবের জন্যও অন্য কোন গ্রাহক ও তাহার গুণ স্বীকার করিতে হয়। যদি তাহাদের বৈধর্ম্য স্বীকার কর, তাহা হইলেই বা সেই অণুরগুণস্বরূপ চিৎপদার্থ

কিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিতে পারে ? আর আত্মার অণুত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হয় ! যদি বল, শ্রুতি বাক্যই ইহার প্রমাণ, তাহা হইলে আমরা বলিব, না শ্রুতি আত্মার অনণুত্বই ঘোষণা করিয়াছেন, অণুত্ব নহে। ৩৭ (২৯ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। একই আত্মা চিৎ ও জড় হইতে পারে না। আর আত্মা নিজেই নিজের বিষয় বা কিরূপে হইতে পারে ! উঁহার চিৎরূপ বা জড়রূপ কি প্রকার এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ! দুই অংশ হইতে যখন ভিন্ন বা অভিন্ন কোনও রূপই নিরূপিত হইতে পারে না, তখন আত্মাই বা কি প্রকার ? চেতনের জড়তাই বা কিরূপে সম্ভব ? এই আত্মার কর্তৃত্বই বা কিরূপ এবং এই আত্মা কারণ সমূহই বা কেন ধারণ করেন ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ ও দেবতাদের প্রিয় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পরায়ণ পশুতুল্য অবিবেকীগণের পক্ষে জীবাত্মার তত্ত্ব নিরূপণ অতীব সুকঠিন। ৩৮ (৩০টিপ্পণি)

৩৮ শ্লোকার্থের অর্থ দীপ

গ্রন্থকার যাগ যজ্ঞ পরায়ণ মীমাংসকগণকে পশু বলিয়াউপহাস করিয়াছেন। "সোমোরাজাং তদ্দেবানাং অন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। যথা হ বৈ বহঃ পশবঃ মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ এব মেকৈকঃ পুরুষঃ দেবান্ ভুনক্তি"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যঃ উক্ত উপহাসের মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। 'দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে', কাত্যায়ণের এই বার্তিকানুসারে দেবানাং প্রিয়ঃ, অলুক সমাস ও তাহার অর্থ মূর্খ। সমাসে বিভক্তির লোপ হইয়া দেব প্রিয় হইলে, দেবতাদের প্রিয়ই বুঝায়, মূর্খ বুঝায় না। অশোক স্বদীয় অনুশাসনে নিজেকে সর্বত্র দেবানাং প্রিয় বলিয়াছেন, এই বিষয়ে বৌদ্ধ অশোক সম্বন্ধে কাত্যায়ণের বার্তিক কোন ইঙ্গিত বহন করে কিনা, বলা যায় না। মুক্তির সহায়ক রূপে কঠ উপনিষদে যজ্ঞকে জীর্ণ তরী (প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞ রূপাঃ) বলা হইলেও এবং গীতায় ইহা প্রতিধ্বনিত হইলেও চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত সকলেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন, কেহই নিন্দা করেন নাই, ইহাও স্মর্তব্য।

জীবানাং বৈভবং চেত্তদুক্তিকরণাদৃষ্ট সাধারণত্বাৎ
নস্যাদ্ ভোগ ব্যবস্থা ব্যতিকরময়তে যেন সর্বৈর্মনোপি ;
নানাত্ম্যং চাপ্রমাণং গদসি যদি তনূপাধিভিস্ত্বং ব্যবস্থাং
সিদ্ধেঽসিদ্ধেপি ভেদে যত ইহ বিফলাঃ কল্পনীয়া বিশেষাঃ ॥৩৯
কিঞ্চাত্মন্যনবয়বেন সম্প্রয়োগঃ
সম্ভাব্যো নিরবয়বস্য মানসস্য ।
ন দ্রব্যং নিরবয়বং ন শাশ্বতং বা
তদ্ধর্মো ন চ ধিষণা যতো জড়া স্যাৎ ॥৪০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা ।

কণাদ গৌতম মতং নিরস্যতি, জীবানামিত্যাদি ত্রিভিঃ

জীবানাম্ বৈভবম্ বিভুত্বম্ সর্বগতত্বং চেৎ যদি তর্হি সর্বশরীরেষু সর্বাত্ম সত্তামমতয়োরনিবার্যত্বেন ভোগব্যবস্থা ন স্যাৎ এষ ভোগোঽস্যৈবেতি কিন্তু সর্ব ভোগসং:র্বেষাং স্যুঃ কস্মাৎ তদুক্তিকরণাদৃষ্ট সাধারণত্বাৎ শরীর প্রযত্নেন্দ্রিয় প্রারব্ধানাম এতস্যৈবাত্মন ইত্যত্র হেত্ব সত্বেন সর্বাত্মসু তুল্যত্বাৎ যন্মনসা যস্যাৎমনসসংযোগস্তন্মনসা তস্যৈব ভোগো নৈবমপি ব্যবস্থা যেন হেতুনা মনোপি মূর্তত্বাৎ সর্বৈঃ আত্মভিঃ ব্যতিকরম্ সাংকর্যম্ সংযোগম্ অয়তে প্রাপ্নোতি যদি তনূপাধিভিঃ দেহরূপোপাধি হেতুনা ব্যবস্থাম্ ত্বম্ গদসি তত্তদাত্মন্যুৎপন্ন ভোগে কশ্চিদ্বিশেষো ভবতীতি তত্তদ্ভোগবিশেষে তত্তদ্দেহহেতুতেতি তর্হি নানাত্ম্যং চ আত্মনানাত্বমেব অপ্রমাণং স্যাৎ একাত্মবাদেপীত্থং ব্যবস্থোপপত্তৌ নানাত্মস্বীকারো ব্যর্থ ইতি ভাবঃ বিশেষ আত্মভেদে হেতুরিতি চেৎ একবিশেষস্য সর্বভেদকত্বে বিয়ত্যাপি ভেদাপত্তিঃ বহুনাং তত্বে বিশেষাপ্রয়াণাং ভেদা বিনৈব বিশেষাৎ পূর্বতঃ সিদ্ধাঃ ইত্থম্ যতঃ যস্মাৎ ইহ আত্মনি ভেদে সিদ্ধে আসিদ্ধে অপি বা কল্পনীয়া বিশেষাঃ বিফলা বিশেষ পদার্থ স্বীকার এব ব্যর্থঃ ॥ ৩৯

কৈবল্য কল্পক্রম টীকা।

কিঞ্চ অনবয়বে আত্মনি নিরবয়বস্য মানসস্য মনসঃ সংপ্রয়োগঃ সংযোগঃ আত্মনি বুদ্ধ্যাদিগুণোৎপত্তয়ে তার্কিকাভিমতঃ ন সংভাব্যঃ হেতবস্তণুকারণ খণ্ডনোক্তাঃ তথা দ্রব্যম্ নিরবয়বম্ ন সংভাব্যম্ শাশ্বতং বা নিত্যমপি ন সংভাব্যম্ চ পুনঃ ধিষণা চৈতন্যম্ জ্ঞানমিতি যাবৎ তদ্ধর্মঃ দ্রব্য ধর্মঃ ন যতঃ যস্মাৎ জড় ধর্মত্বে ধিষণাপি জড়া স্যাৎ বিরুদ্ধস্বভাবয়োর্ধর্মধর্মি ভাবাদর্শনাৎ তথা চ চেতনজ্ঞাগুণত্বাদাত্মাদ্রব্যমতো জড় ইতি বাগ্বিলাসমাত্র-মিতি ভাবঃ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ। যদি জীবাত্মার বিভূত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহাদের শরীর ও চেষ্টা এবং ইন্দ্রিয় ও অদৃষ্টের সাধারণত্ব হেতু ভোগের ব্যবস্থায় সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। যদি মন দ্বারাই এই সাঙ্কর্য্য প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে বল, তাহাও ঠিক নহে। কারণ মনও মূর্তত্ব হেতু নানা আত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে আর দেহরূপ উপাধিদ্বারাই ভোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে বহু আত্মা স্বীকার নিষ্প্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু একাত্মবাদ স্বীকার করিলেও তাহা হইতে পারে। অতএব আত্মার ভেদ সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক 'বিশেষ' রূপ পৃথক পদার্থ স্বীকার করা নিষ্ফল। ৩৯ (৩১ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। নিরবয়ব আত্মার সহিত নিরবয়ব মনের সংযোগ সম্ভব নহে। কোন দ্রব্য কখনও অবয়বশূন্য ও নিত্য হইতে পারে না। আর চৈতন্যই যদি উহার ধর্ম হয়, তাহা হইলে চৈতন্যেরও জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ৪০ (৩২ টিপ্পণি)

অজ্ঞানং স্বমথ সুখং সুষুপ্তবুদ্ধং
বুদ্ধস্ত্বং স্মরসি কথং স্বতো জড়াত্মা।
।কোনাঙ্গ্যমমিত্যনেক সংখ্যান্
অদ্রাক্ষং চিরমিতি কেন বেৎস্যসাক্ষী ॥৪১

ইচ্ছাদেরুদয়বিনাশসন্ততীনাম
অক্ষাণামসুমনসাং ধিয়শ্চ তস্মাৎ।
দ্রষ্টান্যোস্ত্যবিপরিলুপ্তদৃক্ স
তত্ত্বো নিঃসঙ্গো বিহরতি যঃ পুরত্রয়েপি ॥৪২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

কিঞ্চ হে তার্কিক স্বতঃ স্বরূপতঃ জড়াত্মা জড়রূপঃ ত্বম্ সুষুপ্তবুদ্ধম্ সুষুপ্তৌ জড়ত্বাৎ অননুভূতম্ অজ্ঞানং স্বম্ আত্মানম্ অথ তৎকালীনম্ সুখম্ বুদ্ধঃ সুষুপ্তেঃ প্রতিবুদ্ধঃ সন্ কথম্ স্মরসি সুখমহমস্বাপ্স ন কিং চিদবেদিষমিতি তথা অসাক্ষী জড়ত্বাদিন্দ্রিয়াদি বিনা দ্রষ্টুমশক্তস্ত্বম্ ঘটোয়ং পটোয়ম্ ইতি ইত্যাকারাণি অনেকসংখ্যানি ধারাত্মক বহুনি বিজ্ঞানানি কেন বিজ্ঞানেন বেৎসি জানাসি যেন চিরম্ বহুকালম্ অমুং ঘটম্ অহম্ অদ্রাক্ষম্ ইতি বদসি ক্রমেনোৎপন্নবিনষ্ট বিজ্ঞানানাং সমুদায়াসম্ভবেন তদ্বিষয়কজ্ঞানান্তরাসসম্ভব এব তস্মাৎ সৌষুপ্ত জ্ঞানধারাদিসাক্ষিতয়া নিত্য চিদ্রূপ আত্মাবশ্যমভ্যুপেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবং দ্বৈতমতানি নিরস্য-শ্রুতিতাৎপর্য্যবদ দ্বৈতমাত্মস্বরূপং বোধয়তি, ইচ্ছাদেরিত্যাদিনা—

তস্মাৎ জড়ানামনাত্মত্বাৎ তেভ্যঃ অন্যঃ দ্রষ্টা সাক্ষী আত্মা অস্তি কেষাং দ্রষ্টা ইচ্ছাদেঃ উদয় বিনাশ সন্ততীনাম্ ইচ্ছা ক্রোধ লোভাদেঃ উৎপত্তি বিনাশ-ধারাণাম্ আক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অসুমনসাম্ প্রাণানাম্ মনসাম্ চ পুনঃ ধিয়ঃ বুদ্ধেঃ কীদৃশঃ অবিপরিলুপ্তদৃকসতত্ত্বঃ অবিনাশিজ্ঞানস্বরূপঃ পুনঃ যঃ আত্মা পুরত্রয়ে শরীরত্রয়ে অবস্থাত্রয়ে ইতি যাবৎ নিঃ সঙ্গ সাক্ষী সন্ বিহরতি ॥ ৪

শ্লোকার্থ। ওহে তার্কিক, তোমার স্বীকৃতিমতে তুমি নিজেই জড়াত্মা। সুষুপ্তি দশায় তুমি যে সুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কিরূপে স্মরণ কর? 'এই

এই বস্তু বহুক্ষণ আমি দেখিয়াছি' বল। তোমার বিজ্ঞানসম্মত কোন সাক্ষী না থাকিলে তাহাই বা কিরূপে জানিতে পার? ৪১ (৩৩ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। অতএব ইচ্ছা ক্রোধ ও লোভাদির আবির্ভাবে ও তিরোভাবে উৎফুল্ল বা উদ্বিগ্ন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সাক্ষীরূপে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিবিধ শরীরেই বর্তমান, অবিনাশি ও জ্ঞানস্বরূপ নিঃসঙ্গ সাক্ষীস্বরূপ আত্মা আছেন। ৪২ (৩৪ টিপ্পণি)

সংশান্তে রবিশশি বহ্নি বাক্ প্রকাশে
নির্বাণে করণগণে নিরস্তসঙ্গঃ।
স্বজ্যোতিঃ প্রকটিত বাসনাময়ার্থঃ
চিদ্ধাতুঃ শ্রুতিভি রুদীরিতোন্তরাত্মা ॥৪৩

বাহ্যার্থান্ করণ গণেন তং চ বুদ্ধ্যা
বুদ্ধিং যঃ প্রথয়তি সন্ততং স্বভাসা।
আত্মা সাবনধিগতঃ পরাগ্‌ভিরোভিঃ
বিজ্ঞেয়স্তনুভবনান্তর প্রদীপঃ ॥৪৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

শ্রুতিষু দ্রষ্টা শ্রোতাদি প্রয়োগাৎ জ্ঞানবানাত্মা জড়ঃ কিন্তুঃ স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানমেবেতি দর্শয়তি, সংশান্তে ইতি—

রবি শশি-বহ্নি বাক্ প্রকাশে সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিগিরাং প্রকাশে সংশান্তে সম্যক্ নিবৃত্তে সতি করণগণে ইন্দ্রিয়সঙ্ঘে নির্বাণে শান্তে লীনে ঐন্দ্রিয় প্রকাশাভাবে চ সতি স্বপ্নে ইতিভাবঃ শ্রুতিভিঃ অন্তরাত্মা উদীরিতঃ কথিতঃ কীদৃশঃ নিরস্ত সঙ্গঃ সুপ্ত শরীরেন্দ্রিয়তাদাত্ম্যশূন্যঃ স্বজ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশঃ স্বপ্নে প্রকাশান্তরানপেক্ষঃ স্বরূপ প্রকাশেনৈব সর্বব্যবহারবান্ ভবতীতি ভাবঃ পুনঃ তদা প্রকটিত-বাসনা ময়ার্থঃ ঐন্দ্রজালিকবৎ অভিব্যক্তী কৃতমনঃ পরিণামরূপ মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়বিষয়ার্থঃ পুনঃ চিদ্ধাতুঃ চিদ্রূপধাতুঃ নতু দ্রবাদি রূপধাত্বন্তরম্ ॥ ৪৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

জাগরে বিবিচ্যাত্মানং দর্শয়তি, বাহ্যেতি—

অসৌ আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ অসৌ কঃ যঃ করণগণেন ইন্দ্রিয়সমূহেন বাহ্যার্থান্ বহির্ভববিষয়ান্ প্রথয়তি প্রকাশয়তি চ পুনঃ তম্ করণগণম্ বুদ্ধ্যা অন্তঃ-করণেন প্রথয়তি বুদ্ধিম্ স্বভাসস্বরূপচৈতন্যেন সন্ততম্ নিরন্তরম্ প্রথয়তি পুনঃ পরাগ্ভিঃ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যাৎ পরমন্যবিষয়ং গচ্ছদ্ভিঃ এভিঃ বাহ্যাভ্যন্তরেন্দ্রিয়ঃ অনধিগতঃ ন গৃহীতঃ অত্র পরাগ্ভিরিতি হেতুঃ পুনঃ তনুভবনান্তর প্রদীপঃ শরীরগৃহ মধ্যস্থদীপঃ সাক্ষীতি যাবৎ ॥ ৪৪

শ্লোকার্থ। শ্রুতি বলেন, বহির্জগতের বিষয়রূপ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং বাক্যেরও যে স্থানে প্রকাশ নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যে স্থানে নিস্তরঙ্গ অবস্থায় বিলীন হয়, সেই সুষুপ্তি দশাতেও যাহা উল্লিখিত বিষয় সমূহের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থিত, এবং স্বপ্নে যাহা আবার বাসনাময় বিষয়ের বিষয়ী রূপে প্রকাশিত হয়, সেই চিদ্রূপাত্মক বস্তুই অন্তরাত্মা।

৪৩ (৩৫ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। যিনি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা, বহির্জগতের সর্ব বিষয়ের বুদ্ধির দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় বর্গ ও স্বকীয় ভাসক চৈতন্য দ্বারা, সেই বুদ্ধিকে সর্বদা প্রকাশ করেন এবং বহির্মুখ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহাকে কিছুতেই জানা যায় না, দেহ রূপ গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রদীপ স্বরূপই সেই আত্মা। ৪৪ (৩৬ টিপ্পণি)

প্রেয়ান্ যঃ সদনধনাত্মজপ্রিয়াদেঃ
যৎ প্রেম্নাপ্রিয়মিতি মন্যতে পরাচঃ।
পারার্থ্যাবধিরবধীরিতৈতরার্থ্যো
বিজ্ঞেয়ঃ স খলু সুখাব্ধিরন্তরাত্মা ॥ ৪৫

শুদ্ধোসাবহমিদমিত্যুপাধিধর্মান্
অধ্যাসাদভিমনুতে পরস্পরেণ।

বৃদ্ধ্যাদীনিব সলিল প্রভেদ ধর্মান্
ব্রধ্নেম্বুপ্রতিফলিতে মৃষৈব মোহাৎ ।।৪৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

চিদ্রূপত্বমুক্তানন্দরূপত্বমাহ, প্রেয়ানিতি—

সঃ অন্তরাত্মা অহমহমিতি সদাপ্রসিদ্ধঃ সর্বাভ্যন্তরঃ সর্বাধিষ্ঠানম্ আত্মা খলু নিশ্চয়েন সুখাব্ধিঃ সুখসমুদ্রঃ অপরিচ্ছিন্ন সুখরূপঃ বিজ্ঞেয়ঃ অথাত্র হেতবঃ সোন্তরাত্মা কীদৃশঃ কঃ যঃ সদনধনাত্মজ প্রিয়াদেঃ প্রেয়ান্ গৃহধনপুত্র ভার্যাদেরপি অতিশয়েন প্রিয়ঃ যতস্তৈরাত্মানম্ রক্ষতি পুনঃ যৎ প্রেম্না আত্মপ্রীতি হেতুনা পরাচঃ আত্মান্যত্বং প্রাপ্তান্ পদার্থান্ দেহাদীন্ প্রিয়ম্ ইতি মন্যতে প্রিয়ত্বেন জানাতি স্বপ্রতিকূলেষু দ্বেষদর্শনাদখিলেম্বিতি ভাবঃ পুনঃ পারার্থ্যাবধিঃ কিং চিৎ কস্তাপ্যর্থং কিংচিৎকস্তাপ্যর্থমিতি সর্বং বস্ত পরার্থত্বাক্রান্তম্ আত্মার্থং তু সর্বমিষ্যতে ইতি পরার্থত্বস্থাবধিরাত্মা অতঃ অবধীরিতৈতরার্থ্যঃ নিরস্ত. পরার্থত্বঃ আত্মা ন কস্তাপ্যর্থে ইতি যাবৎ ।।৪৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অসঙ্গ চিদানন্দস্থ কর্তৃত্বাগুধ্যাসত ইত্যাহ, শুদ্ধ ইতি—

শুদ্ধঃ অসৌ আত্মা উপাধিধর্মান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাম্ কর্তৃত্বাদি ধর্মান্ মৃষৈব স্বস্মিন্ অভিমন্যতে অঙ্গীকরোতি কস্মাৎ মোহাৎ অজ্ঞানাৎ অবিবেকাৎ স্বস্তোপাধেশ্চ পরস্পরেণ অন্যোন্যতাদাত্ম্যেন অধ্যাসাৎ আরোপাৎ কান্ কেব সলিল প্রভেদধর্মান্ বৃদ্ধ্যাদীন্ দীর্ঘহ্রস্বশুদ্ধাস্থিরাদিজলভেদানাং ধর্মান্ বৃদ্ধি-হ্রাসস্বচ্ছত্ব চঞ্চলত্বাদীন্ অম্বুপ্রতিফলিতে জলে প্রতিবিম্বিতে ব্রধ্নে সূর্য্যে ইব ।। ৪৬

শ্লোকার্থ। গৃহ, ধন, স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়বস্তু অপেক্ষাও যাহা অধিক প্রিয়, যাহার প্রতি প্রীতিবশে আত্মা হইতে পৃথক দেহকেও লোকে প্রিয় মনে করে এবং যাহার নিমিত্ত অন্যান্য সমস্ত বস্তুও তুচ্ছ বোধ হয়, তাহাই সুখ-সমুদ্ররূপ অন্তরাত্মা বলিয়া বন্দিত। ৪৫ (৩৭ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। জলে প্রতিবিম্বিত স্থির ও অবিচল সূর্যকে লোকে যেরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্বচ্ছ, চঞ্চল ইত্যাদি নানারূপে অবলোকন করে, সেইরূপ স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও আত্মা অজ্ঞান প্রভাবে উপাধি ধর্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বোধে "আমি ইহা বা এইরূপ" মিথ্যাই মনে করে। ইহা অধ্যাস নিমিত্ত হইয়া থাকে। ৪৬ (৩৮ টিপ্পণি)

অজ্ঞোস্মীত্যনুভবনাদ নাত্মবোধঃ
চিন্নিষ্ঠশ্চিতি বিষয়স্তমো যথেন্দুম্।
প্রচ্ছাদ্য স্ফুরতি চিতং চিতৈব ভূয়ো
বিক্ষিপ্য ভ্রময়তি হন্তদুর্নিরূপঃ।। ৪৭
চিদ্ভানে চিতিরিব যাভিদেব ভেদে
নির্বাহে নিজ পরয়োঃ স্বতঃ সমর্থা
সম্ভাব্যেতর ঘটনা পটীয়সী সা
সমোহং জনয়তি বিভ্রমেণ মায়া ।।৪৮

অধ্যাস হেত্বজ্ঞানং সাধয়তি, অজ্ঞ ইতি—

অহম্ অজ্ঞঃ অস্মি ইত্যনুভবনাৎ ইত্যনুভবপ্রমাণাৎ সিদ্ধঃ চিন্নিষ্ঠঃ শুদ্ধচৈতন্যে স্থিতঃ চিতিঃবিষয়ঃ শুদ্ধ চিদ্ গ্রাহকঃ অনাত্মবোধঃ অজন্মাজ্ঞানম্ চিতম্ চৈতন্যম্ প্রচ্ছাদ্য আবৃত্য চিতৈব তেনৈব চিতা স্ফুরতি প্রসিধ্যতি কথম্ যথা তমঃ রাহুঃ ইন্দুম্ চন্দ্রম্ প্রচ্ছাদ্য ইন্দুনৈব স্ফুরতি তমোরূপো জনৈঃ দৃশ্যতে ভূয়ঃ আবরণানন্তরম্ পুনঃ বিক্ষিপ্য মিথ্যৈব জগদুদ্ভাব্য ভ্রময়তি অহমিদমিত্যাদি ভ্রান্তিযুতং চেতনং করোতি হন্তেতি খেদে স চাবোধঃ দুর্নিরূপঃ চিত্ত্যধ্যস্তত্বাৎ স্বপ্নবদ্ নির্বচনীয় ।। ৪৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

স্বসিদ্ধৌ স্বহেতুত্বাদৃষ্টেঃ সকলাধ্যাসহেত্ব জ্ঞানাধ্যাসে হেত্বন্তরাসিদ্ধেশ্চনা-জ্ঞান সিদ্ধিরিত্যত আহ, চিদ্ভানে ইতি—

চিদ্ভানে চিতিঃ ইব সর্বভাসিকা চিতিঃ যথা চিদ্রূপস্বভাসে সমর্থা অনপেক্ষিত ভাসকান্তরা ভেদেভিদা ইব যথা চ ঘটপটাদৌ ভিন্নব্যবহার হেতু-র্ভিদা ঘটপটাদি ভেদে স্বস্মিন্নপি পরস্পর ভিন্ন ব্যবহারে সমর্থা অনপেক্ষিত ভেদান্তরা তদ্বৎ যা মম্না অবিদ্যা অজ্ঞানম্ নিজপরয়োঃ স্বস্ব কার্য্যয়োঃ নির্বাহে অধ্যাসাদিসাধনে স্বতঃ সমর্থা ন হেত্বন্তর সাপেক্ষা সা মায়া বিভ্রমেণ বিলাসেন সম্মোহম্ জীবত্বাদি মহাভ্রান্তিম্ জনয়তি প্রকটয়তি সা মায়া কীদৃশী সম্ভাব্যে-তরস্য অসম্ভাব্যস্য ঘটনায়াম্ সম্ভাবনে পটীয়সী অতি সমর্থা ॥ ৪৮

শ্লোকার্থ। রাহুরূপ তমঃ চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিলেও সেই তমঃ যেমন চন্দ্র দ্বারাই প্রকাশিত হয়, অনাদি অজ্ঞানও (অবিদ্যাও) সেই রূপ স্বপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠানকে আবৃত করিয়া তাহা দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং বিক্ষেপ উৎপাদন পূর্বক ভ্রম জন্মায় বলিয়া লোকে "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদি মিথ্যা অনুভব করে। হায় হায়! অবিদ্যা সত্যই অনির্বচনীয়া। ৪৭

(৩৯ টিপ্পণি)

শ্লোকার্থ। যেমন স্বপ্রকাশ চৈতন্য অন্য চৈতন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশে সমর্থ, তদ্রূপ ভেদবুদ্ধিই অন্য ভেদজ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়া ঘট পটাদির ভেদ জ্ঞানে পরস্পর ভেদ নির্ণয়ে সমর্থ এবং বিভ্রম সৃষ্টি দ্বারা মোহ উৎপাদন কারিণী অঘটন ঘটন পটীয়সী অবিদ্যাও অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেকে প্রকাশিত করে ও অধ্যাসাদি স্বকার্য্য নির্বাহ করে।

৪৮ (৪০ টিপ্পণি)

৪৭ শ্লোকার্থের অর্থদীপ। বৈদান্তিক মায়াকে অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অনির্বচনীয় বলিয়া কিছু স্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা কঠিন। শূন্যবাদী বৌদ্ধও বলিতে পারেন, শূন্যও

অনির্বচনীয়। যদি অনির্বচনীয় বলিয়া কিছু মানিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে শূন্য না মানিবারও কোন কারণ নাই। নৈয়ায়িক প্রভৃতি বলতে পারেন, তুমি বলিতেছ মায়াটি কি পদার্থ। আমি বেশ বুঝি, কেবল বাক্যে বুঝাইতে পারি না। তুমি বুঝাইতে পারিতেছ না, তাহা বেশ বুঝি। অথচ তুমি যে বুঝিয়াছ, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বৈদান্তিক বলেন, তর্কদ্বারা ইহার নিরূপণ হয় না। উক্ত মর্মে পঞ্চদশীতে ৬।১৫০ শ্লোকে আছে, 'অচিন্ত্যাঃ খলুঃ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ'। তাঁহাদের মতে তর্ক বলে ইহার মীমাংসা সম্ভব নহে। শ্রুতি বাক্যই ইহার প্রমাণ। পঞ্চদশীকার ৬।৫৮শ্লোকে আরওবলিয়াছেন—ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্বে লৌকিকতার্কিকাঃ। অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাৎ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ। লৌকিক বুদ্ধি সম্পন্ন যে তার্কিক নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, মূর্খতা নিমিত্ত শ্রুতি বাক্যের অনাদর করিয়া সে কেবল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। মায়া আছে বলিয়াই জীব এবং ঈশ্বরও আছেন। যখন চৈতন্য ব্যষ্টিগত ভাবে তমঃ প্রধান মলিন সত্ত্ব মায়ার অবরণে উপস্থিত হয়, তখন সেই চৈতন্যই জীব। আর যখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান সমষ্টিগত মায়া চৈতন্যের উপাধি হয়, তখন সেই চৈতন্যই ঈশ্বর। এই মায়া আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বর মর্ত্য লোকে অবতীর্ণ হন। উক্ত মর্মে গীতায় ৪।৬ শ্লোকে আছে, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। ভগবান এই মায়াকেই তাঁহার অপরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন, আবার চৈতন্যস্বরূপ তিনিই পরাপ্রকৃতি। জীব এই অপরাপ্রকৃতির দ্বারা আবিষ্ট চৈতন্য এবং এই অপরা প্রকৃতিই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছে। গীতায় ৭।৫ শ্লোকে আছে, "অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"॥ পঞ্চদশীকরাও ৬।২৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন— মায়াখ্যায়াঃ কাম ধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। যথেচ্ছং পিতবাং দ্বৈতং তত্ত্বদ্বৈত মেবাহি॥ মায়ারূপিণী কামধেনুর দুই বৎস—জীব ও ঈশ্বর। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে দ্বৈতজ্ঞানরূপে দুগ্ধ পান করুক, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র

প্রকৃত তত্ত্ব। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। বস্তুতঃ মায়া-মুক্তিই মুক্তি। উক্ত মর্মে গীতায় ৭।১৪ শ্লোকে আছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ॥

আমার এই মায়া দৈবী ও গুণময়ী। ইহাকে অতিক্রম করা দুষ্কর। যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, একমাত্র তাহারাই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

অধ্যাসোনধিগত বস্তুনিহ্যতস্মিন্
তদ্বুদ্ধিঃ স্ফুটমনুভূয়তে প্রতীচি।
অজ্ঞোহং গলিত বলো নরো দরিদ্রো
জীবেয়ুর্মম তনয়া কথং বতেতি ॥৪৯

শুদ্ধো হৃষ্টঃ স্থিরোহং বুধ ইতি চ তনাবাত্মধর্মান্ন্যবাহং
স্থূলো গৌরোভিরূপঃ পটুরিতি চ নিজে দেহধর্মান্মিমীতে।
অন্যোন্যাধ্যস্তসত্যানৃতবলিতবপুর্লোহপিণ্ড প্রবিষ্টো
বহ্নিঃ কূটাভিঘাতানিব বিবিধভবানর্থজাতং প্রপন্নঃ ॥৫০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অধ্যাসলক্ষণমধ্যাসভেদং চ দর্শয়তি, অধ্যাস ইতি—

হিঃ প্রসিদ্ধৌ অনধিগত বস্তুনি সামান্যতো ভাসমানেপি বিশেষতো ন ভাসমানে পদার্থে অতস্মিন্ আরোপ্যভিন্নে তদ্ বুদ্ধিঃ আরোপ্যবুদ্ধিঃ অধ্যাসঃ স চাধ্যাসঃ প্রতীচি প্রত্যগাত্মনি অহমহমিতি ভাসমানে সাক্ষিণি স্ফুটম্ অনুভূয়তে সাক্ষাৎ প্রতীয়তে অহম্ অজ্ঞঃ অহম্ গলিতবলঃ ক্ষীণবলঃ অহম্ নরঃ মনুষ্যঃ অহম্ দরিদ্রঃ ধনহীনঃ ইতি বতেতি খেদে মম তনয়াঃ পুত্রাঃ কথম্ জীবেয়ুঃ জীবিষ্যন্তি ইতি চ অহন্তা মমতা ভেদেন দ্বিবিধোহয়মধ্যাসঃ প্রতীচি অবান্তর ভেদাস্ত বহব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

আত্মনত্মাত্মধর্মাণামধ্যাসমননাত্মন্যাত্ম ধর্মাণাং তদাত্ম্য সংসর্গাধ্যাসং দর্শয়তি শুদ্ধ ইতি—

তনৌ শরীরে অহম্ শুদ্ধঃ নির্দোষঃ হৃষ্টঃ সুখী স্থিরঃ বুধঃ চেতনঃ ইতি এবম্ আত্মধর্মান্ শুদ্ধত্বাদীন্ মিমীতে অধ্যস্যতি তথা নিজে স্বাত্মনি অহম্ যুবা স্থূলঃ গৌরঃ অভিরূপঃ সুরূপঃ পটুঃ শীঘ্রকারী ইতি এবম্ দেহধর্মান্ যুবত্বাদীন্ মিমীতে এবং পরস্পর তাদাত্ম্যেন অন্যোন্যস্মিন্ অধ্যস্তাভ্যাম্ সত্যানৃতাভ্যাম্ বলিতবপুঃ মিশ্রিত স্বরূপঃ জীবঃ বিবিধভবানর্থ জাতম নানাবিধ সংসারানর্থ সমূহম্ প্রপন্নঃ প্রাপ্তঃ কঃ কানিব লোহপিণ্ড প্রবিষ্টঃ বহ্নিঃ লোহপিণ্ডেন তদাত্ম্যং প্রাপ্তোগ্নিঃ কূটাভিঘাতান্ কূটে লোহপিণ্ডে লোহান্তরেণ যেভিঘাতাস্তাড়নানি তান্ ইব অবিবেকাত্তথা তত্র তাড়িত ইব ভবতি বহ্নিস্তথা দেহেঽনর্থং প্রাপ্ত ইব জীব ইতি ভাবঃ ।। ৫০

শ্লোকার্থ। জীবাত্মার নিকট সাধারণত; যে বস্তুর যেরূপ, তৎ পরিবর্তে তাহা যখন স্পষ্টই অন্যরূপে প্রতীত হয়, তখন তাহাকে অধ্যাস বলে। তাহা না হইলে মানুষ 'আমি অজ্ঞ, দুর্বল, দরিদ্র এবং আমি সাধারণ নর ও আমার পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন সকলে বাঁচিয়া থাকুক' এরূপ বলে কেন ?। ৪৯ (৪১ টিপ্পনি)

শ্লোকার্থ। শুদ্ধ, হৃষ্ট, স্থির, জ্ঞানী ইত্যাদি আত্মার ধর্মসমূহ শরীরে এবং যুবা, স্থূল, গৌর, সুন্দর, পুষ্ট প্রভৃতি দেহধর্ম সমূহ আত্মায় আরোপিত করিয়া মানব নিজেকে শুদ্ধ হৃষ্ট গৌর স্থূল ইত্যাদি মনে করে। এইরূপ আত্মার ধর্ম শরীরে ও শরীরের ধর্ম আত্মায় অধ্যস্ত করিয়া সত্য ও মিথ্যায় পরিপুষ্ট হইয়া লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি যেমন লৌহময় মুদ্গরাদির আঘাত অনুভব করে, জীবাত্মাও তদ্রূপ বিবিধ অনর্থের ভাগী হয়। ৫০ (৪২ টিপ্পণি)

দৃষ্টঃ প্রত্যক্ পরাচোর্বিষয়ি বিষয়য়োর্ভাস্তমোবদ্বিরোধে-
প্যধ্যাসোঽহং মমেতি স্ফুটমিতি সুধিয়াং নাস্ত্যসম্ভাবনাত্র।

স্বপ্নাদৌগত্যভাবাদ্ গগনমলিনিমাধ্যাসদৃষ্টের্বুধানাং
পশ্বাদীনাং চ সাম্যাদ্ ব্যবহৃতিরখিলাধ্যাসমূলেতি সিদ্ধম্ ।।৫১
ধর্মাদ্দেবত্বমেতি ব্রজতি পুনরধঃ পাতকৈঃ স্থাবরাদীন্
দেহান্ প্রাপ্য প্রণশ্যন্ ক্বচিদপি লভতে মানুষত্বং চ তাভ্যাম্।
কর্মজ্ঞানোভয়েন ব্রজতি বিধিপদং মুচ্যতে কোপি তস্মিন্
রাগী প্রত্যেতিভূয়ো জনিমিতি বিষমং বংভ্রমীতীহলোকঃ ॥৫২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

রূপবত্যারোপ্য সদৃশে এবাধিষ্ঠানেধ্যাসদর্শনান্নাত্মন্যধ্যাস সম্ভব ইত্যত আহ, দৃষ্ট ইতি—

ভাস্তমোবৎ প্রকাশান্ধকারয়োরিব বিরোধেপি বিষয়ি বিষয়য়োঃ জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ প্রত্যক্ পরাচোঃ সর্বান্তরাত্মতদ্বাহ্যাখিল পদার্থয়োঃ ক্রমেণ অহং মম ইত্যধ্যাসঃ স্ফুটং যথাস্যাত্তথা সর্বৈঃ দৃষ্টঃ অনুভূতঃ ইতি হেতোঃ বিরোধভান-সাদৃশ্যাভানস্থলেপি অত্র উক্তেস্মিন্নধ্যাসে সুধিয়াম্ বিদুষাম্ অসংভাবনা নাস্তি গত্যভাবাৎ অগত্যা স্বপ্নাদৌ আদিশব্দাৎ স্ফটিকলৌহিত্য স্থলে বিসদৃশে এবাত্মনি স্ফটিকে চ স্বাপ্নলৌহিত্যাধ্যাসঃ তথা নীরূপেপি গগনে মালিন্যাধ্যাস দর্শনাচ্চ তথা চ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি ব্যবহারে বুধানাম্ শাস্ত্রিণাম্ পশ্বাদীনাং চ সাম্যাৎ তুল্যত্বাৎ অখিলা লৌকিকী বৈদিকী সর্বা ব্যবহৃতিঃ ব্যবহারঃ অধ্যাসমূলা অধ্যাসাদেব ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৫১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অধ্যাসকৃতানর্থং বৈরাগ্যায় দর্শয়তি, সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্—

লোকঃ জনঃ ধর্মাৎ বিহিতানুষ্ঠানজপুণ্যাৎ দেবত্বম্ এতি দেবো ভবতি পুনঃ পাতকৈঃ বিহিতাকরণ নিষিদ্ধ করণজপাপৈঃ অধঃ নরকম্ ব্রজতি ততঃ শেষ পাতকৈঃ নীচান্ স্থাবরাদীন্ দেহান্ প্রাপ্য বহুশঃ প্রণশ্যন্ বিনশ্যন্ দৈবাৎ ফলায় সহোদ্ভূতাভ্যাম্ তাভ্যাম্ নিজ ধর্ম পাতকাভ্যাম্ ক্বচিদপি কদাচিদপি মানুষত্বম্

মনুষ্যশরীরম্ চ লভতে কর্মজ্ঞানোভয়েন কর্মোপাসনাভ্যাম্ বিধিপদম্ হিরণ্যগর্ভস্থানম্ সত্যলোকম্ ব্রজতি তস্মিন্ বিধিপদে কোঽপি বিরক্তঃ মুচ্যতে ব্রহ্মণা সহ মুক্তো ভবতি রাগী ভোগেচ্ছুঃ ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ জনিম্ জন্ম প্রত্যেতি ব্রহ্মলোকাদাগত্য প্রাপ্নোতি ইতি ইত্থং বিষয়ম্ বহুদুঃখং যথাস্যাত্তথা ইহ সংসারে লোকঃ জনঃ বংভ্রমীতী পুনঃ পুনঃ ভ্রমত্যেব ক্ষণমাত্রমপি ন বিশ্রাম্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫২

শ্লোকার্থ। বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, জীবাত্মা ও বাহ্যজগৎ পরস্পর আলোক ও অন্ধকার সদৃশ বিরুদ্ধ বস্তু; তথাপি অধ্যাস বশে বুদ্ধিমানদের নিকট 'আমি ও আমার' এইরূপ বোধ হয়। সেইহেতু কি মানুষ, কি মানুষ্যেতর জীব প্রভৃতিতে সমভাবে স্বাপ্নিক বিষয়ে এবং আকাশের মালিন্যাদিতে যে অধ্যাস দৃষ্ট হয়, তদ্বারা যাবতীয় জাগতিক ব্যবহারের মূলেই যে অধ্যাস বিদ্যমান তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ৫১ (৪৩ টিপ্পনি)

শ্লোকার্থ। ধর্মানুষ্ঠান করিয়া লোকে দেবত্ব লাভ করে, পাপ কর্মের ফলে স্থাবরাদি শরীর ধারণ করে এবং উক্ত পুণ্য ও পাপের ফলে নানা যোনি ভ্রমণ শেষে পুনরায় মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। যাগাদি কর্ম ও উপাসনার ফলে কচিৎ কেহ বিধাতার স্থান বা হিরণ্যগর্ভের সহিত সালোক্য লাভ করে। কেহ বা তাহাতেও বিরক্ত হইয়া মুক্তিকামী হয়, কেহ বা আসক্তি প্রভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এই প্রকারে মানুষ বারংবার বহুদুঃখে লোক হইতে লোকান্তরে ও জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকে। ৫২ (৪৪ টিপ্পণি)

দুঃখং স্বর্গাৎ প্রপাতে বহুবিধ নরকে গর্ভবাসেঽতিদুঃখং
নিঃস্বাতন্ত্র্যাশনায় গ্রহগদরুদিতৈঃ শৈশবে দুঃখমেব।
তারুণ্যেঽহমর্ষলোভব্যসনপরিভবোদ্বেগ দারিদ্র্য দুঃখ্যং
বার্দ্ধক্যে শোক মোহেন্দ্রিয় বিলয়গদৈর্দুঃখমন্তেঽতি
দুঃখম্ ॥৫৩

ইত্থং যঃ কর্মবদ্ধো ভ্রমতি পরবশঃ প্রাণভৃজ্জন্মসঙ্ঘৈর্দুঃখস্যান্তং
ন বেত্তি স্মরতি ন চ জনিব্রাতমজ্ঞানযোগাৎ।
তং সর্বানর্থমূলপ্রশমন বিধিনা স্বাত্মরাজ্যেভিষেক্তুং
তাৎপর্য্যেণ প্রবৃত্তাঃ শ্রুতিশিখরগিরঃ সূত্রভাষ্যাদয়শ্চ ॥৫৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

স্বর্গাৎ উপরিতনলোকাৎ প্রপাতে পতন সময়ে দুঃখম্ তত্রত্য ভোগ বিয়োগজম্ ততঃ বহুবিধ নরকে নরকান্যনে গর্ভবাসে অতি দুঃখম্ ততঃ শৈশবে বাল্যে নিঃস্বাতন্ত্র্যাৎশনায়গ্রহগদরুদিতৈঃ মশক মাত্র নিবারণেপি স্বাধীনতায়া অভাবেন ভোজনেচ্ছয়া বালগ্রহেণ রোগেন রোদনেন দুঃখঃমব ততঃ তারুণ্যে যুবত্বে অমর্ষ লোভ ব্যসন পরিভবোদ্বেগ দারিদ্র্যদুঃখম্ ক্রোধঃ ধনে রাগাধিক্যম্ স্ত্র্যাদিম্বাসক্তিঃ শত্রবাদিভিস্তিরস্কারঃ চোরাদ্যুপদ্রবে ব্যগ্রতাং দৈবাৎধনাভাবে দরিদ্রতৈব দুঃখম্ ততঃ বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধভাবেপি দুঃখম্ কৈঃ শোক মোহেন্দ্রিয়বিলয়গদৈঃ ইষ্ট বিয়োগাদন্তর্দাহেন অবিবেকেন ইন্দ্রিয়নাশেন রোগেন চ ততঃ অন্তে মরণে তু অতিদুঃখম্ নিপীড়নেন ব্যাপীক্ষুরসস্যেব সর্বতঃ প্রাণানাং নিষ্ক্রমনেধিক দুঃখম্ ॥ ৫৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

যঃ প্রাণভৃৎ জীবঃ অজ্ঞান যোগাৎ অনাত্ম জ্ঞান সম্বন্ধাৎ কর্মবদ্ধঃ কর্মবন্ধনযুতঃ পরবশঃ শরীরাধীন সন্ ইত্থন্ উক্ত প্রকারেণ জন্ম সঙ্ঘৈঃ জন্মসমূহেঃ ভ্রমতি তথা এতৎ দুঃখস্য অন্তম্ ন বেত্তি ন জানাতি চ পুনঃ জনিব্রাতম্ অতীতজন্মসমূহম্ ন স্মরতি অগ্রিম গ্রন্থ প্রবৃত্তি হেতুং দর্শয়তি উত্তরার্দ্ধেন শ্রুতিশিখরগিরঃ বেদান্তবাক্যানি সূত্রভাষ্যাদয়শ্চ শারীরকসূত্র তদ্ভাষ্যাদি গ্রন্থাশ্চ তম্ প্রাণভৃতম্ স্বাত্মরাজ্যে শুদ্ধ নিজাত্মরূপ পরমানন্দে অভিষেক্ত ম স্থিরীকর্তুম্ তাৎপর্য্যেণ প্রবৃত্তাঃ ন তু সাক্ষাৎ কেন সর্বানর্থমূল প্রশমন বিধিনা অজ্ঞাননিবর্তক শুদ্ধাত্মাকার বোধোৎপাদনেন ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমৎ স্বারাজ্যসিদ্ধৌ প্রথমং প্রকরণম্

শ্লোকার্থ। স্বর্গ হইতে পতন এবং বহুবিধ নরকে ও মাতৃগর্ভে বাস অতিশয় দুঃখজনক। বাল্যে সর্ববিষয়ে একান্ত পরনির্ভরতা, অশুভগ্রহদৃষ্টিপ্রভাব জনিত নানা প্রকার ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও তজ্জন্য অতিশয় কাতরতা প্রভৃতি অতীব দুঃখজনক। যৌবনে কাম, ক্রোধ, লোভ, বিবিধ ব্যসন, অন্যের নিকট পরাভবাশঙ্কায় উদ্বেগ, দারিদ্র্য এবং বার্দ্ধক্যে শোক, মোহ, ইন্দ্রিয় বৈকল্য, নানাবিধ রোগ এবং পরিশেষে মরণেও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৫৩

শ্লোকার্থ। এইরূপে কর্মবদ্ধ ও পরাধীন জীব বহুজন্ম গ্রহণ পূর্বক নানা যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। হায়! তাহার দুঃখের সীমা নাই এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও সে জানে না। অজ্ঞান বশে পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথা স্মরণ করিতেও পারে না। বেদান্ত বাক্য এবং উহার সূত্র ভাষ্যাদি জীবের সর্ববিধ অনর্থ এবং অজ্ঞান প্রশমন পূর্বক তাহাকে পরমানন্দে আত্মরূপ স্বারাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য তাৎপর্য্য বলে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৫৪

প্রথম প্রকরণের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ং প্রকরণম্

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সকলানর্থ নিবৃত্তিপূর্বক নির্বিশেষ পরমানন্দে শ্রুতি তাৎপর্য্যমুদ্ঘাটয়িতুম-ধ্যারোপ প্রকরণানন্তরমপবাদ প্রকরণং চিকীর্ষুঃ প্রকরণদ্বয়তাৎপর্য্যস্য নির্বিশেষ বিষয়ত্বেপি ভ্রান্ত বোধনায় প্রবৃত্তস্তদ্দৃষ্টিসিদ্ধ পদার্থ তৎসংবন্ধাদি ভেদমাদায় লক্ষ্যলক্ষণভাবং প্রকরণদ্বয় সিদ্ধ পদার্থয়োরাদৌ দর্শয়তি হেতুত্বমিতি।

হেতুত্বং লক্ষণং যদ্গদিতমিদমুপাদান কর্তৃত্ব রূপং
তাটস্থ্যাদাস্পদং স্বং গময়তি পরমং ব্রহ্ম শাখেব চন্দ্রম্।
এবং লক্ষ্যং চ সচ্চিৎ সুখবপুরখিলদ্বৈতহীনং সুসূক্ষ্মং
সত্যজ্ঞানাদি মন্ত্রোদিতমখিলমনোবাগতীতং গুহাস্থম্॥১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

উপাদান কর্তৃত্বরূপম্ উপাদানত্ব নিমিত্তত্বরূপম্ অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ-মিতি যাবৎ হেতুত্বম্ জগজ্জন্মাদিকারণত্বম্ যৎ লক্ষণম্ গদিতম্ পঞ্চদশপদ্যে কথিতম্ তৎ ইদম্ লক্ষণম্ স্বম্ আস্পদম্ নিজাধিষ্ঠানম্ পরমং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম গময়তি লক্ষয়তি কস্মাৎ তাটস্থ্যাৎ তটস্থত্বাৎ সাক্ষাৎ সংবন্ধাভাবেপ্যধ্যস্তত্বেন সমীপে ইব স্থিতত্বাৎ নত্বসংবন্ধেনাপি তত্তটস্থেন বৃক্ষাদিনা লক্ষয়তি নদীং নদীং যিযাসুং জনং জনো যথা তথাত্রাপীতি ভাবঃ কং কেব চন্দ্রং শাখা ইব কল্পিত চন্দ্র সামীপ্যেন শাখায়া লোকে চন্দ্রলক্ষকত্বং প্রসিদ্ধম্ লক্ষ্যং চ লক্ষ্যমপি এবম্ লক্ষণমিবকল্পিত সংবন্ধেনৈব অত্র হেতুঃ কীদৃশম্ সচ্চিৎ সুখ বপুঃ সচ্চিদানন্দরূপম্ পুনঃ অখিলদ্বৈতহীনম্ সর্বদ্বৈতসংবন্ধশূন্যম্ পুনঃ সুসূক্ষম্ যতো নাধিকং কিংচিৎ সূক্ষম্ পুনঃ সত্যজ্ঞানাদি মন্ত্রোদিতম্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যুক্তম্ পুনঃ অখিলমনোবাগতীতম্ বাগাদ্যবিষয়ম্ পুনঃ গুহাস্থম্ অধিষ্ঠানতয়া পঞ্চকোশ রূপাবরকস্থম্॥ ১

শ্লোকার্থ। পূর্বে পঞ্চদশ শ্লোকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-রূপে নিত্য, দ্বৈত সম্বন্ধশূন্য, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই কথিত হইয়াছে। বৃক্ষশাখা যেরূপ চন্দ্রকে নির্দেশ করে, সেইরূপ তটস্থ লক্ষণও তদ্রূপ স্বীয় বিষয়, বাক্য ও মনের অতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দ মূর্তি, সত্য জ্ঞানাদি স্বরূপ, অতি সূক্ষ্ম, গুহাস্থ অদ্বৈত তত্ত্ব পরব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া থাকে। ১ (৪৬ টিপ্পণি)

কূটস্থং ব্রহ্ম বিশ্বং জনয়তি ন বিনা মায়য়া সা চ মিথ্যা,
তস্মিন্ শব্দ প্রসিদ্ধেঃ পরসমধিগমাত্তন্নিবৃত্তি শ্রুতেশ্চ।
সৈবাবিদ্যা মৃষার্থা অপি সমধিগতাঃ কার্যদক্ষাঃ প্রপঞ্চঃ
তস্মান্মায়ুরপিচ্ছচ্ছবিরিব গহনো ব্রহ্ম সংবিদ্বিবর্তঃ ॥২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

লক্ষ্যস্যাদ্বৈতত্বায়াহ, কূটস্থমিতি—

কূটস্থম্ লোহতাড়নাধার লোহপিণ্ডবন্নির্বিকারতয়া স্থিতম্ ব্রহ্ম বিশ্বম্ জগৎ জনয়তি পরন্তু মায়য়া বিনা ন কিন্তু মায়য়ৈব অন্যথা কূটস্থত্বাসিদ্ধেঃ সা চ মায়া তু মিথ্যা কুতঃ তস্মিন্ শব্দ প্রসিদ্ধেঃ লোকে নট প্রদর্শিত মিথ্যার্থে মায়া শব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ চ পুনঃ পর সমধিগমাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানাৎ তন্নিবৃত্তিশ্রুতেঃ মায়া বা নিবৃত্তি-শ্রবণাৎ সৈবাবিদ্যা মায়া এক অবিদ্যা এতেন জ্ঞানাজ্ঞান বিরোধেপ্য বিরোধি মায়া নিবৃত্তিঃ কথং জ্ঞানেনেতি চোদ্যো নিরস্তঃ মৃষার্থাঃ অপি অসুরাদি মায়া নির্মিত জীবাদি পদার্থা অপি কার্য্য দক্ষাঃ স্বোচিত যুদ্ধাদি সমর্থাঃ সমধিগতা পুরাণাদৌ প্রসিদ্ধাঃ এতেন মিথ্যাত্বে জগতো ন ব্যবহারো ন হি শুক্তিরূপ্য-ভূষিতকরঃ কোপি দৃশ্যতে ইতি নিরস্তম্ বিচিত্র শক্তি বিচিত্র পদার্থকল্পনা নটমায়াস্বপি প্রসিদ্ধেতি সর্বচোদ্যানবতার প্রকারো বুদ্ধিমদ্ভিরভ্যূহ্য ইতি নিষ্কর্ষঃ তস্মাৎ মায়িকত্বাৎ প্রপঞ্চঃ জগৎব্রহ্ম সংবিদ্বিবর্তঃ ব্রহ্মচৈতন্যস্য রূপান্তরেণ প্রতিভাসঃ প্রপঞ্চঃ পুনঃ কীদৃশঃ মায়ুর পিচ্ছ চ্ছবিঃ ইব গহনঃ ময়ুরাবয়বপিচ্ছস্য কান্তিবৎ অচিন্ত্যঃ যথাসাকান্তিরনেকধা প্রতীতের্ন নিশ্চীয়তে তথেতি ভাবঃ ॥ ২

শ্লোকার্থ। কূটস্থ ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করেন; কিন্তু মায়া বিনা সৃষ্টি কার্য সম্ভব হয় না। আর সেই মায়াও মিথ্যা। মায়া শব্দের অর্থ মিথ্যা, ইহাও লোক প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মায়া নিবৃত্ত হয়, ইহাও শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। সেই মায়াই অবিদ্যা এবং পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও সৃজনে সমর্থা। সেই মায়ার শক্তিই ময়ুর পুচ্ছ তুল্য বিচিত্র ও অনির্বচনীয়। এই বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্ত মাত্র। ২ (৪৭ টিপ্পণি)

যস্মাদ্বিশ্বংসদুত্থং সদুপভৃতমথো লীয়তে তত্র তস্মাৎ
সন্মাত্রং নান্যদস্মান্মৃদ ইব ঘটিকোদঞ্চনাদি বিকারঃ।
সদ্ভেদে স্যাদসত্ত্বং সদথযদি তদানাস্তি ভেদঃ কথং চিদ্ভেদা-
ভেদৌ বিরুদ্ধৌ নহি ভবতি ভিদাঽভিন্ন বস্তু প্রতিষ্ঠা॥ ৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ জগতো ব্রহ্মরূপত্বোক্ত্যা লক্ষ্যাদ্বৈতত্বং বিশদয়তি, যস্মাদিতি—

যস্মাৎ কারণাৎ বিশ্বম্ জগৎ সদুত্থম্ সদ্রূপ ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তম্ পুনঃ সদুপ-ভৃতম্ ইদানীমপি সতা এব ধৃতম্ অস্তি অথো অনন্তরম্ তত্র সতি লীয়তে তস্মাৎ কারণাৎ সন্মাত্রম্ সদেব অস্মাৎ সতঃ অন্যৎ ন কঃ কস্যা ইব ঘটিকোদঞ্চনাদিঃ বিকারঃ অল্পঘটশরাবাদিকার্যম্ মৃদঃ ইব মৃত্তিকাতঃ যথা অন্যো ন সদ্ভেদে ব্রহ্মতঃ ভেদে সতি বিশ্বস্য অসত্ত্বম্ মিথ্যাত্বম্ স্যাৎ অথ যদি বিশ্বম সৎ ইতি পক্ষঃ তদা কথং চিৎ ব্রহ্মতঃ ভেদো নাস্তি কেনাপি প্রকারেণ উভয়থাপি বিশ্বং মিথ্যেতি ভাবঃ ভেদাঽভেদৌ বিরুদ্ধৌ একত্র বিরুদ্ধয়োঃ স্থিতাববশ্যমেকহানির্দ্বয়োর্মধ্যে ইতি নায়ং তৃতীয়পক্ষো যুক্ত ইতি ভাবঃ স্যাদেতৎ অভিন্নবস্তুপ্রতিষ্ঠা ন ভিন্নং বস্তু যস্মাৎ তন্নিষ্ঠা ভিদাভেদঃ ন হি ভবতি নৈব ভবতি প্রতিযোগ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩

শ্লোকার্থ। এই বিশ্ব সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই স্থিত এবং প্রলয়কালে তাহাতেই প্রলীন হয়। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট ও

শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই বিশ্বও ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে বিশ্ব প্রপঞ্চকেও অসৎ বলিতে হয়। আর যদি জগৎকে সৎ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বস্তু হইতে ইহার কোনও ভেদই থাকে না। আপাততঃ ব্রহ্মের সহিত জগতের এই ভেদও অভেদ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই। এই প্রতীয়মান ভেদের অর্থ ই হইল "ব্রহ্মের সত্তায়ই জগতের সত্তা।" ৩ (৪৮ টিপ্পণি)

ভেদোঽভিন্নে প্রতীতো ভবতি খলু মৃষা চন্দ্রনানাত্মতা-
বদ্ভিন্নেঽভেদশ্চ তদ্বৎপ্রভবতি হি ততো ন স্বতো বস্তুভেদঃ।
ধর্মৈর্ভেদঃ প্রসিধ্যেত্ত্বদি ভবতি ভিদা ধর্মিণো হন্ত তেষাং
ভেদেঽভেদেপি লোকে ন খলু পরিচিতা ধর্মধর্মি ব্যবস্থা ॥ ৪ ॥

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অদ্বৈতায় ভেদাসিদ্ধিং দর্শয়তি, ভেদ ইতি—

অভিন্নে ভেদশূন্যে বস্তুনি প্রতীতো ভেদঃ খলু নিশ্চয়েন মৃষা ভবতি কিম্বৎ চন্দ্র নানাত্মতাবৎ চন্দ্রানেকত্ববৎ তথা ভিন্নে পৃথক পৃথক স্থিতে বস্তুনি প্রতীতেঃ অভেদশ্চ অভেদোপি তদ্বৎ মৃষা ইদং চ দূরস্থবৃক্ষেষু প্রসিদ্ধম্ ততঃ ভেদাভেদয়োর্মৃষাত্বাৎ স্বতঃ অপেক্ষাং বিনা বস্তুভেদঃ বস্তুস্বরূপস্য ভেদাভেদাদিভেদঃ ন প্রভবতি কিন্তু কিঞ্চিদপেক্ষয়ৈবেতি ভাবঃ নম্বেকস্মিন্নপি কনকাদৌ কটকত্বাদি ধর্মভেদাদ্ভেদো লোকপ্রসিদ্ধস্তত্রাহ, ধর্মৈঃ কটকত্বকুণ্ডলত্বাদিভিঃ তদা ভেদঃ প্রসিধ্যেৎ যদি হন্তেতি ভেদে তেষাম্ ধর্মাণাম্ ধর্মিণঃ কনকাদিতঃ ভিদা ভেদঃ ভবতি ভবেৎ ন তু সা ভবতি কনককটকাদ্যভেদস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ কিং চ ধর্মধর্মিব্যবস্থাপি লোকে ভেদে গবাশ্বাদৌ অভেদে চন্দ্রাদৌ খলু নিশ্চয়েন ন পরিচিতা ন দৃষ্টা গবাশ্বাদৌ পরস্পরম্ চন্দ্রে চ স্বস্মিন্নেব ধর্মধর্মি ব্যবহারাদৃষ্টেরেষ ব্যবহারোপি মৃষৈবেতি ন ভেদসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। *যেমন এক চন্দ্র বিভিন্ন আধারে একাধিকরূপে প্রতীত হয়,*

সেই রূপ অভিন্ন বস্তুর যে ভেদ-প্রতীতি হয়, তাহা মিথ্যা। সেই প্রকারেই ভিন্ন বস্তুতেও কখন কখন অভেদ-প্রতীতি হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও মূলবস্তুর কোনও স্বগত ভেদ নাই। ধর্ম দ্বারাই যদি ধর্মীর ভেদ হয় বল, তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হয়, কি ভেদ কি অভেদ বিষয়ে জগতে সেরূপ ধর্ম-ধর্মি ব্যবস্থার সহিত কেহ পরিচিত নহে। ৪ (৪৯ টিপ্পণি)

যচ্চাভিন্নং স্বতস্তন্ন ভবতি পরতো ভেদভাঙ্ নান্য ভেদাদ্-
ন্যোভিদ্যেত ধর্মাঃ কথমথবিবিধা ধর্ম্যভেদাদভিন্না।
ভেদোভিন্নাশ্রয়শ্চেদধিকরণভিদাতেন চেদাত্মনিষ্ঠা নোচে-
দন্যোন্যনিষ্ঠাস্থিতিহতিরথবা তদ্ভিদাতুর্নিরূপা ॥ ৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

প্রকারান্তরেণ ধর্মহেতুকভেদাসিদ্ধিং দর্শয়তি, যদিতি—

চ কিং চ যৎ কনকাদি স্বতঃ অভিন্নম্ হৈমকটকাদ্য ভিন্নম্ তৎ পরতঃ কুণ্ডলত্বাদিনা ভেদভাক্ ন ভবতি উৎপন্ন ভেদবন্ন ভবতি তথা অন্য ভেদাৎ ধর্মনিষ্ঠ ভেদাৎ অন্যঃ ধর্মীকনকাদিঃ ন ভিদ্যেত স্বনিষ্ঠ ভেদান্তরানুৎপত্তাবপি তদ্ভেদেনৈবায়মপি ভেদবান্ন ভবতি অন্যভেদেনান্যস্য ভেদবত্বে অভেদোচ্ছেদাপত্তিরিতি ভাবঃ অথ অনন্তরম্ ধর্মাঃ বিবিধাঃ কথম্ ধর্মেষ্বেব পরস্পর ভেদঃ কথম্ যতঃ ধর্ম্য ভেদাৎ কনকাদিতো হেম্নো ভেদাভাবাৎ হেতোঃ অভিন্নাঃ ধর্মা অপি কটকত্বাদয়ঃ পরস্পরমভিন্নাঃ কটকাভিন্নকনকাভিন্নকুণ্ডলস্য কটকাভিন্নত্ব মেবোচিতম্ তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ কিঞ্চ ভেদঃ সর্বোপি ঘটপটাদি ভেদঃ ভেদাশ্রয়স্যাভিন্নত্বোক্তৌ ব্যাঘাতাৎ ভিন্নাশ্রয়শ্চেৎ তর্হি অধিকরণভিদা ভেদাশ্রয় নিষ্ঠো ভেদঃ তেন চেৎ নিরূপ্যমাণ ভেদেনৈব চেৎ তর্হি আত্মনিষ্ঠা আত্মাশ্রয়ঃ নোচেৎ তেননো কিন্তু ভেদান্তরেণেতি চেৎ ভেদান্তরস্যাপি ভেদত্বেন ভিন্নাশ্রয়কত্ব নিয়মোবশ্যং বাচ্যঃ ভেদান্তরাশ্রয়নিষ্ঠ ভেদস্য চ নিরূপ্যমাণ ভেদহেতুকত্বে স্বাশ্রয়ভেদায় নিরূপ্যমাণভেদো

ভেদান্তরমপেক্ষতে ভেদান্তরং চ স্বাশ্রয়ভেদায় নিরূপ্যমানভেদমিতি অন্যোন্যনিষ্ঠা অন্যোন্যাশ্রয়ঃ অথ ভেদান্তরাশ্রয়স্য ভেদহেতুঃ তৃতীয়ো ভেদ ইতি চেচ্চক্রকাখ্যদোষঃ বা পুনঃ তৃতীয় ভেদাশ্রয়স্থ ভেদায় চতুর্থাদি ভেদাঙ্গীকারে তু স্থিতিহতিঃ বিশ্রান্তিহানিঃ অনবস্থেতি যাবৎ তৎ তস্মাৎ আশ্রয়ানিরূপণাৎ ভিদাতুর্নিরূপা ভেদমাত্রং নিরূপয়িতুমশক্যম্ ॥৫

শ্লোকার্থ। একই উপাদান মূলক বলিয়া যাহা স্বতঃ অভিন্ন, তাহা বিবর্ত্তিত অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন হয় না। অন্য অর্থে ধর্মনিষ্ঠ ভেদ বশে ধর্মীর ভেদ হয় না। ধর্ম বিবিধ হইলেও যদি ধর্মী অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও ভেদ হয় না। ভেদের আশ্রয় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ভিন্নাধিকরণ নিমিত্ত ভেদ হইতে পারে, কিন্তু উপাদানের ঐক্য হেতু সেই ভেদও আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হয়। ভেদান্তর দ্বারা ভেদ নিরূপিত হইলে একটি ভেদ অন্য ভেদের নিয়ামক বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে এবং সেই ভেদও ভেদান্তর অপেক্ষা করিতে পারে। এইক্রমে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব ভেদের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ সম্ভব নহে। এই হেতু ভেদ নিরূপণও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ৫ (৫০ টিপ্পণি)

ভেদোয়ং ভিন্ন ধর্মিপ্রতিভট বিষয়জ্ঞানজজ্ঞানবেদ্যো
ধর্ম্যাদের্ভেদসিদ্ধিঃ পুনরপি চ তথেত্যাপতেচ্চানবস্থা।
ভেদে ধর্ম্যাত্ম ভেদে বত ভবতি মৃষা ভেদবুদ্ধি র্বিভেদে
প্রাগুঃস্যুঃ পূর্বদোষা ন চ গতিরপরা তেন ভেদো মৃষৈব ॥৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

প্রকারান্তরেণ ভেদং খণ্ডয়তি, ভেদোয়মিতি—

কিংচ অয়ং ভেদঃ সামান্যতঃ সর্বোপি ভেদঃ ভিন্নধর্মি প্রতিভট বিষয় জ্ঞানজজ্ঞানবেদ্যঃ পরস্পর ভিন্নস্বাশ্রয় প্রতিযোগি বিষয়কং যজ্জ্ঞানং তজ্জন্য জ্ঞানে গম্যঃ ভেদজ্ঞানে ভেদাশ্রয় প্রতিযোগিনোঃ পরস্পর ভিন্নয়োর্জ্ঞানস্ত

কারণত্বাৎ নহি পটপ্রতিযোগিক ঘটনিষ্ঠ ভেদস্য ঘটপট জ্ঞানমন্তরাজ্ঞানমিতি ভাবঃ এবং চ ধর্মাদের্ভেদ সিদ্ধিরপি চ পুনস্তথা কারণীভূত জ্ঞানবিষয়স্য ধর্ম্যাদেঃ ধর্মিপ্রতিযোগিনোঃ পরস্পর ভেদস্য জ্ঞানমপি তু তথৈব ধর্মি প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনমেব ইতি এবম্ অনবস্থা চ আপতেৎ কারণীভূত জ্ঞানধারায়া অবিশ্রান্তেঃ অথৈতৎ দোষভিয়া ভেদে ভেদপদার্থে ধর্ম্যাদ্যভেদে ধর্মিতঃ প্রতিযোগিতঃ ভেদান্তরাচ্চ অভেদে অঙ্গীকৃতে বতেতি খেদে ভেদবুদ্ধি মৃষা ভবতি ভেদস্য সর্বাভিন্নত্বেনোচ্ছেদাপত্তেঃ এতদ্ভিয়া ভেদে পদার্থেবিভেদ ধর্ম্যাদি প্রতিযোগিকভেদেঙ্গীকৃতে পূর্বদোষাঃ আত্মাশ্রয়াদয়ঃ প্রাদুঃ ষ্যুঃ প্রকটিভবেযুঃ অপরা অন্যা চ গতিঃ উপপত্তিঃ ন তেন হেতুনা ভেদো মৃষৈব মিথ্যৈব ॥৬

শ্লোকার্থ। ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট কোনও বস্তুর প্রতিযোগী বা বিপরীত জ্ঞানকেই ভেদ বলে। ধর্মীর ভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানও এইরূপ অন্য প্রতিযোগী ধর্মীর জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে বলিয়া অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ধর্মী, তাহার প্রতিযোগী অথবা অন্য কোনও বস্তু পরস্পর অভিন্ন মনে করিলে ভেদজ্ঞানই মিথ্যা হয়। অথবা পূর্ববৎ চক্ররূপে অনবস্থাদি দোষ ঘটে। ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ভেদ বুদ্ধিই মিথ্যা। ৬ (৫১ টিপ্পণি)

দ্রব্যে ভেদস্য যোগো ন ভবর্তি নিরূপাখ্যস্য ভাবস্বরূপো
নাভাবোন্যঃ সমত্বাদনুভয়মিলনাম্নাপিতত্তৎ স্বরূপম্।
ভাবাভাবাতিরিক্তং ন চ কিমপি তয়োরস্তি সম্বন্ধরূপং
নিঃসম্বন্ধেপিশুক্তৌ রজত মিব মৃষা তেন ভেদঃ প্রতীতঃ ॥৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

ভেদাসিদ্ধৌ প্রকারান্তরং দর্শয়তি, দ্রব্যে ইতি—

নিরূপাখ্যস্য অন্যোন্যাভাবরূপত্বেন কিং চিদ্বস্তুরূপতয়া বক্তুমশক্যস্য শূন্য স্বরূপস্য ভেদস্য দ্রব্যে যোগঃ কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি সম্বন্ধঃ ন ভবতি ন সংভবতি যতঃ যোগঃ ভাবস্বরূপঃ সম্বন্ধশ্চ সংবন্ধিভ্যাং ভিন্নঃ

সম্বন্ধি নিষ্ঠো ভাবরূপ তদাধারতা চাবস্তুত্বেন ভেদে সংভবতীতি ভাবঃ অথ অভাব স চ সম্বন্ধঃ অভাবরূপঃ তর্হি অন্যঃ ন সম্বন্ধিভ্যাং ভিন্নো ন কুতঃ সমত্বাৎ ভেদস্যাপ্যভাবরূপত্বেন একরূপত্বাৎ পুনঃ স সম্বন্ধঃ তত্তৎ স্বরূপম্ অপি ন সম্বন্ধি স্বরূপমপি ন কস্মাৎ অনুভয় মিলনাৎ মিলনস্যৈব সম্বন্ধ পদার্থত্বেন সম্বন্ধি স্বরূপয়োরুভয়োঃ পৃথগবস্থানাৎ সম্বন্ধি ভিন্নত্ব সম্বন্ধি নিষ্ঠত্বাভাবাৎ অথ তয়োঃ ভেদভেদাধারয়োঃ ভাবাভাবাতিরিক্তম্ সম্বন্ধরূপম্ চ কিমপি নাস্তি উভয়বিধাতিরিক্তস্যাসত্বাৎ তেন হেতুনা নিঃসম্বন্ধেপি সম্বন্ধাভাবেপি প্রতীতঃ প্রতীয়মানঃ ভেদঃ মৃষা কিমিব শুক্তৌ রজতমিব ॥ ৭

শ্লোকার্থ। ভেদ জ্ঞান অনির্বচণীয় এবং যোগ বা সম্বন্ধ ভাবরূপ। এই রূপ অবস্থায় দ্রব্যে ভেদ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অভাবের সহিতও ভেদের সম্বন্ধ থাকে না। কারণ ভেদ ও অভাব উভয়ই অনির্বচণীয়। সেই সম্বন্ধ উভয় সম্বন্ধীর মিলনের অভাব বশে সম্বন্ধীদের স্বরূপ-সম্বন্ধও নহে। যাহা ভাবের অতিরিক্ত, তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই। অতএব সম্বন্ধহীন বলিয়া ব্রহ্মের সহিত বিশ্বপ্রপঞ্চের ভেদ শুক্তিতে রজত জ্ঞানের মতই মিথ্যা। ৭ (৫২ টিপ্পণি)

সংযোগাদেরযোগান্নহি ভবতি ভিদা গোচরশ্চেন্দ্রিয়াণাং
ব্যাপ্তির্নাসঙ্গতায়া ন ভবতি সদৃশী বাক্য তাৎপর্যদূরা।
মানাভাবো ন মানং ন চ পুনরপরং মানমস্ত্যাং তথাপি
প্রত্যক্ষা স্বাপ্নমায়ানগরমিব ভবেৎসাধু সৈষা মৃষৈব ॥ ৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বেন প্রামানিকত্বাদভ্যুপেয়ো ভেদ ইত্যত আহ,

সংযোগাদেরিতি—

ভিদা ভেদঃ ইন্দ্রিয়াণাং গোচরো ন ভবতি কুতঃ সংযোগাদেঃ সন্নিকর্ষস্য

অযোগাৎ ভেদস্যাবস্তুত্বাদিনা সর্বথা সম্বন্ধ যোগ্যতায়া নিরস্তত্বাদিতিভাবঃ এবম্ কচিদপি অসংগতায়াঃ সম্বন্ধশূন্যায়াঃ ভিদায়াঃ ব্যাপ্তির্ন যৎকুত্রাপি নাস্তেব তস্য ক ব্যাপ্তির্বা গৃহ্যেত-পুনঃ সা ভিদা সদৃশী ন ভবতি নিরূপাখ্যে ভেদে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য সম্বন্ধো ন সংভবতি উপমিতিশ্চ সাদৃশ্য জ্ঞানাধীনা পুনঃ ভিদা বাক্যতাৎপর্য্যদূরা অদ্বৈতরূপ বেদতাৎপর্য্যাদত্য সংবদ্ধা মানাভাবঃ মানমুপলব্ধিঃ তদাভাবোনুপলব্ধিঃ মানম্ মানমেব ন ভবতি অভাবত্বেনা বস্তুত্বাদিতি ভাবঃ পুনঃ অস্যাম্ ভিদায়াম্ অপরঞ্চ মানম্ অন্যদপি মানম্ অর্থাপত্ত্যাদি ন সংভবতি অনুমানান্তর্গতত্বাদেরিত্যাহুহম্ প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দানুপলব্ধি গোচরতা তু ক্রমেণ নিরস্তৈব ভিদায়া ইতি ভাবঃ তথাপি প্রমাণাবিষয়ত্বেপি প্রত্যক্ষা সর্বানুভবসিদ্ধা সা এষা ভিদা সাধু সম্যক্ মৃষা এব ভবেৎ কিমিব স্বাপ্নমায়ানগরম্ ইব স্বপ্নপ্রকটিত নগরম্ ইব নটমায়া প্রকটিত নগরমিব চ ইদমেব মিথ্যাত্বং নাম যদপ্রামানিকত্বেপি প্রতীতিরিতি ভাবঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থ। সংযোগাদির অযোগ্য এবং ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বলিয়া যাবতীয় সম্বন্ধশূন্য ভেদের কোনও প্রকার ব্যাপ্তি হইতে পারে না। ইহার সহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই। শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। উপলব্ধির অভাবকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইহাতে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। তথাপি যে ভেদ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা স্বপ্ন দৃষ্ট নগরের ন্যায় মিথ্যা। ৮ (৫৩ টিপ্পণি)

বাহ্যোর্থ্যোবুদ্ধি মাত্রান্ন ভবতি স ভবন্ গোচরঃ স্যাৎপরেষা
মেকৈকং ন দ্বয়ং চেদুভয়মিতি মৃষা তদ্বিশিষ্টপ্রথা চ।
দ্বিত্বাদেঃ সংকরঃ সান্নখলুভবতি তে প্রাগভাবাদ্যবস্থা
ন্যাপেক্ষাবুদ্ধিক্লৃপ্তিঃ সকলমপি শনৈর্যোজ্যমেতৎ পৃথক্ত্বে ॥ ৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

দ্বিত্বাদিরূপভেদ নিরাসায়াহ, বাহ্য ইতি—

বাহ্যোর্থঃ বহির্ভূতঃ বুদ্ধেঃ বহির্ভূতলাদিপ্রদেশে জাতঃ সত্যপদার্থঃ বুদ্ধিমাত্রাৎ কেবলবুদ্ধিনিমিত্তাৎ ন ভবতি নোৎপদ্যতে দ্বিত্বং তু বহির্ভূত ঘটদ্বয়াদিপ্রদেশেঽয়মেকোঽয়মেক ইত্যপেক্ষাবুদ্ধ্যোৎপদ্যতে অনন্তর মিমৌ দ্বৌ ঘটাবিতি প্রতীতেরিতি স্বীক্রিয়তে ভেদবাদিভিঃ তথা চ মেঘেষু বুদ্ধিকল্পিত নগরবন্মিথ্যৈব স্যাদিতি ভাবঃ কিংচ ত্বন্মতে বুদ্ধিজঃ স দ্বিত্বাদিপদার্থঃ ভবন্ উৎপন্নস্সন্ পরেষাং গোচরঃ স্যাৎ পুরুষান্তরগম্যঃ স্যাৎ সত্যবাহ্যঘটাদি-বৎ ন তু তথা ভবতীতি কল্পকৈকগোচরত্বেন তদ্বুদ্ধিমাত্র বৃত্তি স্বাপ্নবনমিথ্যৈব কিং চ একৈকম্ চেৎ ন দ্বয়ম্ একৈকবস্তুনি দ্বিত্বাপ্রতীতেঃ একমেকং ঘটাদিবস্তু যদি দ্বিত্বশূন্যম্ তর্হি উভয়ম্ ঘটাদিযুগ্মম্ দ্বিত্ববিশিষ্টম্ ইতিমৃষা ঘটদ্বয়েদ্বিত্ব প্রতীতির্মিথ্যা ঘটয়োর্দ্বিত্বাভাবস্যাপি সত্বাৎ তদ্ভাববতি তৎপ্রকারকবোধ-স্যাপ্রমাত্বাৎ তদ্বিশিষ্ট প্রথা চ মৃষা দ্বিত্ববিশিষ্টঘটাদিজ্ঞানং চাপ্রমা কিঞ্চ দ্বিত্বাদেঃ দ্বিত্বত্রিত্বাদেঃ সংকর স্যাৎ বহুনাং সমানাশ্রয়কত্বরূপঃ তে তব খলু নিশ্চয়েন প্রাগভাবাৎ হেতোঃ ব্যবস্থা ন ভবতি সর্বত্র দ্বিত্বাদিপ্রতীতে-রত্রৈব দ্বিত্বাদিপ্রাগভাব ইত্যনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ অপেক্ষাবুদ্ধ্যাপি ন ব্যবস্থা স্যাৎ যতঃ অপেক্ষাবুদ্ধি ক্লৃপ্তিঃ ন অত্রেদৃশ্যপেক্ষাবুদ্ধির্হেতুরিতি অপেক্ষাবুদ্ধেঃ নিশ্চয়ো নাস্তি অয়মেকোয়মেক ইত্যপেক্ষয়া ইমৌ দ্বৌ অয়মেক ইত্যপেক্ষয়া চ ত্রিত্বপ্রতীতেঃ এতৎসকলম্ পূর্বোক্ত সর্বদূষণম্ পৃথক্ত্বেপি পৃথকত্বরূপ ভেদেপি শনৈর্যোজ্যম্ ক্রমশো যোজনীয়ম্ সংখ্যাবৎ পৃথক্ত্বস্যাপ্যপেক্ষাবুদ্ধি জন্যত্বেন. তুল্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৯

শ্লোকার্থ। দ্বিত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি বাহ্য অর্থ কেবল বুদ্ধিমাত্র হইতে উৎপন্ন হয় না। ঘটাদিপদার্থের ন্যায় এইরূপ দ্বিত্বাদি বোধ উৎপন্ন হইয়া অন্যের গোচর হয়। ইহাও যেমন মিথ্যা, দুইটি ঘটাদি পদার্থে দ্বিত্বাদি বিশিষ্ট

বোধও তদ্রূপ মিথ্যা। দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি বহু বস্তুর সমান আশ্রয় রূপ যে সম্ভব হয়, প্রাগভাব বশে তাহাও ব্যবস্থিত নহে। ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিও কল্পনা মাত্র। পৃথকত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধও এইরূপ মিথ্যা জানিবে। ৯ (৫৪ টিপ্পণি)

কার্যং নান্যন্নিদানাৎপৃথগনধিগমান্নহ্যুপাদানহেত্বো
বৈলক্ষণ্যং তথাত্বে ন ভবতি সমবায়াদ্ব্যবস্থানুপেতাৎ।
নো চেৎস্বর্ণাদিকার্যে দ্বিগুণগুরুতয়া মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গো-
বস্থা ভেদাদ্বিভেদে স্থিতিগতিভিদয়া ভেদিনঃ স্যুর্নরাশ্চ ॥১০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

তত্তৎ কার্য্যাণামুপাদানকারণরূপাধিকরণ স্বরূপ এব ভেদ ইত্যত্রাহ, কার্য্যমিতি—

কার্য্যম্ নিদানাৎ উপাদানকারণাৎ অন্যৎ ন স্বরূপতোপি ভিন্নং ন কুতঃ পৃথগনধিগমাৎ উপাদানাৎ পৃথক্কৃত্যকার্য্যস্য দর্শয়িতুমশক্যত্বাৎ তথাত্বে কার্য্যস্যান্যত্বে হি যস্মাৎ উপাদান হেত্বোঃ বৈলক্ষণ্যম্ ন বিশেষো ন স্যাৎ স্বানতিরিক্তাতিরিক্ত কার্যোৎপাদকত্বমেব হি বৈলক্ষণ্যম্ সমবায়ো হেতূপাদানভেদকো ভবেদিত্যত্রাহ অনুপেতাৎ অস্বীকৃতাৎ সমবায়াৎ হেতূপাদান ব্যবস্থা ন ভবতি সমবায়াভ্যুপগমে হি সম্বন্ধি ভিন্নসমবায়শ্চ সম্বন্ধিনৌ সমবায়েনৈবাশ্রয়েৎ স চাত্মাশ্রয়ভিন্নাস্ত এব সমবায়ঃ এষ চ সমবায়ত্বাবিশেষাৎ সমবায়েনৈব স্বসংবন্ধিনাবাশ্রয়েৎ স চাপর। এবম্প্রোক্তাশ্রয়ভিয়েত্যনবস্থান্তো দোষঃ নোচেৎ কার্য্যং কারণরূপং চেৎ নো তর্হি স্বর্ণাদিকার্য্যে কটকাদৌ মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গঃ কারণমূল্যাৎ দ্বিগুণং কার্যমূল্যং স্যাৎ কয়া দ্বিগুণগুরুতয়া কারণগুরুত্বেনাতিরিক্ত কার্য্য দ্রব্যে স্বসদৃশ গুরুত্বান্তরোৎপত্ত্যা কারণাৎ কার্য্যপরিমাণস্য দ্বৈগুণ্যাপত্ত্যা অথ অবস্থা-ভেদাৎ কার্য্যকারণাত্যন্তাভেদেপি কটককুণ্ডলাদিরূপাবস্থা পরিণাম ভেদাৎ বিভেদে কনকস্বরূপভেদে স্বীকৃতে স্থিতিগতিভিদয়া গতিনিবৃত্তি গমনাদিরূপা-

বস্থাভেদেন নরাশ্চ নরা অপি ভেদিনঃ ভেদবন্তঃ স্যুঃ তথা চ প্রত্যবস্থং দেবদত্তস্য ভেদেন জননমরণ হেতুকক্রিয়াসঙ্গঃ স্যাৎ ।। ১০

শ্লোকার্থ। উপাদান কারণ হইতে কার্য্যকে পৃথক্‌রূপে দেখান যায় না। যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না। সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও ইহা সম্ভব হয় না। যদি ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে স্বর্ণাদি নির্মিত দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্যের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং স্থিতি, গতি প্রভৃতির ভেদে ব্যক্তিরও ভেদ স্বীকার করিতে হয়। ১০ (৫৫ টিপ্পণি)

পিণ্ডাবস্থা ঘটত্বে মনসি বিমৃশতো হেতু কার্যত্বধীঃ
স্যান্মৃন্মাত্রং যদ্বদেকং স্ফুটমভিমৃশতো নৈব হেতুর্ন কার্যম্।
তদ্বন্মায়িপ্রপঞ্চৌ মনসি কলয়তো ব্রহ্ম বিশ্বস্য হেতুঃ
সন্মাত্রং ত্বেকরূপং পটু পরিমৃশতো নৈব মায়ী ন বিশ্বম্ ॥ ১১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

কার্য্যকারণভেদ প্রত্যয়োঃ মায়িকো ন বস্তুদৃষ্ট্যেত্যাহ, পিণ্ডাবস্থেতি—

পিণ্ডাবস্থা ঘটত্বে মৃদঃ ইমে দ্বে অবস্থে মনসি বিমৃশতঃ ভেদেন ভাবয়তঃ পুরুষস্য হেতুকার্যত্বধীঃ স্যাৎ কার্যকারণভাব রূপভেদবুদ্ধিঃ স্যাৎ উক্তাবস্থয়োঃ একম্ মৃন্মাত্রম্ স্ফুটম্ অভিব্যক্তম্ অভিমৃশতঃ পুরুষস্য যদ্বৎ যথা নৈব হেতুঃ ন কার্যম্ কার্য্যকরণভেদো ন তদ্বৎ তথা মায়ি প্রপঞ্চৌ ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডৌ মনসি কলয়তঃ পৃথগ্‌ভাবয়তঃ বিশ্বস্য হেতুঃ ব্রহ্ম কার্যকারণভেদঃ ইতি যাবৎ সন্মাত্রম্ একরূপম্ মায়িপ্রপঞ্চয়োঃ একসদ্রূপম্ পটু দৃঢ়ম্ পরিমৃশতঃ নৈব মায়ী ন বিশ্বম্ নৈষ ভেদ ইতি ভাবঃ ।। ১১

শ্লোকার্থ। মৃত্তিকার পিণ্ডাবস্থা ও ঘট এই দুইটি দেখিয়াই লোকের মনে কারণ ও কার্য্য বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়েই মৃত্তিকামাত্র বোধ হইলে কারণ ও কার্য্য পৃথকরূপে থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ড পৃথক

বস্তু ভাবিলে কার্য্য ও কারণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে মায়াবী ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। ১১

সন্‌কুম্ভঃ সৎকুসূলং সদখিলমিতি যদ্ভাতি যশ্চ শ্রুতং
প্রাক্‌তৎসত্যং ব্যাপ্য বিশ্বং ঘটপিঠরমুখং মৃত্তিকেবাবভাতি।
তস্মিন্‌ রজ্জাবিবাহি র্নিখিলমপি জগৎকল্পিতং
তৎ স্বভাবাত্তন্মাত্রং তৎপৃথক্‌ত্বে হ্যসদিদমখিলং সাত্তদেবহ্যভেদে ॥ ১২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

মিথ্যাত্বে সত্যতয়া কথং প্রতীয়তে জগদিত্যত্রাহ, সন্‌কুম্ভ ইতি—

কুম্ভঃ সন্‌ সত্যঃ কুসূলম্‌ ধান্যপাত্রম্‌ যৎ অখিলম্‌ সর্বম্‌ সৎ ইতি এবমেকরূপেণ যৎ সত্যম্‌ ভাতি চ পুনঃ যৎ প্রাক্‌ সৃষ্টেঃ পুরা শ্রুতম্‌ শ্রুতিষু নিরূপিতম্‌ তৎ সত্যম্‌ বিশ্বং ব্যাপ্য অবভাতি কেব ঘটপিঠরমুখম্‌ মৃত্তিকা ইব স্বকার্য্যানুগতা সতী ঘটস্থাল্যাদি ব্যাপ্য মৃত্তিকা যথাবভাতি রজ্জৌ অহিঃ ইব তস্মিন্‌ সদ্রূপে ব্রহ্মণি নিখিলমপি জগৎ কল্পিতম্‌ অতঃ তৎস্বভাবাৎ অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ তন্মাত্রম্‌ ব্রহ্মৈব তৎপৃথকত্বে হি সতঃ অন্যত্বে তু অখিলমিদম্‌ জগৎ অসৎ স্যাৎ সদ্ভিন্নস্য গত্যন্তরাভাবাৎ অভেদে হি সদ্রূপত্বে তু তদেব ব্রহ্মৈব ।। ১২

শ্লোকার্থ। স্থূল দৃষ্টিতে কুম্ভ সত্য, ধানের গোলা সত্য, এবং যাহা কিছু অনুভব গোচর হয়, তাহাও সত্য। "সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টির পূর্বেও যাহা একমাত্র সত্য বলিয়া কথিত, সেই সত্যই যেমন মৃত্তিকা ঘট ও শরাবাদি ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তেমনই সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। রজ্জুতে যেরূপ সর্প অধ্যস্ত, তদ্রূপ এই জগৎও ব্রহ্মে কল্পিত। তত্ত্ব দৃষ্টিতে এই অখিল বিশ্ব সেই পরম সত্য হইতে অভিন্ন, এবং যদি বিশ্বপ্রপঞ্চকে তাহা হইতে পৃথক মনে করা হয়, তাহা অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা রূপে প্রতিপন্ন হয়। ১২ (৫৬ টিপ্পণি)

এৈকৈব ব্রহ্মসত্তা ব্যবহৃতিবিষয়ে শুক্তিরূপ্যাদিকে চ
খ্যাস্ত্যাস্থে সত্যমেতজ্জগদিতি ধিয়মা ব্রহ্মবোধাদ্বিধত্তে।
যাবৎ স্ফূর্তি র্দ্বিতীয়ে প্রথিতমিব পটস্ফাটিকে রক্তরূপং
মাঞ্জিষ্ঠং সাধুরক্তঃ পট ইতি ন মৃষা স্ফাটিকে তন্মৃষেতি ॥১৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সর্বস্য সদ্রূপত্বে শুক্তিরজতান্তররজতয়োঃ বাধাবাধৌ কথমত আহ, একেতি—

ব্যবহৃতি বিষয়ে ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারাস্পদে রজতাদৌ শুক্তিরূপ্যাদিকে চ শুক্তৌ ভাতরজতাদৌ চ খ্যান্তী ভাসমানা ব্রহ্মসত্তা একৈব তথাপি আদ্যে ব্যবহৃতি বিষয়ে আব্রহ্মবোধাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তম্ এতজ্জগৎ সত্যম্ ইতি ধিয়ম্ বিধত্তে ইতি প্রতীতিং জনয়তি দ্বিতীয়ে শুক্তিরজতাদৌ যাবৎ স্ফূর্ত্তি ইদং রজতমিতি প্রতীতি পর্য্যন্তমেব এতৎ সত্যমিতি ধিয়ং বিধত্তে নেদং রজতমিতি বাধকস্যাশু প্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ কিমিব পটস্ফাটিকে প্রথিতম্ বস্ত্রে স্ফটিককার্য্য কুণ্ডিকাদৌ চ প্রতীতম্ মাঞ্জিষ্ঠম্ মঞ্জিষ্ঠসম্বন্ধিরক্তরূপম্ ইব কথম্ বস্তুতো রক্ত-রূপস্য মঞ্জিষ্ঠাবয়বস্থত্বেপি পটে রক্তঃ পট ইতি জ্ঞানং ন মৃষা কিন্তু সাধু সত্যম্ স্ফাটিকে তৎ রক্তঃ স্ফটিক ইতি জ্ঞানম্ মৃষা ইতি ইত্থম্॥ ১৩

শ্লোকার্থ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং শুক্তি বা শুক্তিতে প্রতিভাসিত রজতাদিতে একই ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান। শুক্তিতে প্রতিভাসিত রজতজ্ঞান যে পর্য্যন্ত মিথ্যারূপে বোধ হয়, সে পর্য্যন্ত সেই রজত-জ্ঞানই সত্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব পর্য্যন্ত জগৎ ও সেইরূপ সত্য বোধ হয়। মঞ্জিষ্ঠা রঞ্জিত বস্ত্রকে যে রক্ত বস্ত্র বলিয়া বোধহয়, তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু উপহিত লোহিত বস্তুর প্রভাবে স্ফটিককে যে লোহিত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই মিথ্যা। ১৩

(৫৭ টিপ্পণি)

সচ্চিৎ সৌখ্যৈকরস্যেপ্যনৃতজড়মহাদুঃখমোহান্যভাবাৎ
সত্য জ্ঞানাদিবাক্য ব্যবহৃতি বিষয়ে কল্পিতে রূপভেদে।
শুক্তী দন্তেব সত্তা স্ফুরতি সমরসা কল্পিতে নানুবিদ্ধা
শুক্তিত্বাদীব মায়া বরণ পরিভবাচ্চিৎসুখত্বে ন ভাতঃ ॥ ১৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

নহু ব্রহ্ম সন্মাত্রং চেৎ সামান্য বিশেষাংশদ্বয়বৎ এবাধিষ্ঠানত্বাৎ নৈকরসং ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্ তথা সর্বেষাং সুখার্থিত্বাৎ ন কোপি ব্রহ্মাথাস্যাৎ সচ্চিদানন্দাত্মকত্বে তু ঐকরস্যনিরবয়বত্বাদিহানিরত আহ সদিতি—

সচ্চিৎ সৌখ্যৈকরস্যেপি রস আত্মা সচ্চিদানন্দানাম্ একাত্মত্বেপি সত্যজ্ঞানাদি বাক্য ব্যবহৃতি বিষয়ে রূপভেদে কল্পিতে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি বাক্যেন বোধ্যবোধনরূপ ব্যবহার বিষয়ে সত্যত্ব জ্ঞানত্বানন্দত্বরূপরূপভেদে কল্পিতে সতি কল্পনায়াং হেতুঃ কস্মাৎ অনৃতজড়মহাদুঃখমোহান্যভাবাৎ মিথ্যাদিরূপমোহাদ জ্ঞানাৎ অন্যত্বাৎ অন্যস্বভাবত্বাদাত্মনঃ সত্যত্বাদ্যনেকাংশরূপভেদ কল্পনং তু ব্রহ্মণি মিথ্যাত্বাদিনিরাকরণায়ৈবশ্রুত্যাদিভিরিতি ভাবঃ ইত্থমংশে কল্পিতে সত্তা সত্তাংশস্তু কল্পিতেন জগৎ পদার্থেন অনুবিদ্ধা ব্যাপ্তা কল্পিতেন সমরসা তুল্যরূপা সতী স্ফুরতি কা ইব শুক্তীদন্তা ইব যথা শুক্তিগতেদমংশঃ রজতেন ব্যাপ্তা রজতরূপা সতী ইদং রজতমিতি স্ফুরতি তথা সজ্জগদিতি চ চিৎ সুখত্বে চিত্বমানন্দত্বং চ ন ভাতঃ কস্মাৎ মায়াবরণ পরিভবাৎ মায়য়া বৃতত্বাৎ কিমিব শুক্তিত্বাদি ইব অজ্ঞানাবৃতং শুক্তিত্বত্রিকোণত্বাদিকং যথা ন ভাতি তদ্বৎ কল্পিতাংশাদি স্বীকারে ন কাচিদ্ধানিঃ সকলেষ্টসিদ্ধিশ্চেতি ভাবঃ ॥ ১৪

শ্লোকার্থ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তথাপি ব্যাবহারিক জগতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ যেন পৃথক্ বস্তু রূপে বোধ হয়। ইহার কারণ, জড়তাও মহাদুঃখময়ী অবিদ্যা। শুক্তি বলিলে যাহা বোঝায়, শুক্তিতে প্রতিভাসিত

রজতও বস্তুতঃ একই। উভয়ই, সমরস বা একাত্মা। এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই সচ্চিদানন্দ মায়ার আবরণে আবৃত হওয়ায় লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। ১৪

অর্থদীপ। তৃতীয় নমস্কার শ্লোকের টিপ্পণিতে উদ্ধৃত 'যস্মাদ্‌বিশ্বমুদেতি' ইত্যাদি বাক্য বলে প্রমাণিত হইয়াছে, সৎ—চিৎ—আনন্দ মূলত অভিন্ন।

পৃষ্টে কোস্মিনসমাজে নরপতিরিতি যো মত্তমাতঙ্গপৃষ্ঠে
মুক্তাজালান্তরালে শশি ধবললসচ্ছত্রমূলে স্ফুরন্ সঃ।
ইত্যুক্তঃ পুংবিশেষং সপদি পরিচিনোত্যেষ রাজেতি
সর্বং মুক্‌ত্বৈকং যেন পশ্যন্নমুমপরবিধং সৈষ রাজেতি বেত্তি॥ ১৫॥

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

তটস্থ লক্ষণেন সৃষ্টি শ্রুত্যোরধিষ্ঠানং ব্রহ্মবোধয়ন্তীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ, পৃষ্টে ইতি—

অস্মিন্ সমাজে নরপতিঃ রাজা কঃ ইতি পৃষ্টে পৃচ্ছ্যমানে সতি মত্তগজপৃষ্ঠে মুক্তাময় চতুরস্রগজপৃষ্ঠাবলম্বিজালমধ্যে চন্দ্রবৎ স্বচ্ছশোভায়মানচ্ছত্রস্য মূলদেশে স্ফুরন্ অসাধারণবাসো ভূষাদিভির্দীপ্যমানঃ যঃ সঃ রাজা ইত্যুক্তঃ প্রশ্নকর্ত্তা সর্বম্ বিশেষণং ত্যক্ত্বা একং পুরুষবিশেষম্ এবং অয়ম্ রাজা ইতি সপদি তৎ-কালমেব জানাতি নতু বিশেষণ সহিতম্ যেন হেতুনা কালান্তরে অপর বিধম্ উক্তসর্বলক্ষণান্যলক্ষণযুতম্ অমুম্ রাজানম্ পশ্যন্ স এষ যঃ পূর্বং দৃষ্টঃ স এবায়ং রাজা ইতি জানাতি॥ ১৫

শ্লোকার্থ। এই জন সমাজে রাজা কোন ব্যক্তি, এই প্রশ্ন করিলে উত্তর দাতা যখন বলেন, যিনি মুক্তাজালের অন্তরালে শশিশুভ্র ছত্র তলে মত্ত-মাতঙ্গ পৃষ্ঠে বিচিত্র বসন ভূষণে শোভা পাইতেছেন, তিনিই রাজা। তখন হস্তী, ছত্র, মুক্তালঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া পুরুষ বিশেষকেই লোকে রাজা বলিয়া

চিনিয়া থাকে এবং অন্য সময়ে ভিন্ন অবস্থায় হস্তী, ছত্র ও মুক্তামালাদি না থাকিলেও তাহাকেই রাজা বলিয়া জানিতে পারে। ১৫ (৫৮ টিপ্পণি)

বর্ণিতা বিবিদিষাদিযন্ত্রণাৎ পুংবিশেষমিব লক্ষণোক্তয়ঃ।
বিশ্বসর্গবিষয়াগমাঃ পরং লক্ষয়ন্তি নিরবদ্যচিদ্‌ঘনম্‌॥ ১৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি, বর্ণিতা ইতি—

বিবিদিষাদি যন্ত্রণাৎ শ্রোতৃজিজ্ঞাসা বক্তৃতাৎপর্য্যানুরোধাৎ হেতোঃ বর্ণিতাঃ লক্ষণোক্তয়ঃ পূর্বপদ্যোক্তরাজলক্ষণ বাক্যানি পুংবিশেষমিব শ্রোতুর্জিজ্ঞাসা বক্তুশ্চ তাৎপর্য্যং ন বিশেষণেম্বিতি কেবলপুরুষব্যক্তি বিশেষমেব যথা লক্ষয়ন্তি তদ্বৎ জগদুৎপত্তি বিষয়ক বেদবাক্যানি মায়াতৎ কার্য্যদোষরহিত চিন্মূর্তিম্‌ পরং ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। পূর্বোক্ত রাজ নির্ণয় লক্ষণে শ্রোতার জিজ্ঞাসা ও বক্তার উত্তরের তাৎপর্য্য একত্র পিণ্ডিত করিয়া যে লক্ষণা বাক্য পাওয়া যায়, তাহাতে সমস্ত বিশেষণ বর্জিত সেই পুরুষ বিশেষকেই নৃপতিরূপে বুঝায়। বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তৎসমুদয়ে সেইরূপ অনির্বচনীয় একমাত্র চিদ্‌ঘন ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। ১৬ (৫৯ টিপ্পণি)

তত্ত্বমর্থবদত্রয়দ্যপি নান্বয়ানুপপত্তিধীর্নাপ্য
ভিন্নপদার্থকত্বমতঃ পদেষু ন লক্ষণা।
ভেদসঙ্গতিকানি তানি সমেত্য সত্যচিদদ্বয়ং
তৎ পরাণিহিলক্ষয়েয়ুরূপ ক্রমাদ্য নুসারত॥ ১৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সৃষ্টি বাক্যানাং নির্বিশেষ লক্ষণকত্বং নিরূপয়তি, তত্ত্বমর্থবদিতি—

যদ্যপি তত্ত্বমর্থবৎ তত্ত্বমসীতিমহাবাক্যস্থতত্ত্বংপদার্থয়োরিব অত্র সৃষ্টি বাক্যেষু

যতোবেত্যাদিষু অন্বয়ানুপপত্তিধীঃ লক্ষণাবীজম্ নাস্তি তথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-বৎ সৃষ্টিবাক্যানাম্ অভিন্ন পদার্থকত্বমপি নাস্তি পদার্থাভেদোদ্বোধকসমান-বিভক্তিত্বাদি নাস্তি অতঃ হেতোঃ পদেষু লক্ষণা ন তথাপি ভেদ সংগতিকানি ভেদ সম্বন্ধেন পরম্পরান্বিতানি সর্বসৃষ্টিবাক্যানি সমেত্য অভিন্ন নিমিত্তোপদান রূপৈককারণার্থ প্রতিপাদনেন একবাক্যতাং প্রাপ্য সত্যচিদ্রূপম্ অদ্বয়ম্ অখণ্ডম্ ব্রহ্ম লক্ষয়েয়ুঃ হি যতঃ উপক্রমোপসংহারাদি ষড়বিধ লিঙ্গানুরোধাৎ উক্তবিধিব্রহ্মপরাণি তানি তথা চ বাক্যে লক্ষণাসংভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৭

শ্লোকার্থ। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও অন্বয়ের অনুপপত্তি বোধ রূপ কোনও লক্ষণা নাই। অথচ তাহাদের অভিন্ন পদার্থ প্রতিপাদকত্ব বোধও নাই। ভেদ জ্ঞান সম্বন্ধে অন্বিত সেই সকল বাক্য উপক্রম প্রভৃতি অনুসারে ব্যাখ্যা করিলে তাহাদের তাৎপর্য্য দ্বারা অদ্বয় সৎ চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুই লক্ষিত হয়। ১৭

(৬০ টিপ্পণি)

অক্ষজাদিবহিঃ প্রমাণসমেধিতদ্বয়বিভ্রমে
জাগ্রতি শ্রুতিরদ্বয় প্রতিবোধনে সহসাঽক্ষমা
ব্যাবহারিক বস্তুজাতমিদং মৃষেতি বিবক্ষয়া প্রক্রিয়াং
রচয়াংবভূব বিসৃষ্টিসংহৃতিলক্ষণাম্ ॥ ১৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবং চ কিমিতি সৃষ্টি বাক্যানি ভূয়োভূয়ঃ কীর্তয়ন্তি সৃষ্ট্যাদীনেব তত্রাহ, অক্ষজাদীতি—

প্রত্যক্ষাদি বাহ্য বিষয়ক প্রামাণৈঃ সম্যগ্বর্দ্ধিত দ্বৈতভ্রমে জাগ্রতি সত্যতয়া সর্ববুদ্ধৌ স্ফুরতি সতি ঝটিতি অদ্বৈত বোধনে অসমর্থা সতী শ্রুতিঃ উৎপত্তি-প্রলয়রূপাম্ প্রক্রিয়াম্ নির্মিতবতী কয়া ইদং ব্যাবহারিকম্ বস্তু সমূহম্ মিথ্যা

ইতি বিবক্ষয়া ইতি বক্তুমিচ্ছয়া ইতি তাৎপর্যণে তথা চ নিত্যত্ববোধনেন জগতো ব্রহ্মাদ্বয়ত্ববোধনোপায়তয়োৎপত্ত্যাদিকীর্তয়ন্তি শ্রুতয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৮

শ্লোকার্থ। ইন্দ্রিয়জ বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট যে দ্বৈতভ্রম জাগরিত হয়, তাহা নিরাকরনাস্তে শ্রুতি তাহাতে অদ্বৈত বোধ প্রতিপাদনে অসমর্থ হইয়াই আপাতত জগতের সত্যতা স্বীকার পূর্বক ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই জগৎ সৎ, অন্যথা মিথ্যা বলিতে চাহিয়াছেন এবং সেই ভাবেই সৃষ্টি সংহারাদির লক্ষণও নির্ণয় করিয়াছেন। ১৮

ব্রহ্মসচ্চিদনন্তমেকমশেষ বাঙ্‌মনসাতিগং
পঞ্চকোশগুহান্তরং চ নিগদ্যশশ্বদ লৌকিকম্।
তদ্বিসৃজ্য বিবেশসত্যমসত্যমিত্যুভয়ং স্বতঃ
সত্যমিত্যভিধায়িনী শ্রুতিরদ্বয়ং স্ফুটমভ্যধাৎ ॥ ১৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অত্র ব্রহ্মবল্লীশ্রুতীনামদ্বয়বধিকত্বমাহ, ব্রহ্মেতি—

উপক্রমে সচ্চিদনন্তম্ ব্রহ্ম নিগদ্য অন্তে চ একম্ অশেষবাঙ্‌মানসাতিগম্ সর্বলৌকিক বৈদিকবচাংসি সর্বপ্রাণিমনাংসি চাতিক্রম্য স্থিতম্ তদগোচরম্ ব্রহ্ম নিগদ্য মধ্যে চ পঞ্চকোশগুহান্তরম্ ব্রহ্ম শশ্বৎ নিগদ্য পঞ্চকোশরূপগুহানাম্ প্রত্যেক মধ্যস্থম্ সর্বকোশাধিষ্ঠানং চাভ্যাসেনোক্তা অলৌকিকম্ লোকেন ন বিদিতম্ কেবলমুপনিষদ্ গম্যম্ নিগদ্য তৎ ব্রহ্ম সত্যমসত্যম্ সত্যমিথ্যারূপকং জগৎ বিসৃজ্য উৎপাদ্য ইত্যুভয়ম্ উক্তোভয়াত্মকম্ বিবেশ সত্তাপ্রদত্বেন ব্যাপ তথা চ জগদধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্যতয়াসদিতি ভাবঃ ব্রহ্ম তু স্বতঃ সত্যম্ ইত্যভিধায়িনী কথনশীলা শ্রুতিঃ ব্রহ্মবল্লী ব্যক্তম্ অদ্বৈতম্ অবোচৎ ইত্যুপক্রমাদিলিঙ্গৈর্নির্ণীত-মিতি ভাবঃ ॥ ১৯

শ্লোকার্থ। শ্রুতি উপক্রমে ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-অনন্ত, অন্তে এক এবং বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া মধ্যে তাহাই আবার পঞ্চকোশের অধিষ্ঠান ও মাত্র

উপনিষদ্ গম্য অলৌকিক এবং শেষে ভাবাভাবরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বলিয়াছেন। ১৯

(৬১ টিপ্পণি)

ব্রহ্মবিৎপরমেতি তৎখলু সচ্চিদদ্বয়লক্ষণং
বেদনং চ গুহান্তরস্থ নিজস্বরূপ তদাপ্তয়ে।
ইত্যুদীর্য সদদ্বয়ত্বসমর্থনায় সমাদদে
বিশ্বসৃষ্টিমিমাং শ্রুতির্নহি তৎসমর্থনমন্যথা ॥ ২০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সৃষ্টি বাক্যানামদ্বয়ে তাৎপর্য্যং প্রকারান্তরেণাহ, ব্রহ্মবিদিতি—

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মজ্ঞানী পরং মোক্ষম্ প্রাপ্নোতি তৎখলু ব্রহ্ম তু নিত্যচেতন দ্বৈত-শূন্যরূপম্ বেদনং চ জ্ঞানং তু সাক্ষিতয়া বুদ্ধিগুহান্তর্গতস্য প্রত্যগাত্মনঃ নিজরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ ইত্যুক্ত্বা শ্রুতিঃ স্বোক্ত সত্যত্বাদ্বয়ত্বয়োঃ নিরূপণায় ইমাং জগদুৎপত্তি-প্রক্রিয়াম্ সমাদদে উবাচ হি যতঃ অন্যথা প্রকারান্তরেণ নিরপেক্ষ সত্যত্বাদি সমর্থনম্ ন সম্ভবতি ॥ ২০

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মবিৎ মোক্ষলাভ করেন। ইহাতে কথিত হইয়াছে, সেই মোক্ষ সচ্চিদাত্মক অদ্বৈত ব্রহ্মই। জ্ঞানী সাক্ষীরূপ বুদ্ধির গুহাস্থিত নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ফল। ইহা বলিয়াই শ্রুতি সৎ ও অদ্বয় ব্রহ্মের সমর্থন নিমিত্ত এই বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। কারণ অন্য কোনও প্রকারে তাহার সমর্থন করা যায় না। ২০ (৬২ টিপ্পণি)

এক এব পুরা বভূব ন চাপরং স কিলাখিলং বীক্ষ্য
বিশ্বমিদং সসর্জ তমনুং প্রবিশ্য নিরীক্ষতে।
স্বপ্নমাবসথ ত্রয়ং স বিচারতঃ প্রতিবুদ্ধবান্
স্বাত্মনৈব সমস্তকামমবাপ্নুবন্নমৃতোভবৎ ॥ ২১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবমৃগ্বেদোপনিষত্তাৎপর্যমপি ব্রহ্মণ্যেবেতি দর্শয়তি, এক ইতি—

স্বষ্টেঃ পূর্বম্ এক আত্মৈব আসীৎ অন্যৎ তু ন স কিল স বৈ আত্মা সর্বং জগৎ বীক্ষ্য এবং কার্যমিতি মায়য়ানুসন্ধায় ইদং বিশ্বম্ সসর্জ ততঃ প্রত্যগাত্মনা শরীরং প্রবিশ্য নেত্রকণ্ঠহৃদয়রূপস্থানত্রয়ম্ অবস্থাত্রয়মিতি যাবৎ এতদেব স্বপ্নঃ মিথ্যাত্বাত্তং পশ্যতি সঃ শরীরোপাধিকঃ আত্মা দৈবাদ্ গুরূপদিষ্টবিচারেণ প্রতিবুদ্ধবান্ সন্ চিন্মাত্রাত্মস্বরূপ প্রাতবোধরূপ জাগ্রদবস্থাং প্রাপ্তঃ সন্ ক্ষুদ্রানন্দানাং তত্রৈবান্তর্ভাবাৎ স্বস্বরূপেণৈব সর্বকামান্ প্রাপ্নুবন্ নিবৃত্তান্যবাসনঃ সন্ অমৃতঃ মরণ রহিতঃ অভবৎ এবং বদন্তী শ্রুতিরপি ব্যক্তং ব্রহ্মণ্যেবতাৎপর্য্যবতীতি ভাবঃ ॥ ২১

শ্লোকার্থ। সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য কোন সত্তা ছিল না। তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া মায়াবলে প্রত্যগাত্মা রূপে সর্ব শরীরে প্রবেশ পূর্বক নিজ সৃষ্টি নিরীক্ষণ করেন এবং বিচার বলে তিনটিস্থানকে স্বপ্ন বা মিথ্যা বুঝিয়া গুরূপদেশে প্রতিবুদ্ধ হইয়া স্ব স্বরূপ দ্বারাই পূর্ণকাম ও অমৃত হন। ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যে ইহা কথিত। ২১ (৬৩ টিপ্পণি)

স্থূলসূক্ষ্মবিভাগিমূর্তমমূর্তমিত্যখিলং জগৎ ব্রহ্মণোদ্বিবিধং হি রূপমিতি প্রকল্প্য বিভাগতঃ। আদিশত্যথ নেতি নেতি নিষিধ্য রূপমশেষতঃ কাণ্ববাজসনেয়কশ্রুতিরপ্যশেষযদদ্বয়ম্ ॥ ২২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

যজুর্বেদোপনিষদোপ্যত্রৈব সমন্বয়ং দর্শয়তি, স্থূলেতি—

পৃথিব্যাদিত্রয়ং স্থূলং মূর্তম্ বায়্বাকাশদ্বয়ং সূক্ষ্মমমূর্তম্ তথা চ কাণ্বমাধ্যন্দিন-শাখাদ্বয়শ্রুতিরপি মূর্তম্ অমূর্তম্ ইতি স্থূলসূক্ষ্মবিভাগযুতম্ সর্বং জগৎ ব্রহ্মণোহি দ্বিবিধং রূপম্ বিভাগতঃ মূর্তামূর্তাদি বিভাগেন ইতি প্রকল্প্য অধ্যারোপ্য অথ অনন্তরম্ ইতি ন ইতি ন ইত্যেবম্ অশেষতঃ সাকল্যেন দ্বিবিধম্ রূপম্ নিষিধ্য

অপোহ্য শিষ্টমধিষ্ঠানম্ চিন্মাত্রম্ আদিশন্তী উপদিশন্তী অদ্বয়মেব অশেষয়ৎ পরিশিষ্টমকরোৎ ॥ ২২

শ্লোকার্থ। কাণ্ব এবং বাজসনেয় শ্রুতিও এই অখিল জগৎকে ব্রহ্মের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে, মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া পরে আবার নেতি—নেতি না, না এই দ্বিবিধ রূপ সত্য নহে, এই নিষেধ বাক্যে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ২২ (৬৪ টিপ্পণি)

যৎ প্রবোধবশাদশেষমিদং জগদ্বিদিতং ভবেত্তদ্বিবক্তুমুপক্রমোত্র সদেব সোম্যগিরা ততঃ। সৃষ্টিরীক্ষণপূর্বিকা জগতস্তদৈক্যবিবক্ষয়া মৃত্তিকাদিনি দর্শনানি তথাহি সংগতিমাপ্নুয়ু॥ ২৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবং সামবেদোপনিষদ্গতিং দর্শয়তি, যদিতি—

যস্য জ্ঞানাৎ সর্বমিদং জগৎ জ্ঞাতম্ স্যাৎ তদেব বক্তুম্ অত্রোপনিষদি সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়মিতি গিরা যস্মাৎ উপক্রমঃ ততঃ তস্মাৎ হেতোঃ জ্ঞানপূর্বকজগদুৎপত্তিরপি উক্তগিরাপ্রতিজ্ঞাতৈকত্ব বিবক্ষয়ৈব উক্তোপনিষদুক্ত মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্তাশ্চ তেনৈব প্রকারেণ সংগতিম্ দার্ষ্টান্তিকেন সমন্বয়ং প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৩

শ্লোকার্থ। যে জ্ঞানের উদয় হইলে এই অখিল জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় তাহাই কথনার্থ "সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেব অদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপ ৬।২।১) অর্থাৎ ওহে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ই ছিলেন, এইরূপ বলিতে উপক্রম করিয়া সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের ঈক্ষণ পূর্বক জগতের সৃষ্টি এবং যাহাতে জগতের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য উপপাদিত হয়, তজ্জন্য মৃত্তিকাদির নিদর্শন শ্রুতি বলিয়াছেন॥ ২৩ (৬৫ টিপ্পণি)

সৎ প্রসূতমিদং সতি স্থিতমন্তমেতি সতি স্বতঃ সত্তয়া পরিহীণমিত্য-

খিলং সদেব পৃথগু মৃষা। কল্পিতং হি পৃথক্ ন সন্মৃগতৃষ্ণিকোদকবন্মরো-স্ততসদদ্বয়মেব বাস্তিতি সৃষ্টিবাক্যসমীহিতম্॥ ২৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সামবেদোপনিষদুক্ত তাৎপর্য্য শ্রুত্যুপরিতনগ্রন্থপর্য্যালোচনয়াপি সৃষ্টি বাক্যানামিদমেব তাৎপর্য্যমিত্যাহ, সংপ্রসূতমিতি—

ইদং জগৎ সদ্রূপব্রহ্মণ এবোৎ পন্নম্ পুনঃ সত্যেবস্থিতম্ সত্যেব চ লয়ং যাতি অতঃ স্বতঃ সত্তয়া পরিহীণম্ কারণসত্তাতিরিক্ত নিজসত্ত্বারহিতম্ ইতি হেতোঃ সর্বম্ কারণ স্বরূপমেব কারণীভূত সতঃ পৃথক্ তু মৃষা ইতিহ্যত্তরগ্রন্থে উক্তম্ কল্পিতং তু পৃথক্ ন ভবতি যথা মরো সূর্য্যসন্তপ্ত নিরুদক প্রান্তর ভূমিতঃ মৃগতৃষ্ণাজলং ন পৃথক্ভবতি তদ্বৎ তৎ তস্মাৎ কারণাৎ সদ্বস্ত অদ্বয়মেব ইতি সৃষ্টি বাক্য তাৎপর্য্যম্॥ ২৪

শ্লোকার্থ। এই জগৎ সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহাতেই স্থিত এবং মহাপ্রলয়কালে তাহাতেই লীন হয়। কারণরূপ সেই পরম সত্ত্বা হইতে কখনও পৃথক্ হয় না। সেই সত্ত্বা হইতে জগৎ ভিন্ন জ্ঞান অসৎ, মিথ্যা। এই পরম সত্ত্বার বিবর্ত্তরূপে এই জগৎ কল্পিত হইলেও সন্তপ্ত মরু বালুকা ও মৃগতৃষ্ণিকার জল যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, সেইরূপ এই জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন সৎ ও অদ্বয় বস্তু, ইহাই সৃষ্টি শ্রুতিতে কথিত॥ ২৪

বিদ্যয়া পরয়াধিগম্যমুদীর্য ধর্মং বিবর্জিতং সূক্ষ্মমক্ষরতস্ততঃ প্রভবত্যশেষ জগন্মৃষা। তদ্ধি সত্যমিতি স্ফুটং পরিশেষ্যবেদনমাত্রতস্তৎ স্বয়ং ভবতীতি নিত্যমবাপ্তমাহতুরীয়গীঃ॥ ২৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

আথর্বণসৃষ্টি বাক্যান্যপ্যেবমেবেত্যাহ, বিদ্যয়েতি—

সর্বধর্ম রহিতম্ সর্বসূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মম্ পরবিদ্যয়া জ্ঞেয়ম্ আথর্বণোপনিষদুপক্রমে

উদীর্য্য উক্তা নির্বিকারাৎ ততঃ জ্ঞেয়াদ্ব্রহ্মণঃ অশেষজগৎ জায়তে তচ্চমৃষেতি পৃথিব্যোষধ্যাদি দৃষ্টান্তেনোক্তম্ তদ্ধি তদেব সত্যম্ জ্ঞেয়ম্ ব্রহ্মৈব সদিতি তত উক্তম্ ততঃ সর্বাপবাদেন স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা ব্রহ্মমাত্রম্ পরিশেষ্য অধিষ্ঠানতয়া নিরূপ্য কেবলাজ্ঞানাদেব কণ্ঠগতচামীকরবদপ্রাপ্তমিব ভবত্যতঃ জ্ঞানমাত্রাৎ স্বয়ম্ তৎ ব্রহ্ম ভবতি বেত্তা ইতি রীত্যা সদা প্রাপ্তমেব স্বরূপভূতমেব ব্রহ্ম তুরীয়গীঃ চতুর্থবেদঃ আহ উক্তবান্ অতো দ্বৈততাৎপর্য্যবানেবেতি ভাবঃ ॥ ২৫

শ্লোকার্থ। পরাবিদ্যা দ্বারা বিজ্ঞেয়, সর্বধর্মবিবর্জিত, নির্গুণ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মের বিষয় কথনান্তে তাহা হইতে উৎপন্ন এই জগৎ পরমার্থত মিথ্যা, ইহাই শ্রুতিতে উক্ত। মায়ারূপ উপাধি বর্জন পূর্বক পরিশেষে নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং মায়োপাধিক জগতের অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ইহাই অথর্ব বেদের সারতত্ত্ব ॥ ২৫

ভূতভাবিভবজ্জগৎ পরমং চ সৎ প্রণবাত্মকং পাদশঃ প্রবিভজ্য নিনহ্নুত
বাচ্য বাচকভেদকম্। পূর্ব-পূর্বমথোত্তরত্রবিলাপ্যতুর্যপ্রলক্ষণং
স্বাত্মরূপমথর্বণঃ শ্রুতিরভ্যধাচ্ছিবমদ্বয়ম্ ॥ ২৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

মাণ্ডুক্যতাৎপর্য্যমাহ, ভূতেতি—

ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানকালিকং জগৎ উৎকৃষ্টং সদ্রূপং কারণং চ ত্যক্ত বাচ্য-বাচকভেদং যথা স্যাৎ তথা ওঙ্কাররূপমিত্যুক্ত্বা সজগদাত্মস্বরূপং প্রণবাত্মকং চতুর্ভিঃ পাদৈঃ পৃথক্কৃত্বা অথ অনন্তরম্ পূর্বং পূর্বং পাদমুত্তরোত্তর পাদে লীনং কৃত্বা একীকৃত্য তুর্যম্ চতুর্থং পাদম্ লক্ষণ হীনং দ্বৈতহীনং পরমানন্দরূপং স্বাত্মনঃ পরমার্থরূপম্ অথর্বণঃ শ্রুতিঃ অভ্যধাৎ অবোচৎ পাদ বিভাগস্তু বিশ্ব বৈশ্বানররূপাকারঃ প্রথমঃ তৈজসহিরণ্যগর্ভরূপোকারো দ্বিতীয়ঃ প্রাজ্ঞাব্যাকৃত রূপমকারস্তৃতীয়ঃ শুদ্ধচিদ্রূপার্দ্ধমাত্রা চতুর্থ ইতি ॥ ২৬

শ্লোকার্থ। আথর্বন শ্রুতি বলেন, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জগতের বাচ্য বাচক ভেদহীন সৎরূপ ব্রহ্মই কারণ ও সেই ব্রহ্ম ওঁকারস্বরূপ। অনন্তর উক্ত শ্রুতি ওঁকারকে চারি পাদে বিভাগপূর্বক পূর্ব পূর্ব পাদ যথাক্রমে উত্তরোত্তর পাদে বিলীন করিয়াছেন। পরিশেষে চতুর্থ বা তুরীয় পাদে স্বাত্মস্বরূপ শিব ও অদ্বয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৬ (৬৬ টিপ্পনি)

ইত্থমেব ততস্ততঃ শ্রুতসৃষ্টিবাক্যকদম্বকং প্রক্রিয়াদ্যভিশীলনেন সদদ্বয়েন সমানয়েৎ। যুক্তিভিঃশ্রুতিভিশ্চ সৈষ তটস্থলক্ষণ সংগ্রহঃ তৎফলে খলুলক্ষ্যসত্ত্বপরিচ্ছিদাত্রয়বারণে ॥ ২৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

শ্রুত্যন্তরেষু নির্ণয়মতিদিশন্ এতাবদ্ গ্রন্থোক্ততটস্থলক্ষণ ফলমাহ, ইত্থমিতি—

উক্তরীত্যৈব তত্র তত্র বেদান্তে শ্রুতম্ সৃষ্টিবাক্যসমূহম্ প্রকরণরূপোপক্রমাদি বিচারেণ পূর্বাচার্যোক্তযুক্তিভি শ্রুত্যন্তরৈশ্চ সদ্রূপাদ্বৈতেন তাৎপর্য্যতো যোজয়েৎ স পূর্বোক্তঃ তটস্থলক্ষণসংগ্রহঃ এষ এতাবাণ তটস্থ লক্ষণ ফলে তু লক্ষ্যব্রহ্মণস সত্যত্বম্ দেশকালবস্তুকৃতত্রিবিধান্তস্য নিবারণং চ ॥ ২৭

শ্লোকার্থ। উক্ত প্রকারে শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টি বিষয়ক বাক্য সমূহ উপক্রম ও উপসংহারাদি ষড়বিধ প্রক্রিয়া দ্বারা অনুশীলন পূর্বক যুক্তি বলে সুনিশ্চিত তদীয় তাৎপর্য্য একমাত্র সৎ ও অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহাই জানিবে। শ্রুতিবাক্য সমূহ দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ সংগৃহীত এবং তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিতয়ের অতীত সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম ॥ ২৭

সচ্চিদদ্বয়সৌখ্যরূপমমুষ্য বাস্তব লক্ষণং নানৃতেহ স্ফুরণেহসুখে পুরুষার্থতেতি তদাত্মতা। বারণীয়বিধাপ্রকল্পিত ভেদলব্ধপদৈঃ পদৈর্নৈকরস্যহতিস্তথৈব হি সাধুপূর্বমবাদিষম্ ॥ ২৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ তটস্থলক্ষণ ফলং স্বরূপলক্ষণমাহ, সদিতি—

অমুষ্য ব্রহ্মণঃ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপম্ স্বরূপলক্ষণম্ যতঃ সত্যাৎপরোক্ষ-সুখভিন্নে বস্তুনি পুরুষার্থতা পুরুষাভিলাষ বিষয়তা ন ভবতি ইতি হেতোঃ ব্রহ্মণঃ তদাত্মতা সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপতা শ্রুত্যোচ্যতে সত্যাদিপদানিলক্ষ্যে স্বস্ববিরুদ্ধানৃতত্বাদি নিষেধমুখেনাপি পর্য্যবসন্নানীতি ভাবঃ সত্যাত্মনেকবিধত্বে একরসত্বহানিশঙ্কায়ামাহ বারণীয়াঃ নিষেধনীয়াঃ যাঃ বিধাঃ প্রকারাঃ অসত্যত্বাদয়ঃ তাভির্হেতুভির্নিষেধ্যেষু কল্পিত ভেদৈঃ লব্ধাবকাশৈঃ সত্যাদিপদৈঃ একরসত্বস্য হানিঃ ন হি যতঃ উক্তপ্রকারেণৈব সম্যক্ চতুর্দশশ্লোকে উক্তম্ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সচ্চিদানন্দ। আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুতে কাহারো অভিলাষ দৃষ্ট হয় না। এই হেতু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ পৃথক পৃথক বস্তুরূপে ভ্রম হইলেও পূর্বে চতুর্দশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে সৎ চিৎ আনন্দে কোন ভেদ নাই, তিনটি একই বস্তু ॥ ২৮

সত্যত্বং তস্য সৌক্ষ্ম্যান্নভস ইব জগন্নীলিমাধার ভাবাদ
ব্যাবৃত্তেরখিল দৃশিতয়া সর্ববাধাবধিত্বাৎ
নিঃসঙ্গত্বা বিরোধাৎ সকল গত তয়াত্মত্বতঃ সাক্ষিভাবাদন্য
দ্রষ্টুর্নিষেধাৎ স্ফূটবচনশতৈঃ স্বানুভূত্যা চ সিদ্ধম্ ॥ ২৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

যুক্ত্যা সত্যত্বং সাধয়তি, সত্যত্বমিতি—

তস্য ব্রহ্মণঃ সত্যত্বম্ সিদ্ধম্ কস্মাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্ববৎ সূক্ষ্মত্বস্য তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ পুনঃ যথা নভঃ মিথ্যানীলত্বাধারত্বাৎ সত্যম্ তথা জগদ্রূপণীলত্বা-ধিষ্ঠানত্বাৎ পুনঃ পরস্পর ব্যাবৃত্তসর্বেষু ব্রহ্মণো ব্যাবৃত্ত্যভাবাৎ অনুবৃত্তেরিতি যাবৎ পুনঃ অবৃত্তেঃ কুত্রচিদবৃত্তেঃ আধেয়তারহিতত্বাৎ পুনঃ সর্ববস্তুবোধরূপতয়া পুনঃ অনবস্থাভিয়া যৎসর্ববাধাবধি তদেব ব্রহ্মেতি তত্ত্বাদপি পুনঃ নিঃসঙ্গত্বস্য ব্রহ্মগতস্য সত্যত্বেনাবিরোধাৎ পুনঃ সর্বগতয়া নানিত্যং সর্বগত্বতীতি পুনঃ

আত্মত্বাৎ সর্বস্ত কালাদেঃ পুনঃ সাক্ষিত্বাৎ অনবস্থাভিয়া সাক্ষ্যন্তরাভাবাদ সাক্ষিক ব্রহ্মাভাবা সিদ্ধেরিতি ভাবঃ পুনঃ শ্রুত্যা ব্রহ্মাণ্যদ্রষ্টৃ নিষেধাৎ দ্রষ্টৃর-ভাবেজগদান্ধ্য প্রসঙ্গাৎ পুনঃ ব্যক্ত বচনশতৈঃ সত্যপদ ঘটিত শ্রুতিভিঃ পুনঃ তত্ত্ববিদনুভবেন ॥ ২৯

শ্লোকার্থ। আকাশ নীলরূপে প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার নীলিমা মিথ্যা এবং প্রকৃত আকাশ সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যক্ষ। এই জগতও আকাশের নীলিমা সদৃশ মিথ্যা। তাহার অধিষ্ঠান সূক্ষ্ম ব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ সার সত্য। জগদাধার ব্রহ্মের অন্য আধার নাই। তিনি সর্বসাক্ষী ও তাঁহার অন্য কোনও সাক্ষী নাই। তিনি সঙ্গরহিত ইহার বিরোধী প্রমাণ অমূলক। তিনি সর্বগ এবং নিত্য বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু সর্বগ হইতে পারে না। বহুতর শ্রুতিবাক্য বলে ও তত্ত্ববিদগণের অনভূতির আলোকে ব্রহ্মের সত্যত্ব সিদ্ধ। ত্রিকালা বাধিতত্ব ই সত্যত্ব ॥ ২৯

আত্মত্বাদীক্ষিতৃত্বাদখিলবশিতয়া শাস্ত্রযোনিত্ববাদাৎ
কামাভিধ্যোপদেশাচ্ছশি তপন মুখদ্যোতিভারূপতোক্তেঃ।
সাক্ষাদেবাপরোক্ষাদ সুকৃত সুকৃতাধ্যক্ষসাক্ষিত্ববাদাৎ সর্বজ্ঞ-
জ্ঞাদিশব্দাৎ স্ফুটবচনশতৈশ্চাপি সচ্চিৎ স্বভাবম্ ॥ ৩০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

চিদ্রূপত্বং ব্রহ্মণঃ সাংয়ত্যাত্মত্বাদিতি—

সদ্ব্রহ্ম চিৎস্বভাবম্ কস্মাৎ শ্রুতিষু ব্রহ্মণ্যাত্মত্বোক্তেঃ পুনঃ ঈক্ষিতৃত্বোক্তেঃ তদৈক্ষতেত্যাদৌ পুনঃ সর্বস্য স্বাধীনীকরণশীলত্বাৎ তথা চোক্তম্ এতস্যৈবাক্ষর-স্যেত্যাদি পুনঃ উপনিষদেকগম্যত্বকথনাৎ পুনঃ ক্বচিৎ স্রষ্টব্যরূপকাম বিষয়ক জননসংকল্পরূপধ্যানোপদেশাৎ পুনঃ চন্দ্র সূর্য্য প্রধানকানামগ্ন্যাদীনাং প্রকাশন স্বভাবক প্রকাশরূপত্ব কথনাৎ পুনঃ অন্যানপেক্ষ প্রত্যক্ষ রূপত্বাৎ পুনঃ

পাপপুণ্যয়োঃ প্রেরকত্বস্য সাক্ষাদ্দ্রষ্টৃত্বস্য চোক্তেঃ কর্মাধ্যক্ষঃ এষ হ্যেবাসাধু-কর্মকারয়তীত্যাদিনা পুনঃ ব্রহ্মণিজ্ঞসর্বজ্ঞাদি শব্দাৎ জ্ঞঃ কাল কালোগুণীত্যাদৌ পুনঃ চিন্মাত্রোহং সদাশিবঃ চৈতন্যমাত্মনো রূপম্ ইত্যাদি সাক্ষাচ্চেতনশব্দ-বৎ বচনৈরপি ॥৩০

শ্লোকার্থ। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের আত্মত্ব ঘোষিত। 'স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে তাহার ঈক্ষিতৃত্ব কীর্তিত। তিনি শাস্ত্র সমূহের যোনিরূপে বর্ণিত। জগৎ সৃষ্টির কামনা তাঁহারই সংকল্প। তিনিই স্বপ্রকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতিরও তিনি প্রকাশক। তিনি অন্য-নিরপেক্ষ এবং পাপ-পুণ্যাদি কর্মের প্রেরক ও সর্ব কর্মের অধ্যক্ষ। সেইহেতু শ্রুতি তাঁহাকেই সর্বজ্ঞ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, এবং অন্যান্য বহু স্পষ্ট শ্রুতি বাক্য দ্বারা তিনিই যে সচ্চিৎস্বরূপ, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায়। ৩০ (৬৭ টিপ্পণি)

সৌখ্যোৎকর্ষাবধিত্বান্নিখিল সুখকনাভোনিধিত্ব
শ্রুতিভ্যো মুক্ত প্রাপ্যত্ববাদান্নিরবধি পরমানন্দভূমাত্মকত্বাৎ।
সর্বপ্রত্যকত্ববাদান্নিধিনিলয়বধূসাম্যবাদাৎ সুষুপ্তাবানন্দে
ব্রহ্মণ্ডোক্তেরপি চ রসতয়া তৎ সদানন্দরূপম্ ॥ ৩১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

আনন্দরূপতাং নিরূপয়তি, সৌখ্যেতি—

তৎ ব্রহ্ম সদা আনন্দরূপম্ কস্মাৎ আনন্তাধিক্যস্যাবসানভূমিত্বাৎ উক্তঃ চ সৌখ্যোৎ কর্ষোমনুষ্যসুখমারভ্য শ্রুতৌ পুনঃ সর্বসুখকণানাং সমুদ্রতুল্যত্বপরৈত-স্যৈবানন্দস্যেতাদি শ্রুতিভ্যঃ পুনঃ মুক্তেঃ প্রাপ্যত্বস্য কথনাৎ ন হ্যনানন্দত্বে মুমুক্ষা স্যাৎ পুনঃ নিরতিশয়ানন্দানন্তরূপত্বাৎ অল্পে সুখত্বস্য নিষেধাদিতি ভাবঃ পুনঃ পর প্রেমাস্পদত্বে ন প্রসিদ্ধো যঃ সর্বপ্রত্যাগাত্মা তদ্রূপত্বস্য কথনাৎ ব্রহ্মণঃ

পুনঃ ভূস্থনিধিপক্ষি নীড় কামিনীভিঃ তুল্যতোক্তেঃ যথোপরিদেশেচরন্তোপি ন নিধিং জানন্তি ধাবন্তি পক্ষিণশ্চ সায়ংসুখায় নীড়ম্ তদ্বজ্জীবাঃ সুপ্তৌ ব্রহ্ম যথা কামিন্যা সংগতো ন জানাতি কিংচিত্তথা সুপ্তৌ ব্রহ্মণেতি পুনঃ স এষ ব্রহ্মলোক ইতি সৌষুপ্তে প্রকৃতানন্দব্রহ্মভাবোক্তেঃ পুনঃ রসত্বাদপি চ আনন্দকর-রসত্বোক্তেশ্চ ॥ ৩১

শ্লোকার্থ। তিনিই নিখিল সুখের শেষসীমা। তিনি সুখকণার মহাসমুদ্র। মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তিনিই নিঃসীম পরমানন্দ ও ভূমা। সমস্ত প্রত্যগাত্মাই তাঁহা হইতে অভিন্ন। তিনিই ভূগর্ভে প্রোথিত মহানিধি। তিনিই পক্ষীর নীড় ও প্রেমাস্পদের সহিত তাঁহারই সাম্য ঘোষিত। সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্ম তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয়। তিনিই রসস্বরূপ, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হওয়ায় তিনিই সৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ৩১ (৬৮ টিপ্পণি)

সচ্চিৎ সৌখ্যৈকরস্যং নিগদিতমিহ যদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণং
তৎ প্রত্যক্ত্বেপি জৈবেসমমখিলদৃশস্তস্য বাধাদ্যযোগাৎ।
মুখ্যপ্রেমাস্পদত্বাদুপধিবিভিদয়া বস্তু ভেদাদ্যসিদ্ধে
র্ব্রহ্মাংশত্ব প্রবাদাত্তনুকরণদৃশঃ স্বপ্রকাশত্বতশ্চ ॥ ৩২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

অথোক্ত ব্রহ্মলক্ষণং জীবাত্মনি দর্শয়তি, সচ্চিদিতি—

অত্র গ্রন্থে সচ্চিৎ সৌখ্যকরস্যং যদ্ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তম্ তৎ জীবসম্বন্ধিনি সর্বান্তরসর্বসাক্ষি প্রত্যগাত্মপি তুল্যম্ কুতঃ সর্বাবস্থাসাক্ষিণস্তস্য বাধবিকা-রাদের্বক্তুমশক্যত্বাৎ সাক্ষিবাধে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গাৎ অসাক্ষিকবাধা সিদ্ধেশ্চ পুনঃ অনন্যার্থ প্রেমাস্পদত্বাৎ পুনঃ অজ্ঞান তৎকার্য্যদেহাদিভেদে নাত্মবস্তুনো ভেদানিত্যত্বাদীনামসিদ্ধেঃ পুনঃ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ইত্যাদিনা ব্রহ্মাংশত্বস্য কথনাৎ পুনঃ দেহেন্দ্রিয়দ্রষ্টুঃ স্বপ্রকাশত্বা দপি নহীন্দ্রিয়সাক্ষী জড়েন পরেণ বা কেনচিদ্ভাস্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সর্ব বাধাহীন সর্বান্তর্যামী অখিলদ্রষ্টা ব্রহ্ম সচ্চিনানন্দ স্বরূপ। প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। যেহেতু তিনি মুখ্যতম প্রেমাস্পদ, সেহেতু যাহা কিছু ভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়, তাহা কেবল উপাধির ভেদ নিমিত্ত। এই সমস্তই ব্রহ্মের অংশভূত, এবং সাক্ষীরূপে তিনিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টা বা অধ্যক্ষ। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জীবাত্মাও স্বপ্রকাশ। ৩২ (৬৯ টিপ্পণ)

স্বপ্নার্থৈর্বাধ্যমানৈরয়মপিসহযদ্বাধ্যমানো ন দৃষ্টো
বাধদ্রষ্টা স্বয়ং সন্ কথমিব কলয়েদাত্মবাধং দৃগাত্মা।
দৃগ্ ভেদে যন্নমানং যদপি ন চ সমাদৃগদৃশের্গোচরো বা
যচ্চাসৌ নিবিকারস্ত দয়মনবধিঃ প্রত্যগাত্মা সদাত্মা ॥ ৩৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

উক্তমেবাত্ম সত্যত্বং পুনর্দাঢ্যায়াহ, স্বপ্নার্থৈরিতি—

যৎ যস্মাৎ জাগ্রদবস্থায়াং বাধ্যমানৈঃ স্বাপ্নপদার্থৈঃ সহপ্রত্যগাত্মাপি তথা ন দৃষ্টঃ কিংচ দৃগাত্মা দৃক্‌রূপঃ স্বয়ং বাধদ্রষ্টা সন আত্মবাধং কথমিব জানীয়াৎ যতো ন স্বাভাবং কোপি প্রত্যক্ষয়তি পুনঃ যৎ যস্মাৎ দৃগভেদে দৃগন্তরে মানং নাস্তি প্রত্যুত তন্নিষেধেনান্যোতোস্তি দ্রষ্টেত্যাত্মস্তি তৎ তথাচান্যেনাপি ন দৃগাত্মবাধজ্ঞানম্ অপিচ সত্যাপি দৃগন্তরে দৃক্‌ত্বেন তুল্যা দৃক্ অতঃ দৃশেঃ দৃগন্তরস্ত বিষয়ো বা যৎ যস্মাৎ ন স্যাৎ নহি সমানপ্রদীপয়োর্বিষয় বিষয়িভাবো দৃষ্টঃ পুনঃ যস্মাৎ অসাবাত্মা নির্বিকারঃ বাল্যত্বজাগ্রত্বাদি সর্বধর্মশূন্যঃ তৎ তস্মাৎ অপরিচ্ছিন্নঃ অয়ম্ প্রত্যগাত্মা সদাত্মা সত্যস্বরূপঃ ।। ৩৩

শ্লোকার্থ। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রৎঅবস্থায় বাধিত হইলেও এই দৃক্‌স্বরূপ আত্মা বাধিত হয় না। তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা হইয়া কিরূপে স্বীয় বাধ সৃষ্টি করিবেন? পৃথক পৃথক দৃক্ স্বরূপ আত্মার মধ্যে ভেদ সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ নাই।

একটি দৃক্‌বস্তুর সহিত অন্য দৃক্ বস্তুর বিষয় ও বিষয়রূপ সম্বন্ধ হয় না। ইহার কারণ, এই প্রত্যগাত্মাও নির্বিকার, অপরিচ্ছন্ন ও সৎস্বরূপ। ৩৩
(১০ টিপ্পণি)

যদ্ বাল্যাদিষ্ববস্থাস্বহমহমিতি ভাত্যেকরূপো বিভিন্নাস্বধ্যক্ষম্
জাগ্রদর্থানিব নিজমহসা যচ্চ সুপ্তোপি বেত্তি।
যচ্চাহঙ্কারমোষেপ্যপরিমুষিতচিৎ সুপ্তি সৌখ্যাদি সাক্ষী
দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপে শ্রুতিরপি তদসৌ প্রত্যগাত্মা দৃগাত্মা ॥ ৩৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবং চিদ্রূপতামাহ, যদিতি—

তৎ তস্মাৎ অসৌ প্রত্যগাত্মা দৃগাত্মা জ্ঞানরূপঃ তস্মাৎ কস্মাৎ যস্মাৎ ভিন্নাসু অবস্থাসু একরূপঃ স্ফুরতি কথম্ স এবাহম্ স এবাহমিতি পুনঃ যস্মাৎ সুপ্তোপি লীনেন্দ্রিয়োপি সন্ স্বরূপ প্রকাশেন জাগৎ পদার্থান্ ইব অধ্যক্ষম্ প্রত্যক্ষম্ বেত্তি মনোময়ানপি পুনঃ যস্মাৎ অহঙ্কারস্য লয়েপি অনষ্ট চিদ্রূপঃ সুষুপ্তেঃ তৎসুখাজ্ঞানয়োশ্চ সাক্ষী যস্মাচ্চ দ্রষ্টু-দৃষ্টেঃ স্বরূপভূতজ্ঞানস্য নিত্যত্বে শ্রুতিরপ্যস্তি নহি দ্রষ্টু র্দৃষ্টে বিপরীলোপো বিদ্যতে ইতি ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। বাল্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় যে 'আমি', সেই 'আমি' ইত্যাকার একরূপে প্রতীত হয়। স্বপ্নাবস্থায় মনোময় বস্তু সমূহকে জাগ্রদ্ অবস্থা তুল্য যাহা প্রত্যক্ষ করে, সুষুপ্তি কালে অহংবোধ বিলুপ্ত হইলেও তদবস্থায় সুখানুভবের যাহা সাক্ষী, তাহাই এই দৃগাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। স্পষ্টবাক্যে শ্রুতিও ঘোষণা করেন, কখনও দ্রষ্টার বিলোপ হয়না। ৩৪ (১২ টিপ্পণি)

যচ্চাত্মান্যদ্‌ব্রুবাণং প্রিয়মতি তব তদ্রোৎস্যতীতি ব্রবীতি
প্রাজ্ঞেনৈকং সুযুপ্তৌ নিগদতি চ যদানন্দ সংবিস্ময়েন।
ইচ্ছা যৎ স্বানুকূলে ত্রিজগতি বিদিতা স্বপ্রতীপে জিহাসা
যচ্চস্যাং সর্বদেতি স্পৃহয়তি তদসৌ প্রত্যগাত্মা সুখাত্মা ॥ ৩৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথানন্দরূপতাং দ্রঢ়য়তি, যচ্চেতি—

যস্মাদপি আত্মনোঽন্যদ্বস্তুপ্রিয়ম্ ইতি বদন্তং প্রতি তদাত্মভিন্নং বস্তু তব রোৎস্যতি নঙ্‌ক্ষ্যতি স্ব বিয়োগেন ত্বাং রোদয়িষ্যতীতি বাবদতি শ্রুতিঃ যস্মাচ্চ সুষুপ্তৌ আনন্দরূপ জ্ঞান প্রচুরেণ প্রাজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহৈকত্তামাত্মনো বদতি শ্রুতিঃ পুনঃ যস্মাৎ ত্রিজগতি লোকত্রয়স্থপ্রাণিষু স্বোপকারকে বস্তুনি ইচ্ছ রাগঃ তথা স্বানুপকারকে ত্যাগেচ্ছা দ্বেষঃ প্রসিদ্ধা যস্মাচ্চ সর্বদাহং স্যাম্ মমাভাবো মা ভবতু কদাপীতি যাবৎ ইতি এবম্ সর্বোপ্যাত্মানং বাঞ্ছতি তস্মাৎ কারণাদসৌ প্রত্যগাত্মা আনন্দস্বরূপঃ ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে যাহারা বলে, আত্মা ভিন্ন অন্য প্রিয় বস্তু আছে, তাহাদের সেই প্রিয় বস্তু কাঁদিয়া মরিবে, বিনষ্ট হইবে। ইহার কারণ, আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রিয় নাই। যদি আত্মাই না থাকিল, তবে কোন্ বস্তু কাহার প্রিয় হইতে পারে? সুষুপ্তি কালে আনন্দময় প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরের সহিত এই প্রত্যগাত্মা এক হইয়া যায়। ত্রিজগতে অনুকূল বস্তু যাহা কামনা করে, এবং প্রতিকূল বস্তুমাত্রই যাহা পরিহার করে, এবং যাহা স্পৃহা করে, সর্বদাই 'আমি আমি' অর্থাৎ কখনও আমার অভাব না হয়, এই প্রত্যগাত্মাই সেই মূলস্বরূপ বা আনন্দময় পরমাত্মা। ৩৫ (১২ টিপ্পণি)

ইত্থং মীমাংসমানে শ্রুতিগুরুবচনৈর্যুক্তিভিশ্চানুভূত্যা
শশ্বজ্জীবেশতত্ত্বে নিপুণমধিগতে বস্তুতো লক্ষণৈক্যে।
নিষ্প্রত্যূহং নিজার্থং সমধিগময়িতুম্ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যান্যা-
দ্যন্তাবেক্ষণাদ্যৈরধিগত হৃদয়ান্যঞ্জসৈব ক্ষমন্তে ॥ ৩৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

উক্তাখিল নির্ণয়েন মহাবাক্যাখণ্ডার্থ নিশ্চয়ো ভবতীত্যাহেত্থমিতি—

উক্তরীত্যা বেদগুরু বাক্যযুক্তি নিজানুভবৈর্নিরন্তরম্ বিচার্য্যমাণে জীবেশ্বর-স্বরূপে বস্তুতঃ স্বরূপলক্ষণৈকত্বে দৃঢ়ং যথা স্যাত্তথা নিশ্চিতে সতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যানি শীঘ্রমেব নির্বিঘ্নং যথা স্যাত্তথা অখণ্ডপ্রত্যগভিন্ন চিদ্রূপরূপ নিজার্থং সম্যক্ নিশ্চায়য়িতুম্ ক্ষমন্তে সমর্থানি ভবন্তি কীদৃশানি উপক্রমোপ সংহার বিচারণাদ্যৈর্নিশ্চিতাভিপ্রায়াণি ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। শ্রুতি বাক্য এবং গুরু উপদেশ সর্বদা স্মরণ ও মনন এবং নিজ অনুভূতি দ্বারা বিচার করিয়া 'জীব ও ঈশ্বর একই লক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ অভিন্ন' এইরূপ সুনিশ্চয় হইলে, নির্বিঘ্নে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপক্রম ও উপসংহারাদি বিচার পূর্বক, শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায়। ৩৬ (৫৩ টিপ্পণি)

প্রাক্সর্গাদ্যৎ সদাসীদসৃজদথ চ যত্তেজ আদি প্রবিষ্টং
জীবস্তস্মিন্ যদাসীদ্য দখিলমনৃতং নামরূপং বিতেনে।
তৎ সত্তচ্ছব্দবেদ্যং ত্বমিতি নিগদতঃ শ্বেতকেত্বাখ্যজীবো
বাক্যার্থং নিত্যসিদ্ধং গময়দসিপদং বর্তমানং ব্রবীতি ॥ ৩৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম

অথ তত্ত্বমসীত্যত্র পদার্থমাহ, প্রাক্ সর্গাদিত—

সৃষ্টেঃ পূর্বং যৎ সদ্বস্তু আসীৎ অথ অনন্তরম্ যৎ অগ্ন্যাদি অসৃজৎ পুনঃ তস্মিন্ স্বসৃষ্টে প্রবিষ্টং সৎ যৎ জীবঃ আসীৎ ততঃ ব্রহ্মাদিজীবরূপেণ যৎ মিথ্যাত্মক সর্বনামরূপবিস্তারম্ চক্রে তৎসৎ তত্ত্বমসীত্যত্র তচ্ছব্দেন জ্ঞেয়ম্ তচ্ছব্দস্যার্থ ইতি যাবৎ পুত্রং প্রতি পিতারুণিরুবাচ তত্ত্বমসীত্যতঃ ত্বমিতি ত্বমিত্যনেন পদেন শ্বেতকেতুনামকজীব উক্তঃ অসি পদং তু নিত্যসিদ্ধং বাক্যার্থং বোধয়ৎ বর্তমানমর্থং কথয়তি বাক্যার্থ বর্ত্তমান সত্তাসি পদার্থঃ ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ-ই ছিলেন। সেই সৎই পরে আকাশ, বায়ু, তেজ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া তিনিই দেহ ধারণ পূর্বক হিরণ্যগর্ভ নামক জীব হইয়াছেন। পরে তিনিই নাম রূপাত্মক, পরমার্থতঃ মিথ্যা, অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'তৎ ত্বম্ অসি' এই সামবেদীয় মহাবাক্যের 'তৎ' পদ দ্বারা সেই সৎস্বরূপকেই বুঝায় এবং 'ত্বম্' পদ দ্বারা "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু" ইত্যাদি বলিয়া পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে 'অসি' পদ সেই সৎই যে নিত্য সিদ্ধ তাহা বুঝায়। যেমন অতীত কালে ছিলেন, তেমন বর্তমানে আছেন, ইহাই বলিয়াছেন। ৩৭ (৭৪ টিপ্পণি)

বাধাধ্যাস বিশেষণৈক্যবিষয়ং নাম্নোশ্চতুর্দ্ধা মতং
সামানাধিকরণ্য মাদ্যমিহ নব্যর্থোদ্যমা স্যাৎ শ্রুতিঃ।
ধ্যানাদ্যশ্রবণাদনিত্য ফলতাদোষাচ্চ নাধ্যাসধীস্তাদাত্ম্যং
ন বিরুদ্ধয়োরিতি বলাদ্বস্ত্বৈক্য পক্ষ স্থিতিঃ ॥ ৩৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম

পদার্থদ্বয় প্রকারং দর্শয়তি, বাধেতি—

সমান বিভক্তিকনাম্নোঃ সমানাধিকরণ্যম্ একার্থপ্রতিপাদকত্বম্ অভেদান্বয় ইতি যাবৎ চতুর্বিধং মতম্ কীদৃশম্ বাধাধ্যাস বিশেষণৈক্যবিষয়ম্ তত্র বাধোনামানৃতজ্ঞানস্য যথার্থ জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ যথা অন্ধকারে স্থাণৌ পুরুষোয়ামিতি জ্ঞানস্য পুরুষোঽয়ং স্থাণুরিতি নিশ্চিত জ্ঞানেন এতদেব বাধ বিষয়কং সামানাধিকরণ্যম্ শুক্ত্যাদাবিদং রজতমিত্যাদি দ্বিতীয়ম্ দণ্ডীপুরুষ ইত্যাদি তৃতীয়ম্ প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ সোয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৈক্য বিষয়ম্ ইহ তত্ত্বমসীতি বাক্যে আদ্যম্ ন যতঃ শ্রুতিঃ ব্যর্থোদ্যমা স্যাৎ মোক্ষায়োপায়োপ-দেশোদ্যমা হি শ্রুতিঃ ব্রহ্মণো বাধে মোক্ষস্যৈব বাধাৎ জীবস্য বাধে মুমুক্ষভাবেন

মোক্ষ বাধাদ্যর্থোদ্গমা স্যাৎ পুনঃ অধ্যাসধীরপাত্র ন কুতঃ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসী-তেত্যাদিবৎ ব্রহ্মত্বধ্যানাদিবিধেরশ্রবণাৎ সত্যপি ক্বচিচ্ছ্রবণে অনিত্যফলতা-দোষাদপি ধ্যানং চ মানসী ক্রিয়াসাচানিত্যফলিকেতি তথাত্র বিরুদ্ধয়োস্তত্বং পদার্থয়োঃ তাদাত্ম্যং বিশেষ্য বিশেষণ ভাবো ন ইতি হেতোঃ একবস্তু বিষয়ক সামানাধিকরণ্যপক্ষস্যাত্র বলাৎ স্থিতিঃ সিদ্ধা ॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। যে স্থলে দুই শব্দ বা প্রাতিপদিক একই বিভক্তি যুক্ত হইয়া সমানাধিকরণ হয়, যে স্থানে বাধ, অধ্যাস, বা বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব হয়, না তথায় উভয়ের ঐক্য বুঝায়। এইস্থানে ইহার প্রথমার্থ অর্থাৎ বাধ সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে শ্রুতির উদ্যম বা প্রবৃত্তি বাধিত হয়। দ্বিতীয়ার্থ অর্থাৎ অধ্যাসও নহে, কারণ ধ্যানাদির কথা শোনা যায় না, অথবা যে স্থানে শোনা যায়, সে স্থলেও ধ্যান মানসী ক্রিয়া বলিয়া অনিত্যতা দোষের প্রসক্তি হয়। আর তৃতীয়ার্থ অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবও নহে; কারণ বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের তাদাত্ম্য সম্ভব নহে। অতএব এইস্থানে পদার্থদ্বয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য বা অভিন্নার্থই বলবান্। ৩৮ (১৫ টিপ্পণি)

অভিধেয়মত্রপদয়োরসঙ্গতং ন বিরুদ্ধ ধর্মি যুগমৈক্যমেতি যৎ।
উপযোগমূলঘটনাদ্য যোগতো ন পরস্পরার্থ ঘটিতেপি লক্ষণা ॥ ৩৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম

অথাত্র বাচ্যার্থয়োরেকত্বা সম্ভবেনৈকত্বরূপ বাক্যার্থং লক্ষণয়া সংভাবয়তি, ত্রিভিঃ—

অত্র বাক্যে তত্ত্বংপদয়োঃ অভিধেয়ম্ বাচ্যোর্থঃ অসঙ্গতম্ পরস্পরানন্বয়ি কুতঃ যৎ যতঃ বিরুদ্ধধর্মযুত বস্তুদ্বয়ম্ একতামভেদং ন প্রাপ্নোতি যষ্টি পদস্য যষ্টিধরে ইব লক্ষণাপি পরস্পরার্থযুক্তে ন সংভবতি তথা হি জগৎকারণত্বরূপতৎপদার্থ-বিশিষ্টে জীবে লক্ষণয়া জগৎ কারণ-বাংত্বমিতি বাকার্থঃ স্যাৎ এবং ত্বংপদার্থ

বিশিষ্টতৎপদার্থেপি বোধ্যম্ ন চৈব্যং সংভবতি কুতঃ এতাদৃশোপদেশস্য মোক্ষে উপযোগাযোগাৎ তথা মূলবটনাদেঃ উপক্রমসংগত্যাদেশ্চাযোগাৎ ॥ ৩৯

শ্লোকার্থ। এই স্থানে 'তৎ' ও 'ত্বম" পদদ্বয়ের বাচ্যার্থ অসঙ্গত। কারণ বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের ঐক্য সম্ভব নহে। উপযোগ, মূল ও ঘটনাদি যোগের অভাব হেতু পরম্পরার্থ ঘটিত লক্ষণাও সম্ভব নহে। ॥ ৩৯ (৭৬ টিপ্পণি)

ন চ গাঙ্গতীরমিব বাচ্যসঙ্গি বা প্রথিতং তৃতীয়মিহ যোগ্যমন্বয়ে।
পদয়োর্ন চৈকতরভাগ লক্ষনাধ্য বসানলিঙ্গমুপপদ্যতেপি বা ॥ ৪০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

উক্তাজহৎস্বার্থাপি ন সংভবতীত্যাহ, ন চেতি—

গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি বাক্যেঘয়যোগ্যং গঙ্গার্থপ্রবাহযোগিতৃতীয়পদার্থ তীরমিবেহ মহাবাক্যেবন্বযোগ্যমন্ততর পদার্থসঙ্গি তৃতীয়ং বস্তু কিমপি ন প্রথিতং ন প্রসিদ্ধমস্তি তথা পদয়োঃ তত্বংপদয়োর্মধ্যে কস্যচিদেকপদস্য জহদজহৎস্বার্থারূপ ভাগলক্ষণায়ানিশ্চয়েপিনলিঙ্গম্ ন কিঞ্চিদ্বিনিগমকমস্তি ন বা উপপদ্যতেপি অন্যতর ভাগলক্ষণা নির্বিশেষাখণ্ডবাক্যর্থতাৎপর্যস্য নির্ণীতস্য কথমপ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ। 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা পদ বাচ্যার্থের সহিত যুক্ত, অযুক্ত ও লক্ষণা দ্বারা বোধ্য। 'তীর' এইরূপ একটি তৃতীয় পদও আছে। কিন্তু 'তত্বমসি' এই বাক্যের অন্বয় বোধের জন্য সেইরূপ কোন তৃতীয় পদের প্রসিদ্ধি নাই। ভাগলক্ষণা দ্বারা তৎ ও ত্বম্ পদের ঐক্য স্বীকৃত হয়। সে ক্ষেত্রেও অন্বয় বোধের গমক এইরূপ কোন তৃতীয়বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ৪০

(৭৭ টিপ্পণি)

ন তু মানসিদ্ধমপরং পরোপমং নিজরূপমস্য ন চ ভাবিনোস্তিতা।
শ্রুতহানিরশ্রুতগতিশ্চ নোচিতেত্যুচিতাদ্বয়োরপি হি ভাগলক্ষণা ॥ ৪১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

নম্বস্তুতৎপদং গৌণ্যাবৃত্ত্যা তৎসদৃশপরম্ তথা চ ব্রহ্মসদৃশোসি ত্বমিতি বাক্যার্থোপপত্ত্যাশঙ্কামপনুদন্ পদয়োর্ভাগলক্ষণামঙ্গীকরোতি, নম্বিতি—

অস্য জীবস্য পরোপমম্ ঈশ্বরসদৃশম্ প্রসিদ্ধরূপাদন্যৎ নিজরূপম্ তু ন কেনচিদপি মানেন সিদ্ধম্ যেন ত্বং তৎসদৃশোসীত্যর্থঃ স্যাৎ প্রসিদ্ধরূপস্য সদৃশমেবেতি ভাবঃ মুক্তি সময়ে তৎসদৃশরূপম্ স্যাদিত্যপি ন যতঃ ভাবিনঃ অস্তিত্তা বর্তমানতা ন চ ভবতি ভবতি চাত্র বর্তমানার্থকমসিপদমিতি কিং চোক্তরীত্যা শ্রুতস্য তৎপদেন প্রতীতস্য ব্রহ্মণঃ অসি পদেন বর্তমানস্য ত্যাগঃ অশ্রুতস্য চ কালান্তর ভাবিরূপান্তরস্য কল্পনা নোচিতা ইতি হেতোঃ দ্বয়োরপি তত্ত্বং পদয়োঃ ভাগলক্ষণৈবোচিতা ।। ৪১

শ্লোকার্থ। ইহার নিজরূপ অপরের (ঈশ্বর বা ব্রহ্মের) রূপ তুল্য, এই বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ভাবী বস্তুর অস্তিত্ব নাই। উক্তরূপ অর্থস্বীকার করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতগতি দুই দোষ ঘটে। অতএব এইক্ষেত্রে ভাগ লক্ষণাই স্বীকার্য্য ।। ৪১ (৭৮ টিপ্পণি)

অপহায় ধর্মনিচয়ং বিরোধিনং তনুবুদ্ধি সাক্ষিসদনন্তচিদ্ঘনম্ ।
উপলক্ষ্য সোয়মিতি বাক্য বত্ততো ঘটয়েদ খণ্ডবিষয়ে পদদ্বয়ম্ ।। ৪২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

উচিত লক্ষণাং সমর্থায়তি, অপহায়েতি—

যথা সোয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যে তদিদং পদার্থয়োঃ প্রতীতাভেদে বিরুদ্ধ তত্তদ্দেশকালাদি বিশেষণমুপেক্ষ্য দেবদত্তব্যক্তিমাত্রং পদাভ্যাং সংলক্ষ্য তদ্রূপবাকার্থেঽভিন্নে বাক্যাত্মকতদিদং পদদ্বয়ং বোধকতয়া নীয়তে তথা তত্ত্বং পদার্থয়োর্নিশ্চিতাভেদ বিরোধিনম্ মায়াঽবিদ্যা তৎকৃত সর্বজ্ঞত্বাল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহম্ অপহায় ত্যক্ত্বা শরীর বুদ্ধি সাক্ষিচিন্মাত্রম্ ভাগং ত্বং পদেন সদপরিচ্ছিন্ন

চিন্মূর্তি ভাগং তৎপদেন উপলক্ষ্য ততঃ অনন্তরম্ লক্ষিতৈকচিন্মাত্রাখণ্ডবাক্যার্থ বিষয়ে বাক্যাত্মকপদদ্বয়ং ঘটয়েৎ ।।

শ্লোকার্থ। বিরোধী ধর্মসমূহকে পরিহার করিয়া "সোঽয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে যেমন 'সঃ' এবং 'অয়ম' এবং উভয়ের অভেদ স্বীকৃত হয়, সেইরূপে শরীর বুদ্ধি প্রভৃতির স্বাক্ষী সৎ অনন্ত ও চিদ্‌ঘন ব্রহ্মকে গ্রহণ পূর্বক 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদ দ্বয় অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম বস্তুকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে অর্থের অন্বয় সাধন করিবে ।। ৪২ (৭৯ টিপ্পণি)

পরোক্ষানবাপ্তত্ব বুদ্ধিং পরস্মিন্নপূর্ণত্ব দুঃখিত্বমোহং প্রতীচি।
নিহন্তুং নিজালৌকিকং চাত্মতত্ত্বং পদে বক্তুমন্যোন্যতঃ সাভিলাষে ॥৪৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

একমেকার্থত্বে পদয়োরন্যতরস্য বৈযর্থ্যামাশঙ্ক্যাহ, পরোক্ষতি—

পরাস্মিন্ তৎপদ লক্ষ্যে শ্রোতুরুৎপন্নাম্ পরোক্ষত্বালব্ধত্ববুদ্ধিম্ নিহন্তুম্ ত্বংপদমপেক্ষ্যতে ত্বংপদলক্ষ্যং ত্বাত্মরূপত্বাৎ সদৈবাপরোক্ষং লব্ধং চ এবম্ প্রতীচি ত্বংপদলক্ষ্যে প্রতীতম্ অপূর্ণত্ব দুঃখিত্বরূপভ্রমম্ নিহন্তুং তৎপদমপেক্ষ্যতে তৎপদ লক্ষ্যং চ পূর্ণত্বাদুঃখিত্বেন কস্যাপ্যতোষঃ তথা চ পরস্পর লক্ষ্যাভেদবিধয়োক্ত ফলায় অতএবালৌকিকনিজাত্মস্বরূপং বক্তুং চ তত্ত্বং পদে পরস্পরং সাপেক্ষে নাতো বৈযর্থ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩

শ্লোকার্থ। তৎপদলক্ষ্য পরমাত্মায় অপ্রত্যক্ষত্ব ও অলব্ধত্ব এবং ত্বম্ পদলক্ষ্য প্রত্যগাত্মায় অপূর্ণত্ব ও দুঃখিত্বরূপ মোহ দূরীভূত করার জন্য স্বীয় অলৌকিক আত্মতত্ব বুঝিবার নিমিত্ত তৎ ও ত্বম্ পদদ্বয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করে ॥ ৪৩ (৮০ টিপ্পণি)

অসংসর্গি সত্যার্থতা স্যাৎপদানামনন্যার্থতা বাপ্যখণ্ডার্থতাত্র।
প্রসিদ্ধাহ্যসৌ চন্দ্রমাত্রপ্রবোধাৎ প্রকৃষ্টঃ প্রকাশঃ শশীত্যাদি বাক্যে ॥৪৪

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথণ্ডত্বং নিরূপয়তি, অসংসর্গীতি—

অত্র পদানাম খণ্ডার্থকত্বং সর্বথান্তসংসর্গশূন্ত নিত্যবস্বর্থকত্বম্ অথবা জাতি গুণাদ্যন্যাঘটিত বস্বর্থকত্বমপি স্যাৎ হি যতঃ অসৌ উক্তবিধাখণ্ডার্থতা প্রকৃষ্টঃ প্রকাশঃ চন্দ্রঃ ইত্যাদি বাক্যে প্রসিদ্ধা কস্মাৎ প্রশ্নয়িতৃজিজ্ঞাসায়াউত্তরয়িতৃতাৎ-পর্য্যস্য চান্থরোধেন চন্দ্রমাত্রস্যৈব বোধাৎ প্রকৃতবাক্যত ইতি শেষঃ ।। ৪৪

শ্লোকার্থ। তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ ও ত্বম্ ইত্যাদি পদ সর্ববিধ সংসর্গশূন্য, অন্যার্থরহিত, একমাত্র অখণ্ড নিত্যবস্তুর বোধক। প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসুর জ্ঞানের জন্য 'প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্র' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় এস্থানে এই বাক্যও প্রবোধের নিমিত্ত। ৪৪ (৮১ টিপ্পণি)

প্রকর্ষ প্রকাশত্ব চন্দ্রত্বযোগব্যবচ্ছেদ ভেদাদয়োনৈব পৃষ্টাঃ।
ন বা শাব্দধীরস্ত্য জিজ্ঞাসিতেহর্থে ততো বাক্যতশ্চন্দ্রমাত্র প্রবোধঃ॥ ৪৫

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

চন্দ্র মাত্র বোধকত্বমুক্তবাক্যস্য ব্যুৎপাদয়তি, প্রকর্ষেতি—

প্রকৃষ্টঃ প্রকাশশ্চন্দ্রঃ ইতি বাক্যস্থ পদত্রয়প্রবৃত্তিনিমিত্তানাম্ প্রকর্ষপ্রকাশত্ব চন্দ্র ত্বানাম্ চন্দ্রে যোগঃ সংসর্গঃ উক্তধর্মান্যধর্মাণাম্ ব্যবচ্ছেদঃ অসসংর্গশ্চন্দ্রে তথা চন্দ্রনিষ্ঠোন্যভেদশ্চ নৈব পৃষ্টাঃ যতো ন জিজ্ঞাসিতাঃ অজিজ্ঞাসিতে চার্থে শাব্দ-বোধো নৈব জায়তে তস্মাদুক্ত বাক্যাচ্চন্দ্রমাত্রস্যৈব বোধ ইত্যর্থঃ ভাবস্তু প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টাদিজ্যোতিস্ সমূহমালোক্যাত্র কশ্চন্দ্র ইতি প্রশ্নেন চন্দ্রব্যক্তিমাত্রং জ্ঞাতুমিষ্টং ভাতি অতস্তদেব প্রশ্নবিষয়ঃ ইতিপ্রশ্নবিষয়মাকলয্য জিজ্ঞাসা নিবৃত্তয়েজিজ্ঞাস্যমাত্র বোধন তাৎপর্য্যেণ প্রবৃত্তোত্তরয়িতুর্বাক্যেনাপি প্রশ্নবিষয়বিষয়কেনৈব ভাব্যমিতি ।। ৪৫

শ্লোকার্থ। জিজ্ঞাসু কেবলমাত্র চন্দ্রই জানিতে চাহিয়াছে, তাহার প্রকাশ,

প্রকাশের প্রকর্ষ প্রভৃতি জানিতে চাহে নাই। অজিজ্ঞাসিত অর্থে শাব্দ বোধ হয় না। অতএব এইস্থানে জিজ্ঞাস্য কেবল চন্দ্র বিষয় ॥ ৪৫ (৮২ টিপ্পনি)

যঃ প্রাক্ বিসৃজ্য ভুবনং তনুমাবিবেশ যঃ পঞ্চভূত সুরমানুষতির্যগাত্মা।
যেনাবলোকয়তি বক্ত্যভিমন্যতে চ প্রজ্ঞান মাত্র বিভবোহমসৌ পরাত্মা॥৪৬

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবমৃগ্বেদগত প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যস্যাখণ্ডার্থত্বং বিশদয়তি, য ইতি—

যঃ পরমাত্মা প্রাক্ সর্গাদৌ ভুবনং বিসৃজ্য সাব্দলোকমুৎপাদ্য তনুম্ আবিবেশ সর্বান্তঃকরণে প্রতিবিম্বিতঃ পুনঃ যঃ পরমাত্মা পঞ্চভূত দেব মনুষ্যপশ্বাদিরূপঃ ব্রহ্মবিবর্তত্বাদাকাশাদীনাম্ পুনঃ যেন প্রত্যক্ চৈতন্যেন নিমিত্তমাত্রেনেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈঃ দর্শন রচনাভিমানা ভবন্তি স্বরূপজ্ঞানমাত্রৈশ্বর্য্যকঃ অহম্ অসৌ পরমাত্মা ন পরমাত্মনা ভিন্ন ইত্যেক চিদ্রূপাখণ্ডার্থত্বমিতি ভাবঃ অত্রপ্রথমপাদেন বাচ্যার্থৌ ততঃ পাদাভ্যাম্ ক্রমেণ ব্রহ্মপ্রজ্ঞানপদলক্ষ্যার্থৌ চতুর্থেন বাক্যার্থশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৪৬

শ্লোকার্থ। যিনি প্রথমে ভুবন সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন; পঞ্চভূত দেবতা ও মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক যোনি প্রাণীতেও যিনি আত্মারূপে স্থিত, যিনি অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় দর্শন ও ভাবনা অভিমান হয়, অর্থাৎ আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি এইরূপ বোধ হয়, আমিই সেই প্রজ্ঞান মাত্র বিভব, এক মাত্র জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা। ৪৬

অর্থদীপ। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" সামবেদোক্ত তত্ত্বমসি বাক্যের তৎ বা সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আমি। ইহাই কথিত হইল।

যদ্ব্যাকৃতং জগদভূত্তমসা নথাগ্রাচ্চচ্চ প্রবিষ্টতনুকৃৎস্নমকৃৎস্নমাসীৎ।
প্রেয়স্তদেব পরমং পরমার্থতোহহং ব্রহ্মাস্মি তদ্বিদিতবদ্ধিতদেবসর্বম্ ॥৪৭

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

যজুর্বেদগতাহং ব্রহ্মাস্মীত্যস্য তথাত্বমাহ, যদিতি—

যন্ন স্ব তমসা তমঃ প্রধানমায়য়া বিবিধাকারং জগৎভূৎ ততঃ পুনঃ যদ্ব স্বকৃৎস্নম্ সর্বাত্মকমপি নখাগ্রপর্য্যন্তম্ প্রবিষ্টতনু প্রবিষ্টশরীরকং সৎ তমসাচ্ছাদনেন অকৃৎস্নম্ পরিচ্ছিন্নম্ সংসারী আসীৎ তস্মাৎ তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রেয়ঃ অতিশয়েন প্রিয়ম্ প্রত্যগাত্মস্বরূপম্ অতঃ পরমার্থতঃ বস্তুতঃ অহং ব্রহ্মাস্মি হি যতঃ তদ্ব্রহ্মৈব বিদিতবৎ স্বাত্মসাক্ষাৎকারং কৃতবৎ মুমুক্ষুতাপি ব্রহ্মণ এবেতি ভাবঃ এতদপি কুতঃ যতঃ ব্রহ্মৈব সর্বম্ অত্র পূর্বার্দ্ধেন বাচ্যার্থৌ কৃৎস্নমিতিপদেন লক্ষ্যার্থোপি সূচিতঃ উত্তরার্দ্ধেন বাক্যার্থ ইতি বিবেকঃ ॥ ৪৭

শ্লোকার্থ। তমোময়ী মায়া আশ্রয় করিয়া যাহা জগৎ রূপে ব্যাকৃত এবং প্রতি শরীরে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যে অপরিছিন্ন তত্ত্ব পরিছিন্ন সংসারীরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই প্রেয়ঃ ও পরমার্থ। এই সমস্তই ব্রহ্ম। তিনিও উপলব্ধি করেন, আমিই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ৪৭

অর্থদীপ। যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি।

যশ্চায়মত্র পুরুষে প্রথতে গুহান্তর্যশ্চা
প্রমেয় সুখভূঃ সবিতুশ্চ বিম্বে।
একস্য ইত্যভিদধুঃ স্ফুটমৈক্যমেকে তৎ বেদনাচ্চ
বিলয়ং জগতশ্চ তত্র ॥৪৮

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা

কশ্চিত্তু ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যং স্ফুটমেবেত্যাহ, যশ্চেতি—

অত্র পুরুষে পঞ্চকোশগুহামধ্যে যোয়মাত্মা সাক্ষিরূপেণ প্রকাশতে যশ্চ সূর্য্যমণ্ডলে অনন্তানন্দঘনঃ পরমাত্মা প্রথতে স একঃ ইতি স্ফুটমেবৈক্যম্ একে তৈত্তিরীয়া অভিদধুঃ পুনঃ তদ্বেদনাৎ একাত্মসাক্ষাৎকারাৎ তত্রাত্মন্যেব জগতো বিলয়ম্ চাভিদধুঃ তেনাপ্যৈক্যদার্ঢ্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৮

শ্লোকার্থ। প্রতি পুরুষের হৃদয়গুহায় যিনি পঞ্চকোষের সাক্ষীস্বরূপ অবস্থিত, তিনিই অপরিমেয় সুখের উৎসরূপে আদিত্য মণ্ডলে বিরাজিত। তাহাকে জানিতে পারিলে তাহাতেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। উক্তমর্মে শ্রুতি বলেন, প্রত্যগাত্মা ও আদিত্য মণ্ডলের মধ্যবর্তী পুরুষ উভয়ে অভিন্ন। ৪৮

অর্থদীপ। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্য আছে, "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ-বাদিত্যে স একঃ"। ইহার অর্থ, যিনি এই পুরুষে ও যিনি ঐ আদিত্যে অবস্থিত, তাঁহারা উভয়ে এক।

আসীৎ সদেব হি ভবানন্বৃতং বিধায় তেজোমুখং
তদভিমত্য বভূব জীবঃ।
দেহান্তশুঙ্গমবধূয় বিলোকয় স্বং সদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি
বোধ সুখাদ্বিতীয়ম্ ॥৪৯

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

অথ সিংহাবলোকনেন সামবেদগত নববারোপদিষ্টতত্ত্বমসীতি মহাবাক্যং তাৎপর্যোদ্ভাবনেন বিশদয়তি, দশভিঃ—

হে শ্বেতকেতো সৃষ্টেঃ পুরা ভবান্ সদেবাসীৎ ততঃ অনৃতম্ শুক্তিরজত-বন্মিথ্যৈব তেজঃ প্রভৃতি ভূতম্ উৎপাদ্য তদ্রূপশরীরাদি অভিমত্য আত্মত্বেন স্বীকৃত্য জীবো বভূব ভবান্ তস্মাদ্দেহ পর্য্যন্তম্ শুঙ্গম্ অঙ্কুরম্ কার্যজাতম্ অবধূয় মিথ্যাত্বেন তিরস্কৃত্য স্বম্ পরমার্থ নিজস্বরূপম্ পশ্য চিদানন্দাদ্বয়ম্ যৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম তৎ ত্বম্ অসি ইতি প্রথম উপদেশঃ ॥ ৪৯

শ্লোকার্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে সম্বোধন পূর্বক উক্ত হইয়াছে, পূর্বে তুমি একমাত্র সৎ স্বরূপ ছিলে, পরে পরমার্থতঃ মিথ্যা তেজঃ প্রভৃতি ভূতবর্গ সৃষ্টি ও তৎসমুদয় অঙ্গীকার করিয়া তুমি জীবরূপ ধারণ করিয়াছ। অতএব অঙ্কুর সমেত সমূলে দেহাদি হইতে অনৃতাদি উৎপাটিত করিয়া তুমি নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে অবলোকন কর। ৪৯

অর্থদীপ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য নয় বার উক্ত হইয়াছে। একই কথা বার বার বলিলে তাহাকে অভ্যাস বলা হয়। অভ্যাস দ্বারা শ্রুতি বাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত। 'যঃ প্রাগ্‌বিসৃজ্য ভুবনং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত দেখান হইল, ঋগ্বেদ, ও যজুর্বেদ ও সামবেদ একই সত্য ঘোষণা করিতেছে।

সংপদ্য যত্র মধুনীব রসাঃ সুষুপ্তৌ
সৌখ্যৈকরস্যমধিগম্য জনা ন বিদ্যুঃ।
যৎ প্রচ্যুতাঃ পুনরমী বহুদুঃখভাজঃ সদ্‌ব্রহ্ম
তত্ত্বমসি নাসি কদাপি দুঃখী ॥৫০

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

এবং চ কিমিতি নিজসদ্রূপতায়া অপ্রতীতিরিত্যত আহ, সংপদ্যেতি—

জনাঃ প্রতিদিনম্ সুষুপ্তৌ মধুনি নানাপুষ্পরসা ইব যত্র সদ্রূপে সংপদ্য সম্যগগত্বা সদ্রূপসুখ ভাবেন একরসতাম্ সমানস্বভাবতাম্ ঐক্যমিতি যাবৎ প্রাপ্যাপি স্বস্য সুখত্বং ন জানন্তি মূলাজ্ঞানস্য সত্ত্বেন তমসি জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ভেদানাং লয়েনৈকীভাবাদেব পুনঃ যস্মাৎ সদ্রূপাৎ প্রচ্যুতাঃ অসদ্রূপানুসন্ধান-যুতাঃ সন্তঃ অমী জীবাঃ বহুদুঃখিনো ভবন্তি তৎসদ্‌ব্রহ্ম ত্বমসি দুঃখী সংসারী কদাপি ন অসি অয়ং ভাবঃ সুপ্তৌ প্রাপ্তায়ামপি যোগ্যতায়ামজ্ঞান মাত্রাবৃত্তে-নাত্মসাক্ষাৎকারঃ জাগ্রৎস্বপ্নয়োস্তসংখ্যা জ্ঞানকার্যাবৃতেরিতি ইতি দ্বিতীয়ঃ ॥৫০

শ্লোকার্থ। যেমন মধুতে নানা পুষ্পের রস একরসতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুষুপ্তিকালে সদানন্দ ব্রহ্মের সহিত একরস হইলেও মানুষ মূল অজ্ঞানের প্রভাবে তাহা জানিতে পারে না। সেই অবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় প্রচ্যুত হইয়া মানুষ আবার বহু দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও তুমি সেই ব্রহ্ম, কদাপি দুঃখী নহ ॥ ৫০

অব্ধির্যথা জলধরৈরপনীয়নীতো নদ্যাদিভাবমুদধিত্বমতিং

হৌ স্বাম্।

এবং ভবানুপধিভিঃ খলু বিস্মৃতঃ স্বংসদ্ব্রহ্ম

তত্ত্বমসি সংস্মর পূর্ণভাবম্॥ ৫১

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

সতশ্চ্যুতা জাগ্রদাদৌ সতশ্চ্যুতা ইত্যেবমপি ন সত্তস্মৃতিং যাস্তীতি সদৃষ্টান্তমুক্ত্বা স্মারয়তি, অব্ধিরিতি—

জলধরৈর্মেঘৈরপনীয় পৃথক কৃত্বা নদ্যাদি ভাবং নীতোব্ধিঃ যথা স্বামুদধি ভাবমতিং তত্যাজ এবমশরীরাদ্যুপাধিভিঃ স্বম্ নিজসদ্রূপম্ ভবান্ বিস্মৃতঃ ন স্মরতি অতঃ তৎসদ্ব্রহ্ম ত্বমসীতি নিজ পরিপূর্ণ ভাবমিদানীং ত্বং সংস্মর শ্বেতকেতো ইতি তৃতীয়ঃ॥ ৫৯

শ্লোকার্থ। মেঘ সমূহ কর্তৃক চালিত এবং নদী প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্র যেমন নিজেকে আর সমুদ্র বলিয়া বোধ করেনা, তুমিও সেইরূপ শরীরাদি উপাধিসমূহের প্রভাবে 'তুমিই সৎ স্বরূপ' তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমার এই পূর্ণভাব স্মরণ কর। ৫১

জীবপ্রহীণতরুশোষ বিশেষ লিঙ্গাদাত্মা পরোস্তি

তন্মুতঃ স চ নিত্য একঃ।

বিশ্বং তদাত্মমখিলং বিতথ দ্বিতীয়ং সদ্ব্রহ্ম

তত্ত্বমসি মুঞ্চ বিভেদ মোহম্॥৫২

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

নম্ন সত উৎপত্তেস্তত্রৈব লয়াচ্চানিত্যাদেহাত্মা এবজীবাঃ সচ্চবিকা রীত্যত আহ, জীবেতি—

দেহাদাত্মান্যোস্তি কস্মাৎ জীবহীন বৃক্ষস্য শোষবিশেষরূপগমকাৎ যন্তদবয়বেভ্যো পসরতি জীব শুষ্যন্তি চ তত্তদবয়বা ইতি বৃক্ষাদেরন্তথাবগমাৎ

স চাত্মা একঃ তথা নিত্যঃ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ-তু দেহাভিমানগ্রহণ পরিত্যাগ নিবন্ধনৌ ন বস্তুত ইতি ভাবঃ অখিলং জগৎ অনুতদ্বিতীয়কঃ এষ আত্মৈব ইতি ত্বং বিদ্ধি জানীহি ইত্যেকত্ব নির্বিকারিত্বমিতি ভাবঃ তস্মাৎ তৎসদ্ ব্রহ্মত্বমসি ততত্বম্ ভেদভ্রান্তিং ত্যজেতি চতুর্থ ঃ ।। ৫২

শ্লোকার্থ। দেহ ও আত্মা এক নহে। দেখ, বৃক্ষের যে যে অবয়ব হইতে প্রাণ অপগত হয়, সেই সেই অবয়ব শুষ্ক হইয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, দেহ হইতে ভিন্ন এক নিত্য আত্মা আছেন। এই জগৎ মিথ্যা, তুমিই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অতএব ভেদ-ভ্রান্তি পরিহার কর। ৫২

ধানান্তরুন্নত তরোরুবটঃ পুরেব যস্মিন্নিদং
জগদবস্থিতমাবিরাসীৎ।
শ্রদ্ধাবতা সমাধিগম্যমনোরণীয়ঃ সদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি
সত্যমসত্যমন্যৎ ॥ ৫৩

কৈবল্য কল্পদ্রুম টীকা।

ননু মিথ্যাত্বং জগতো ব্রহ্মোপাদানকত্বেস্যাত্তদেব ন সংভবতি সূক্ষ্মতমস্য স্থূলতমোপাদানত্ব দৃষ্টেরিত্যত আহ, ধানান্তরিতি—

উন্নততরোত্যুচ্চঃ উরুঃস্থূলো বটঃ ধানান্তঃ অত্যন্তসূক্ষ্মবটবীজ মধ্য দেশে পূর্বংস্থিতঃ আবির্ভবতি পশ্চাৎ তদ্বৎ উৎপত্তে পুরা ইদং জগৎ যাস্মিন্নবস্থিতং পুনরাবিরাসীৎ তং শ্রদ্ধালুজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং সদ্রূপং ব্রহ্মত্বমসি সত্যম্ ত্বদন্যদসত্যমিতি পঞ্চমঃ ।। ৫৩

শ্লোকার্থ। অতি সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে নিহিত প্রকাণ্ড স্থূলকায় বটবৃক্ষ যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছে, এই জগৎও সেইরূপ অণু হইতেও অণুতর যে ব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত ছিল, তুমিই সেই ব্রহ্ম। ইহা অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমস্তই মিথ্যা, ইহা নিশ্চয় জানিও। ৫৩